মাসিক

আত-তাহরীক

আল্লাহ বলেন, ‘তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য ও ন্যায় দ্বারা পরিপূর্ণ। তাঁর বাণীর পরিবর্তনকারী কেউ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’ *(আন‘আম ৬/১১৫)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৮তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা
জুন ২০২৫

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ

কাশ্মীর সংকটের স্থায়ী সমাধানই উত্তরণের একমাত্র পথ

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية

المجلد : ٢٨ العدد : ٩ ذوالحجة و محرم ١٤٤٦- ١٤٤٧هـ/ يونيو ٢٠٢٥

رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب

تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত দেওয়ালপত্র সমূহ

- দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ
- ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ
- ছালাতের মধ্যে পঠিতব্য দো'আ সমূহ
- হে মানুষ! আল্লাহকে ভয় কর!!
- মৃত্যুকে স্মরণ করুন!
  পরকালীন প্রস্তুতি গ্রহণ করুন!

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। www.hadeethfoundationbd.com

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০

আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

বইটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়

- আশূরার গুরুত্ব ও ফযীলত
- কারবালার সঠিক ইতিহাস
- আশূরা সম্পর্কিত বিদ'আত সমূহ
- আশূরা উপলক্ষে করণীয় ও বর্জনীয়
- মু'আবিয়া (রাঃ) ও ইয়াযীদ সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা

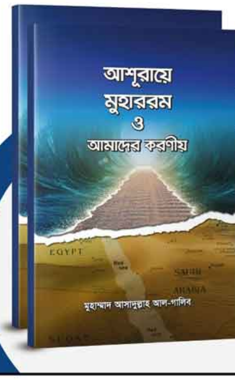

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক

আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৮তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা

যুলহিজ্জাহ-মুহাররম	১৪৪৬-৪৭ হি.
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	১৪৩২ বাং
জুন	২০২৫ খৃ.

। সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

। সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

। সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

- সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
- হা.ফা.বা বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড : ০১৭৩০-৭৫২০৫০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১
- তাওহীদের ডাক : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩
- ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
  (বিকাল ৪.৩০ থেকে ৬.৩০ পর্যন্ত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩
ওয়েবসাইট : www.ahlehadeethbd.org

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

◆ **সম্পাদকীয় :**

▶ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ : কাশ্মীর সংকটের স্থায়ী সমাধানই উত্তরণের একমাত্র পথ ০২

◆ **প্রবন্ধ :**

▶ নারী সংস্কার কমিশনের অন্যায় সুফারিশ সমূহ ০৩
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

▶ কুরবানী কবুলযোগ্য করার উপায় ০৫
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

▶ রিয়া-র আলামত *-ড. নূরুল ইসলাম* ১০

▶ সমাজে অপরাধপ্রবণতা হ্রাসে কুরআনে বর্ণিত শাস্তিবিধানের অপরিহার্যতা *(শেষ কিস্তি) -মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক* ১৩

▶ যে আমলে সম্মান বাড়ে *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)* ১৭
-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

▶ মাসায়েলে কুরবানী *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২২

◆ **সময়ের ভাবনা :**

▶ ছালাহুদ্দীন ও আল-কুদস : ইতিহাসের পাদপীঠে ভবিষ্যৎ ভাবনা *-সারওয়ার মিছবাহ* ২৬

◆ **সন্তান পরিচর্যা :**

▶ বই হোক সন্তানের নিত্য সঙ্গী ৩০
-জাহিদ হাসান

◆ **শিক্ষাঙ্গন :**

▶ ইলমুন নাহু : পাঠ্যপুস্তক ও পাঠদান ৩২
-সারওয়ার মিছবাহ

◆ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :**

▶ নেককার স্ত্রী *-অনুবাদ : নাজমুন নাঈম* ৩৭

◆ **পাঠকের মতামত :**

▶ আত-তাহরীকের প্রতি এক অদম্য ভালোবাসা ৩৮
-মামূন বিন হাসমত

◆ **কবিতা :** ৩৯

▶ ঈমান জাগানিয়া আযান
▶ অন্ধ জাতি
▶ দ্বীনের প্রতি রাখ রুজূ
▶ ওপারের পুঁজি
▶ উত্তম সাথী

◆ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪০

◆ **মুসলিম জাহান** ৪১

◆ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪১

◆ **সংগঠন সংবাদ** ৪৯

◆ **প্রশ্নোত্তর** ৫৬

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ : কাশ্মীর সংকটের স্থায়ী সমাধানই উত্তরণের একমাত্র পথ

(১) গত ৭ হ'তে ১০ই মে ৪ দিনের অবিশ্বাস্য যুদ্ধে এক অনিবার্য মহা বিপর্যয় থেকে বেঁচে গেল ভারত উপমহাদেশের শত-কোটি মানুষ। আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে তেতে ওঠা যুদ্ধ আপাতত শেষ হ'ল। ২২শে এপ্রিল কাশ্মীরের পেহেলগামে পর্যটকদের উপর বর্বরোচিত হামলা যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের সাজানো নাটক ছিল, তা বুঝতে কারো বাকি ছিল না। ভারতীয় মিডিয়া যদিও অবিশ্বাস্য মিথ্যাচার ও আষাঢ়ে গালগল্প প্রচার করে এই নাটক ঢাকার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তা ঢাকা সম্ভব হয়নি। নানা হুমকি-ধমকির পর ভারত ৭ই মে পাকিস্তানী ভূখণ্ডে কথিত সন্ত্রাস দমনের নামে বিভিন্ন মসজিদ ও বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালায় এবং বহু নিরপরাধ মানুষের প্রাণহানি ঘটায়। আত্মরক্ষার্থে পাকিস্তানও শুরু করে পাল্টা হামলা। ২ দিনের সাঁড়াশী আক্রমণে কাঁপিয়ে দেয় ভারতের কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা ব্যূহ। অদম্য সাহসিকতায় ধ্বংস করে দেয় ভারতের কেনা ৪০ হাযার কোটি টাকার ইস্রাঈলী যুদ্ধাস্ত্র, তাদের তৈরী ২৫টি ভারতীয় ড্রোন। চীনের তৈরী পাকিস্তানের জে-১০সি যুদ্ধ বিমানে পরাস্ত হয় ফ্রান্সের তৈরী অত্যাধুনিক ৫টি রাফাল জঙ্গী বিমান ও ৭৭টি ড্রোন। রাতের অন্ধকারে চোরের মত হামলাকারী ভারতের 'অপারেশন সিন্দুর' ভূলুণ্ঠিত হয় পাকিস্তানের 'বুনিয়ানুম মারছূছ'-এর দুর্দমনীয় হামলার সামনে। হতাহত হয় উভয় পক্ষে বহু মানুষ। ভারতীয়রা অস্ত্র পূজায় হতাশ এবং পাকিস্তানীরা ঈমানী চেতনায় উৎফুল্ল। অবশেষে রণে ভঙ্গ দেয় ভারত। থেমে যায় এক ভয়াল যুদ্ধের দামামা। পরাজয় ঘটে মিথ্যুকদের। ২৫জন নিরীহ পর্যটক ক্ষমতাসীনদের বলির পাঠা হয়। বঞ্চিত হ'ল ভারত ভবিষ্যতের পর্যটক খাতের বিশাল অংক থেকে।

এই যুদ্ধে পাকিস্তান যে সামরিক সক্ষমতা দেখিয়েছে, তা রীতিমত অভাবনীয়। আগামীতে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে ১০বার চিন্তা করবে। এ ঘটনায় জয় হয়েছে সত্য ও ন্যায়ের। পরাজয় ঘটেছে ভারতীয় বাহিনী ও তাদের দোসর সেদেশী ও এদেশী চিহ্নিত মিডিয়া সমূহের। বিশেষ করে দিল্লীতে বৃষ্টি হলে ঢাকায় ছাতাধারী কথিত ৫৭% পাঠক নন্দিত বলে দাবীকারী পত্রিকাটির হলুদ সাংবাদিকতার। এই যুদ্ধের ফলে লাভ হয়েছে এই যে, ভারত এখন কাশ্মীরের মূল বিরোধীয় বিষয়ের দিকে নযর দিতে বাধ্য হবে। আর সেটি হ'ল তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের সময় তাদেরকে ভারত বা পাকিস্তান কোন একটিকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাদের হিন্দু শাসক হরি সিং অন্যায়ভাবে ভারতে যোগ দেন। ভারত সেটাকে লুফে নিয়ে সেখানে সৈন্য পাঠায় ও যবরদস্তী কাশ্মীর কুক্ষিগত করে। তখন থেকেই চলছে অধিকৃত কাশ্মীর ও আযাদ কাশ্মীর দ্বন্দ্ব। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত হয় ২৫৬ নং প্রস্তাব। যাতে গণভোটের মাধ্যমে তাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি তা বাস্তবায়িত হয়নি। বলা বাহুল্য, কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের পথ এখানেই। কিন্তু অস্ত্র ব্যবসায়ী পরাশক্তিগুলি তাদের অস্ত্র বাণিজ্যের স্বার্থে দ্বিমুখী কুটনীতি চালিয়ে যাচ্ছে সর্বত্র। বিশেষ করে মুসলিম রাষ্ট্র সমূহে।

ভারতের ২৫টি রাজ্যের মধ্যে সবচাইতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাজ্য হ'ল কাশ্মীর। যার ৮২% মুসলমান। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় দ্বিজাতি তত্ত্বের অনুযায়ী এটা পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কাশ্মীরী সন্তান নেহরু ও কাশ্মীরের হিন্দু শাসক হরি সিংয়ের মধ্যে চুক্তির ফলে এবং সাথে সাথে গভর্ণর জেনারেল মাউন্টব্যাটেনের সমর্থনের কারণে কাশ্মীরী সংখ্যাগুরু মুসলিম জনগণের ইচ্ছা-আকাংখাকে পিষ্ট করে ভারত জোর করে কাশ্মীরকে নিজ অধিকৃত রাজ্যে পরিণত করে। অথচ হায়দারাবাদের মুসলিম শাসক নিযাম যখন পাকিস্তানে যোগ দিতে চান, তখন কিন্তু সেখানকার সংখ্যাগুরু হিন্দু প্রজাদের দোহাই দিয়ে ভারত সেটাকে নিজের দখলে নিয়ে নেয়। এভাবে বিভিন্ন ছলচাতুরী ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে গোয়া, মানভাদর, জুনাগড় প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারত গ্রাস করে নেয়। তার সর্বশেষ আগ্রাসনের শিকার হয়েছে সিকিম। তাই আধিপত্যবাদী ভারতের পার্শ্ববর্তী ছোট-বড় সকল রাষ্ট্র সদা সন্ত্রস্ত। কোন প্রতিবেশীই ভারতকে বিশ্বাস করেনা।

(২) বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ভবিষ্যতের বড় যুদ্ধগুলো পানি নিয়ে সংঘটিত হবে। দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে এ সম্ভাবনা আরও প্রবল, বিশেষ করে হিমালয় অঞ্চল ঘিরে। কাশ্মীর অঞ্চলে অবস্থিত বিশাল হিমবাহ থেকে উদ্ভব হওয়া ঝিলম, চেনাব, সাটলেজ, রাভি, বিয়াস এবং সিন্ধু নদ ভারতের প্রায় এক বিলিয়ন মানুষের পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একইসঙ্গে পাকিস্তানের কৃষিনির্ভর অর্থনীতিও মূলত এই নদীগুলোর পানির ওপর নির্ভরশীল। ফলে পানি আজ কৌশলগত এক অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। ভারত এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করে ইতিমধ্যে সিন্ধু নদের পানিবন্টন চুক্তি স্থগিত করেছে।

লণ্ডনের খ্যাতনামা সাপ্তাহিকী The Economist ২২.৫.১৯৯১ ইং সংখ্যায় বলেছিল যে, কাশ্মীরী জনগণকে গণভোটের সুযোগ দিলেই তারা পাকিস্তানের দিকে চলে যাবে। ভারতের তথাকথিত One nation theory বা 'এক জাতি মতবাদ' ধূলায় লুটাবে'। হয়তবা আসন্ন একবিংশ শতকে ভারতের জন্য নাটকীয় ভাঙ্গন ও অভিনব পরিবর্তন অপেক্ষা করছে। কেননা উক্ত আন্তর্জাতিক সাপ্তাহিকীটির অভিমত হচ্ছে যে, 'ভারত মাঝে মাঝে নিজেই সন্দেহ করে যে, আসলেই সে নিজে একটি অভিন্ন জাতি কি-না। কেননা অসংখ্য ভাষা ও বর্ণ, ধর্ম ও সংস্কৃতিতে বিভক্ত ভারতের কয়েকটি রাজ্য এতই বড় যে, তারা নিজেরাই এক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা ও পরিচালনা করতে সক্ষম'। সেই সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের Seven Sisters খ্যাত সাতটি রাজ্য তথা অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, মেঘালয় ও সিকিমের ফিৎনা তো আছেই।

ভুক্তভোগীরা বলেন, কাশ্মীরে নিয়মিত রক্ত ঝরার পিছনে আন্তর্জাতিক ইহূদী-খ্রিষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী লবি গোপন আঁতাতে কাজ করে যাচ্ছে। যাতে কাশ্মীরে আরেকটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের উত্থান না ঘটে। যাতে একমাত্র পারমাণবিক শক্তিধর মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানকে ভারতের মাধ্যমে ধ্বংস কিংবা দুর্বল করা যায় এবং ইউরোপ ও আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোর মত দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদেরকেও চিরকাল উদ্বাস্তু করে কিংবা পাশ্চাত্যের দেওয়া খুদকুঁড়ো খেয়ে করুণার ভিখারী হয়ে বেঁচে থাকতে হয়।

কাশ্মীর পাকিস্তান ভুক্ত হৌক বা স্বাধীন রাষ্ট্র হৌক এটা তাদের ব্যাপার। কিন্তু আমরা চাই ভারতের অব্যাহত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধ হৌক। ইহূদী রাষ্ট্র ইস্রাঈলের মত ছলে-বলে কৌশলে মিথ্যা নাটক সাজিয়ে সে সর্বদা প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোকে তটস্থ রাখতে চায়। অন্যায় আক্রমণের সুযোগ নিতে চায়। যা ইতিপূর্বে বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। অতএব আমরা চাই, উপমহাদেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার জন্য জাতিসংঘে গৃহীত ২৫৬ নং প্রস্তাব অনুযায়ী কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠিত হৌক। নইলে কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে চূড়ান্ত যুদ্ধ বেঁধে গেলে শুধু উক্ত দুই দেশের মানুষ নয়, গোটা দক্ষিণ এশিয়া স্থায়ীভাবে অস্থিতিশীল হয়ে উঠবে। এ অঞ্চলের মানুষের ভাগ্যে আসবে সীমাহীন বিপর্যয়, যা কখনই কাম্য নয়। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন- আমীন! *(স.স.)*।

নারী সংস্কার কমিশনের অন্যায় সুফারিশ সমূহ

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

অভ্যুত্থান পরবর্তী ড. ইউনুস সরকার ১৩টি সংস্কার কমিশন গঠন করেছিলেন। তন্মধ্যে ‘নারী সংস্কার কমিশন’ একটি। যেখানে ইসলামের নারী নীতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য হামলা চালানো হয়েছে। প্রথমেই বলা হয়েছে, ‘পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুত্র-কন্যা সমান অংশ পাবে’। অথচ কুরআনে সূরা নিসা ১১ ও ১২ আয়াতে উত্তরাধিকার বণ্টননীতি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। যেখানে ১১ আয়াতে বলা হয়েছে, পুত্র দুই কন্যার সমান অংশ পাবে। এরপর থেকে পিতা-মাতা, দাদা-দাদীসহ বাকী কারা কত অংশ পাবে, সব ব্যাখ্যা এসেছে পরপর দু’টি আয়াতে। দেড় হাযার বছর ধরে যার চর্চা চলছে এবং মুসলিম উম্মাহ যা ধর্মীয় বিধান রূপে অন্তর থেকে গ্রহণ করেছে।

বিগত সরকারের আমলে ‘প্রস্তাবিত নারী উন্নয়ন নীতিমালা’ নামে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৩৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে প্রধান অতিথির ভাষণে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, আওয়ামী লীগ কখনোই কোরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন করবে না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেন, নারী উন্নয়ন নীতিমালা ভালোভাবে পড়ে আপনারা বলুন কোথায় কোরআন-সুন্নাহ্‌র পরিপন্থী কথা আছে’ *(২৩ মার্চ ২০১১, ইনকিলাব ১/৭ কলাম)*। ফলে সেসময় প্রশাসনে ঘাপটি মেরে থাকা ইসলামের শত্রুদের কোন চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। তবে ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৭৯-তে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত নারী অধিকার সম্পর্কিত ‘সিডো’ (CEDAW) ঘোষণায় প্রেসিডেন্ট এরশাদের আমলে (১১ ডিসেম্বর ১৯৮৩ - ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০) বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৪ সালে তাতে স্বাক্ষর করে। যা কুরআন ও ইসলামী পরিবার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি ‘নীরব টাইম বোমা’। সকল ইসলামী দল তার প্রতিবাদ করে। ফলে বিগত কোন সরকারই উক্ত সনদ বাস্তবায়নে সাহসী হয়নি। অথচ ২০১১ সালের ৭ই মার্চ শেখ হাসিনার মন্ত্রীসভা এটি হুবহু অনুমোদন করে।

বর্তমান সরকার কর্তৃক গঠিত ‘নারী সংস্কার কমিশন’ যে প্রস্তাব সমূহ প্রধান উপদেষ্টা বরাবর পেশ করেছেন, তার প্রায় সবটাই নারী স্বার্থ বিরোধী এবং সবচেয়ে বড় কথা হ’ল কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী। প্রত্যেক সরকারের আমলে বিদেশের খুদ-কুঁড়ো খাওয়া চিহ্নিত নারীবাদীরা আগে বেড়ে সংস্কার প্রস্তাবে অংশগ্রহণ করে এবং সংস্কার কমিশনের সদস্য হয়। অথচ তারা এদেশের আপামর নারী জাতির লালিত বিশ্বাস ও কর্মের প্রতিনিধিত্ব করে না।

জানা যায় যে, ইইউভুক্ত ২৭টি দেশে ও অস্ট্রেলিয়ায় ১৮ বছর বয়সের পর একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সন্তানকে পরিবার থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়। বলা হয়, তোমরা এখন স্বাধীন। পরিবারের কারু সাথে তোমাদের কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকবে না। ঠিক গরুর বাছুর বড় হয়ে গেলে যেমন তার মায়ের সাথে সম্পর্ক থাকে না এবং সব গরু যেমন তার দৃষ্টিতে সমান হয়ে যায়, ঐসব মনুষ্য সন্তানগুলির অবস্থাও সেরূপ হয়ে যায়। এখন তার দৃষ্টিতে মা-খালা, ভাই-বোন বলে কারু সাথে হারাম-হালাল কোন সম্পর্ক থাকবে না। পশুদের মত মানুষের নারী-পুরুষ সবাই সমান *(নাঊযুবিল্লাহ)*। অথচ মানুষ হ’ল নৈতিক জীব। তার চরিত্রে নৈতিকতাই প্রধান। নারী সংস্কার কমিশনের নামে যদি উক্ত নৈতিকতার বাঁধ ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং বিদেশী চাল-চলন আমদানী করা হয়, তাহ’লে দেশের পরিবার ও সামাজিক কাঠামো বরবাদ হয়ে যাবে। যা রাষ্ট্রকেও বরবাদ করবে।

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন যে ১৫ দফা সুফারিশসহ চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রধান উপদেষ্টার নিকটে পেশ করেছে তার মধ্যে বিশেষভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি আপত্তিকর। যেমন (১) বলা হয়েছে জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা বাড়িয়ে তার অর্ধেক নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। অথচ প্রচলিত নির্বাচনী গণতন্ত্র ইসলাম সমর্থন করে না। বরং সেখানে রয়েছে খেলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থা। যেখানে খলীফা বা আমীরের মনোনীত ১০/১৫ জন যোগ্য ও দক্ষ পুরুষকে নিয়ে একটি ছোট মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্ট থাকবে। কুরআন ও সুন্নাহ হবে সকল আইনের উৎস। খলীফা বা আমীর মজলিসে শূরার সাথে পরামর্শক্রমে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে দেশ চালাবেন। যতদিন আমীর সক্ষম ও যোগ্য থাকবেন, ততদিন তিনি ক্ষমতায় থাকবেন। ফলে ক্ষমতা ও নেতৃত্ব নিয়ে দেশে কোন দ্বন্দ্ব হবে না। বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে। যারা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে দেশ চলছে কি না, তা পর্যবেক্ষণ করবে।

(২) কমিশনে পারিবারিক আইনে পিতৃ সম্পত্তিতে পুরুষ ও নারীদের সমান অংশ দাবী করা হয়েছে। যা কুরআনের সম্পূর্ণ বিরোধী। অথচ সমানাধিকার দেওয়া হ’লে পুরুষ কেন নারীর মোহরানা ও পারিবারিক দায়িত্ব নিতে যাবে? কেন তিনি বিধবা বোন ও তার সন্তানদের এবং বৃদ্ধ পিতা-মাতার দায়-দায়িত্ব বহন করবেন? এজন্যই তো আল্লাহ বলে দিয়েছেন, ‘পুরুষেরা নারীদের অভিভাবক’ *(নিসা ৪/৩৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে না’ *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩০২৫)*। পরিবারের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের উপর নির্ভরশীল। সেই নিরিখেই ইসলামী পরিবার ব্যবস্থা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসার উপরে দাঁড়িয়ে আছে। এজন্যই তো আমরা দেখতে পাই (ক) জয়পুরহাটের দিন মজুর যুবকটি তার প্যারালাইজ্ড বৃদ্ধা মাকে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে মজুর খাটতে যায়। কাজ শেষে আবার তাকে কাঁধে নিয়ে বাসায় ফেরে। সারাদিনের খাটুনির আয় মা ও ছেলে ভাগ করে খায়। ছেলে বলে, মা আমাকে পেটে ধারণ করেছেন। আমাকে শিশুকালে মানুষ করেছেন। আজ আমি বড় হয়েছি। মা প্যারালাইসিসে আক্রান্ত। তাই আমি তাকে বহন করছি। তাছাড়া আমার বড় পাওয়া হ’ল এই মায়ের পায়ের তলে আমার জান্নাত *(নাসাঈ হা/৩১০৪; মিশকাত হা/৪৯৩৯)*। (খ)

একই অবস্থা প্রফেসর হামীদুর রহমান হাসনাতের, যিনি আইসিওতে আছেন। ছেলেরা প্রত্যেকে তাদের বাপকে সেবা করেন। পায়খানা ছাফ করার সময় বাপ খুব সংকোচ বোধ করেন। তখন ছেলেরা বলে আব্বা! আল্লাহ আমাদের জান্নাত লাভের সুযোগ দিয়েছেন। আপনি কেন সেটা নিয়ে মন খারাপ করেন? রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি' *(তিরমিযী হা/১৮৯৯, মিশকাত হা/৪৯২৭; ছহীহাহ হা/৫১৬)*। (গ) সিরাজগঞ্জের মধ্য বয়সী ভাইটি তার স্ত্রীকে সপ্তাহে ৩দিন ডায়ালিসিস করায়। হাসিমুখে বলে, স্ত্রীর সেবার মধ্যেই আমি তৃপ্তি পাই। আল্লাহ তাকে আমার জন্য নির্ধারণ করেছেন। আমি অসুস্থ হ'লে তো সে-ই আমাকে সেবা করত। এখন সে অসুস্থ। তাই আমি তাকে সেবা করি। এর মাধ্যমেই আমি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তালাশ করি। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে (মানুষের প্রতি) অনুগ্রহ করে না, সে (আল্লাহ্‌র) অনুগ্রহ পায় না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৭৮)*। (ঘ) একজন বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা নারী ছোট দু'টি বাচ্চা নিয়ে পরের বাড়ীতে কাজ করে খায়। সারাদিন সে হাসিমুখ বজায় রেখে গৃহকত্রীর মন যোগায়। কিন্তু তার ভিতরের জ্বালা কেউ উপলব্ধি করে কি? কেউ কেউ সরকারের দেওয়া সামান্য বিধবা ভাতা পায়। যা ইউপি চেয়ারম্যান বা দলীয় মাস্‌লম্যানরা টিপসই দিয়ে উঠিয়ে নেয়। বিধবার অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। আদর্শ চেতনা এবং পরকালভীতি ব্যতীত এগুলি থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় আছে কি? নারী সংস্কার কমিশনের নেত্রীরা এর কোন জওয়াব দিতে পারবেন কি? (ঙ) পঙ্গু মহিলাটি রাস্তার এক ধারে বসে আছে। তার নাবালক ছেলেটি জ্যামে আটকে থাকা আমার প্রাইভেট কারের পাশে এসে কাতর কণ্ঠে ভিক্ষা চাইছে। আমি বিব্রতবোধ করছি। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবছি, আমি যদি ১০/২০ টি টাকার একটি নোট তাকে দেই, তাহ'লে হয়ত তা দিয়ে মা-বেটায় ৪টি রুটি কিনে খেয়ে বেঁচে যাবে। হায়! এই মুহূর্তে যদি আমার গাড়ি এক্সিডেন্টে পড়ে, তাহ'লে আমি শেষ হয়ে যাব অথবা ঐ পঙ্গু মহিলাটির মতো আমিও পঙ্গু হয়ে যাব। কাল ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ যখন আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি তোমার কাছে হাত পেতেছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলে। যদি তুমি সেদিন দিতে, তাহ'লে আমি আজকে তোমাকে দিতাম *(মুসলিম হা/২৫৬৯; মিশকাত হা/১৫২৮)*। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র এসব অমরবাণী মুসলিম উম্মাহকে প্রতি মুহূর্তে তাড়িত করে। অথচ নারী সংস্কার কমিশনের কথিত নেত্রীরা পুরুষদেরকে নারীদের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন। যা আদৌ সম্ভব নয়। বাপ-মা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী নিয়েই পরিবার। এই সম্পর্ক আদৌ ছিন্ন করার নয় এবং তারা কেউ কারু শত্রু নয়। বরং পরস্পরের সহযোগী। আল্লাহ বলেন, 'তারা তোমাদের পোষাক এবং তোমরা তাদের পোষাক' *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*।

(৩) বাংলাদেশ এখনও জাতিসংঘের 'সিডো' সনদের ধারা-২ ও ১৬/১ (গ) সংরক্ষিত রেখেছে। যেখানে বিয়ে-তালাক সহ পারিবারিক ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতার কথা বলা হয়েছে। যা ইসলামী আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কমিশন সরকারের প্রতি উক্ত সংরক্ষণ প্রত্যাহারের সুফারিশ করেছে। যা বিস্ময়কর। যা বিগত সরকারও করেনি। প্রশ্ন উঠে, এই কমিশন কাদের প্রতিনিধি হয়ে এই সুফারিশ করেছে? (৪) সুফারিশে বলা হয়েছে, 'সমতা ও সুরক্ষার ভিত্তিতে পারিবারিক আইনের সব বৈষম্য বিলুপ্ত করা হবে'। অথচ ইসলামের পারিবারিক আইনে বৈষম্য বা অসমতা বলে কিছুই নেই। বরং আল্লাহ পবিত্র কুরআনে নারী ও পুরুষের যেসকল হক ও মর্যাদা প্রদান করেছেন, তা যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করাই হবে সরকারের প্রধান কর্তব্য।

(৫) নারী সংস্কার কমিশনের আরেকটি সুফারিশ হ'ল, সব ধর্মের জন্য একক পারিবারিক আইন চালু করা। এর অর্থ হচ্ছে হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খৃষ্টান সবার প্রচলিত ধর্মীয় আইনকে বাতিল করে একটি ধর্মনিরপেক্ষ আইন চাপিয়ে দেওয়া। যা নিছক ধর্মত্যাগকে উৎসাহিত করার কৌশল মাত্র। এতে বিশৃংখলা ব্যতীত আর কিছুই হবে না। পক্ষান্তরে ইসলামে সুস্পষ্ট পারিবারিক নীতিমালা রয়েছে। যা পরিবর্তনের অধিকার কারু নেই।

(৬) আরেকটি সুফারিশে বলা হয়েছে, 'পতিতাবৃত্তিকে বৈধ পেশা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে'। যা পৃথিবীর কোন দেশেই নেই। এর দ্বারা দেশে ব্যভিচার বৈধ হয়ে যাবে। সমাজ গরু-ছাগলে ভরে যাবে। যা স্রেফ হটকারী প্রস্তাব ব্যতীত কিছুই নয়। বরং এটাই বাস্তবতা যে, পতিতারাই বাধ্যগত অবস্থায় সেখানে থাকে এবং যে কোন সময় তারা সেখান থেকে মুক্তি চায়। তাদের মুক্তি দিয়ে সমাজে পুনর্বাসন করা উচিত। (৭) কমিশনের আরেকটি দাবী হচ্ছে 'বৈবাহিক ধর্ষণ বন্ধ করা'। অর্থাৎ স্ত্রীর অমতে জোরপূর্বক যৌনাচারে লিপ্ত হওয়া। যা একটি উদ্ভট দাবী মাত্র। বরং বৈবাহিক জীবনে ধর্ষণ শব্দটিই আপত্তিকর। কেননা সেখানে স্বামী-স্ত্রী দায়িত্বপূর্ণ সম্পর্ক লালন করেন।

(৮) আরেকটি সুফারিশে মৃত্যুদণ্ডের বিধান বাতিলের দাবী করা হয়েছে। অথচ হত্যার বদলে হত্যার মধ্যেই জীবন নিহিত *(বাক্বারাহ ২/১৭৯)*। যদি দেশে আইনের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দ্রুত কার্যকর হ'ত, তাহ'লে নিত্যদিনের খুনোখুনি বন্ধ হয়ে যেত। প্রশ্ন জাগে, তাহ'লে কি জুলাই'২৪-এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে প্রকাশ্য দিনমানে দেড় সহস্রাধিক নিরীহ মানুষকে হতাহতকারীরা পার পেয়ে যাবে? মানবতা বিরোধী অপরাধ আদালতের তাহ'লে কাজ কি হবে? প্রশ্ন জাগে, ছায়ানট, উদীচী, ঘাদানিক, শাহবাগী, মহিলা পরিষদ, নারীপক্ষ এরা কারা? এককথায় জওয়াব, এরা সবাই একই সূত্রে গাঁথা ইসলামের শত্রুপক্ষ। এদের দেওয়া প্রস্তাব এদেশের আপামর জনগণের ইচ্ছা-আকাংখার বিরোধী। আমরা চাই সরকার গঠিত নারী সংস্কার কমিশন কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে পুনরায় ঢেলে সাজানো হৌক এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হৌক!।

[ঢাকার দৈনিক ইনকিলাব উক্ত প্রবন্ধটি ১১ই মে রোববার উপ-সম্পাদকীয় কলামে ছেপেছে। কিন্তু আমাদের ১ম প্রস্তাবটি বাদ দিয়েছে (সম্পাদক)]

কুরবানী কবুলযোগ্য করার উপায়

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ভূমিকা :

কুরবানী একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। যার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল হয় এবং অশেষ ছওয়াব লাভ করা যায়। তাই এই ইবাদত পালনের জন্য আল্লাহ ও তদীয় রাসূল নির্দেশিত পদ্ধতিতে কুরবানী করা যরূরী। যে কোন ইবাদত সম্পন্ন করার সাথে সাথে তা কবুল হওয়ার জন্য সাধ্যমত তা সঠিকভাবে আদায় করা আবশ্যক। কেননা পদ্ধতি সঠিক না হ'লে তা কবুল হয় না। প্রতিটি ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য যেমন কিছু শর্ত রয়েছে তেমনি কুরবানী কবুল হওয়ার জন্যও বিভিন্ন শর্ত রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।-

কুরবানীর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট :

আবহমান কাল থেকে কুরবানীর এই ত্যাগপুত ইতিহাস চলে আসছে। আদম (আঃ)-এর দু'পুত্র ক্বাবীল ও হাবীল প্রদত্ত কুরবানী থেকেই এর সূচনা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، 'আর তুমি তাদের নিকট আদম পুত্রদ্বয়ের বৃত্তান্ত যথার্থভাবে বর্ণনা কর। যখন তারা কুরবানী পেশ করল। অতঃপর একজনের কুরবানী কবুল হ'ল, কিন্তু অন্যজনেরটা হ'ল না। তখন সে বলল, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। তখন অপরজন বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ তো মুত্তাক্বীদের কুরবানীই কবুল করে থাকেন' *(মায়েদাহ ৫/২৭)*। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরবানীর সূচনা তাদের মাধ্যমেই হয়েছিল। তারপর থেকে বিগত সকল যুগে এ বিধান অব্যাহত ছিল। আল্লাহ বলেন, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ، فَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوْا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ، 'প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমরা কুরবানীর বিধান রেখেছিলাম, যাতে তারা যবহ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে। এজন্য যে, তিনি চতুষ্পদ গবাদিপশু থেকে তাদের জন্য রিযিক নির্ধারণ করেছেন। আর তোমাদের উপাস্য মাত্র একজন। অতএব তাঁর নিকটে তোমরা আত্মসমর্পণ কর এবং তুমি বিনয়ীদের সুসংবাদ দাও' *(হজ্জ ২২/৩৪)*। তবে তৎকালীন কুরবানীর নিয়ম-পদ্ধতি সবিস্তার জানা যায় না। সে সময়ে কবুলযোগ্য কুরবানীটি আকাশ থেকে আগুন এসে জ্বালিয়ে দিয়ে যেত। আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، 'যেসব লোক বলে যে, আল্লাহ আমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, আমরা কোন রাসূলের উপর ঈমান আনব না, যতক্ষণ না তিনি আমাদের নিকট এমন কুরবানী নিয়ে আসবেন, যা (আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে) আগুন এসে খেয়ে নিবে' *(আলে ইমরান ৩/১৮৩)*।

উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য কুরবানীর যে নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারিত হয়েছে, তা মূলতঃ সুন্নাতে ইবরাহীমী হিসাবে প্রচলিত আছে।[১] এ সুন্নাত মুক্বীম (বাড়ীতে অবস্থানকারী) ও মুসাফির (ভ্রমণকারী) সর্বাবস্থায় পালনীয়।[২] হিজরত পরবর্তী মাদানী জীবনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নয় বছর নিয়মিত কুরবানী করেছেন।[৩] ইবরাহীম (আঃ) প্রদত্ত কুরবানীর বিবরণ পবিত্র কুরআনে এভাবে উল্লেখিত হয়েছে,

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يَابُنَىَّ اِنِّىْ اَرَى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىط قَالَ ياأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِىْ إِنْ شَآءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَّا إِبْرَاهِيْمُ، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ، إِنَّ هذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِيْنُ، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْآخِرِيْنَ، سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ-

'অতঃপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরার বয়সে উপনীত হ'ল, তখন ইব্রাহীম তাকে বলল, হে আমার পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবহ করছি। এখন ভেবে দেখ তোমার অভিমত কি? সে বলল, হে আমার পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন। অতঃপর পিতা-পুত্র উভয়ে যখন আত্মসমর্পণ করল এবং পিতা পুত্রকে উপুড় করে ফেলল। তখন আমরা তাকে ডাক দিলাম হে ইব্রাহীম! অবশ্যই তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। এভাবেই আমরা সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই এটা ছিল একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আর আমরা তার বিনিময়ে তাকে দান করলাম একটি মহান কুরবানী। এবং আমরা তার প্রশংসাবাণী অব্যাহত রাখলাম পরবর্তীদের মধ্যে। ইব্রাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হৌক! এভাবেই আমরা সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি' *(ছাফফাত ৩৭/১০২-১১০)*।

উল্লেখ্য, যবহের সময় ইসমাঈলের বয়স ছিল ১৩ বছর। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ঐ সময় তিনি কেবল প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছিলেন।[৪] তখন পিতা ইবরাহীম স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র পুত্রসন্তান ইসমাঈলকে কুরবানী করছেন। নবীদের স্বপ্ন 'অহী' হয়ে থাকে।[৫] তাঁদের চোখ বন্ধ

---

১. *মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনে মুহাম্মাদ আশ-শাওকানী, নায়লুল আওত্বার (মিছর : দারুল হাদীছ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.), ৫/১৩০ পৃঃ।*
২. *শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী, আল-জামেউ লিআহকামিল কুরআন ওরফে তাফসীরে কুরতুবী (কায়রো : দারুল কুতুবিল মিছরিয়া, ২য় সংস্করণ, ১৩৮৪ হি./১৯৬৪খ্রি.) ১৫/১০৯ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ৫/১৩১ পৃঃ।*
৩. *শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া, ১৮/৩৮; শাখয় উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া, ৪২/২৫; ইসলাম ওয়েব : সুয়াল ও জওয়াব, ২০০৫৬২।*
৪. *তাফসীরে কুরতুবী ১৫/৯৯।*
৫. *বুখারী হা/১৩৮।*

থাকলেও অন্তরচক্ষু খোলা থাকে। ইবরাহীম (আঃ) একই স্বপ্ন পরপর তিনরাত্রি দেখেন। প্রথম রাতে তিনি স্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে উঠে ভাবতে থাকেন, কি করবেন। এজন্য প্রথম (৮ই যিলহজ্জ) রাতকে 'ইয়াউমুত তারবিয়াহ' বা 'স্বপ্ন দেখানোর দিন' বলা হয়। দ্বিতীয় রাতে পুনরায় একই স্বপ্ন দেখার পর তিনি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারেন যে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে নির্দেশ। এজন্য এ দিনটি (৯ই যিলহজ্জ) ইয়াউমু আরাফা বা নিশ্চিত হওয়ার দিন বলা হয়। তৃতীয় দিনে পুনরায় একই স্বপ্ন দেখার পর তিনি ছেলেকে কুরবানী করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন এবং মিনাপ্রান্তরে নিয়ে যান। এজন্য এ দিনটিকে (১০ই যিলহজ্জ) 'ইয়াউমুন নাহর' বা 'কুরবানীর দিন' বলা হয়।[৬]

ইবরাহীম (আঃ) ছেলেকে কুরবানী করার প্রস্তুতি নিলেন এবং তাকে মাটিতে উপুড় করে শোয়ালেন। এমন সময় পিছন থেকে আওয়ায এলো- (يَا اِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا) 'হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছ' *(ছাফফাত ৩৭/১০৫)*। ইবরাহীম (আঃ) পিছন ফিরে দেখেন যে, একটি সুন্দর শিংওয়ালা ও চোখওয়ালা সাদা দুম্বা (كَبْشٌ أَبْيَضُ أَقْرَنُ أَعْيَنُ) দাঁড়িয়ে আছে। অতঃপর তিনি সেটি মিনা প্রান্তরে (ছাবীর টীলার পাদদেশে) কুরবানী করেন।[৭]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ঐ দুম্বাটি ছিল হাবীলের কুরবানী, যা জান্নাতে সংরক্ষিত ছিল, যাকে আল্লাহ ইসমাঈলের ফিদইয়া হিসাবে পাঠিয়েছিলেন।[৮] ইবরাহীম উক্ত দুম্বাটি ছেলের ফিদইয়া হিসাবে কুরবানী করলেন ও ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন (يَا بُنَيَّ اَلْيَوْمَ وُهِبْتَ لِيْ) 'হে পুত্র! আজই তোমাকে আমার জন্য দান করা হ'ল।[৯] এখানে সন্তান যবেহ মূল উদ্দেশ্য ছিল না, বরং উদ্দেশ্য ছিল পিতা-পুত্রের আনুগত্য ও তাক্বওয়ার পরীক্ষা নেওয়া। সে পরীক্ষায় উভয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন পিতার পূর্ণ প্রস্তুতি এবং পুত্রের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি ও আনুগত্যের মাধ্যমে।

কুরবানীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য :

কুরবানী আল্লাহর নৈকট্য হাছিলকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যা আদায় করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ 'অতএব তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় কর ও কুরবানী কর' *(কাওছার ১০৮/২)*। কুরবানীর গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ،

মিখনাফ ইবনু সুলাইম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আরাফাতের মাঠে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, হে জনগণ! প্রতি বছর প্রতিটি পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি করে কুরবানী ও আতীরা রয়েছে'।[১০] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، 'যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না, সে যেন আমাদের ঈদের মাঠের কাছেও না আসে'।[১১]

কুরবানী বিধিবদ্ধ হওয়ার হিকমত :

কুরবানী সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, যা রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী এবং নিয়মিত কর্মের মাধ্যমে প্রমাণিত। এটা ইবরাহীম (আঃ)-এর সুন্নাতের অন্তর্গত। কুরবানী বিধিবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কিছু হেকমত রয়েছে। নিম্নে সেসব উল্লেখ করা হ'ল।-

১. কুরবানীতে আল্লাহ প্রদত্ত দু'টি অমূল্য নে'মত তথা জীবন ও জীবিকার জন্য শুকরিয়া জ্ঞাপন হয়।

২. ইসলামের অন্যতম বড় শে'আর বা নিদর্শন হচ্ছে কুরবানী, যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিল হয় এবং রবের নির্দেশ প্রতিপালন হয়।

৩. কুরবানী ব্যক্তি, পরিবার ও দরিদ্রের প্রশস্ততা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, মেহমানের আতিথেয়তা, প্রতিবেশীর মহব্বত ও গরীবদের জন্য ছাদাক্বা। যাতে রয়েছে বান্দার উপরে আল্লাহ্‌র নে'মতের কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ।

৪. কুরবানী হচ্ছে পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন।

৫. কুরবানী আল্লাহ্‌র প্রতি বান্দার ঈমানের সুস্পষ্ট দলীল এবং তিনি যা পসন্দ করেন ও যার প্রতি সন্তুষ্ট হন তা বাস্তবায়ন করা।

৬. কুরবানী করার মাধ্যমে মুমিন ছবরের শিক্ষা লাভ করে। কেননা তাদের অন্তরে ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-এর ছবর ও আত্মত্যাগের দৃশ্য ভেসে ওঠে। আল্লাহ্‌র আনুগত্যে পিতা ইবরাহীম স্বীয় সন্তানকে ও ইসমাঈল (আঃ) নিজেকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

৭. কুরবানীর গোশত দরিদ্র ও অসহায়দের মাঝে বিতরণে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়। যা অন্যতম ছাদাক্বাহ। এর মাধ্যমে সমাজের লোকদের মধ্যে সম্প্রীতি-সদ্ভাব ও পরস্পরের প্রতি দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত হয়।

---

৬. তাফসীরে কুরতুবী ১৫/১০২; তাফসীরে বাগাবী ১/২২৯; মাসায়েলে কুরবানী দ্রষ্টব্য।
৭. তাফসীরে ইবনু কাছীর ৭/৩১, অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।
৮. ইবনু কাছীর ৭/৩১; তাফসীরে কুরতুবী ১৫/১০৭ পৃঃ।
৯. তাফসীরে তাবারী, দুররুল মানছুর, কুরতুবী ১৫/১০৭, ৩৭/১০, আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।
১০. আবূদাউদ হা/২৭৮৮; তিরমিযী হা/১৫১৮; ইবনু মাজাহ হা/৩১২৫।
১১. ইবনু মাজাহ হা/৩১২৩; ছহীহুল জামে' হা/৬৪৯০।

কুরবানী কবুল হওয়ার শর্তাবলী :

কুরবানী কবুল হওয়ার শর্তগুলোকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (ক) কুরবানীর পশুর ক্ষেত্রে শর্ত (খ) কুরবানী দাতার জন্য শর্ত।

(ক) কুরবানীর পশুর ক্ষেত্রে শর্ত :

কুরবানী সিদ্ধ হওয়ার জন্য কুরবানীর পশুর ক্ষেত্রে ৩টি শর্ত রয়েছে। যথা-

(১) চতুষ্পদ জন্তু হওয়া। যেমন- উট, গরু ও ছাগল। আল্লাহ বলেন, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، 'প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমরা কুরবানীর বিধান রেখেছিলাম, যাতে তারা যবহ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে এজন্য যে, তিনি চতুষ্পদ গবাদিপশু থেকে তাদের জন্য রিযিক নির্ধারণ করেছেন। আর তোমাদের উপাস্য মাত্র একজন। অতএব তাঁর নিকটে তোমরা আত্মসমর্পণ কর এবং তুমি বিনয়ীদের সুসংবাদ দাও' *(হজ্জ ২২/৩৪)*।

উল্লেখ্য, দুম্বা ও ভেড়া ছাগলের মধ্যে গণ্য। প্রত্যেকটির নর ও মাদি। এগুলোর বাইরে অন্য পশু দিয়ে কুরবানী করার প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে পাওয়া যায় না।[১২] ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'উপরে বর্ণিত পশুগুলি ব্যতীত অন্য কোন পশু দ্বারা কুরবানী সিদ্ধ হবে না'।[১৩]

(২) শরী'আত নির্ধারিত বয়সে উপনীত হওয়া। মুসিন্নাহ পশু দ্বারা কুরবানী করা সুন্নাত। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ، 'তোমরা দুধের দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবহ করো না। তবে কষ্টকর হ'লে এক বছর পূর্ণকারী ভেড়া (দুম্বা বা ছাগল) কুরবানী করতে পার'।[১৪] জমহূর বিদ্বানগণ অন্যান্য হাদীছের আলোকে এই হাদীছে নির্দেশিত 'মুসিন্নাহ' পশুকে কুরবানীর জন্য 'উত্তম' হিসাবে গণ্য করেছেন।[১৫]

'মুসিন্নাহ' পশু ষষ্ঠ বছরে পদার্পণকারী উট এবং তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু বা ছাগল-ভেড়া-দুম্বাকে বলা হয়।[১৬] কেননা এই বয়সে সাধারণতঃ এই সব পশুর দুধের দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত উঠে থাকে। তবে অনেক পশুর বয়স বেশী ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সঠিক সময়ে দাঁত ওঠে না। এসব পশু দ্বারা কুরবানী করা কোন দোষের হবে না ইনশাআল্লাহ।

১২. *আন'আম ৬/১৪৩-৪৪; মির'আত ৫/৮১ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২৯ পৃঃ।*
১৩. *কিতাবুল উম্ম (বৈরূত : তাবি) ২/২২৩ পৃঃ; গৃহীত : মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, পৃঃ ১৪।*
১৪. *মুসলিম হা/১৯৬৩; মিশকাত হা/১৪৫৫; নাসাঈ তা'লীক্বাত সহ (লাহোর : তাবি), ২/১৯৬ পৃ.।*
১৫. *মির'আত (লাক্ষ্ণৌ) ২/৩৫৩ পৃ. ; ঐ, (বেনারস) ৫/৮০ পৃ.।*
১৬. *মির'আত, ২/৩৫২ পৃ. ; ঐ, ৫/৭৮-৭৯ পৃ.।*

(৩) কুরবানীর পশু ত্রুটিমুক্ত হওয়া : কুরবানীর পশু এমন দোষ-ত্রুটি মুক্ত হওয়া যেগুলোর কারণে কুরবানী আদায় হয় না। সেগুলো হ'ল-

১. স্পষ্ট অন্ধ : যেমন চোখ একেবারে কোটরের ভেতরে ঢুকে যাওয়া কিংবা বোতামের মত বের হয়ে থাকা কিংবা এমন সাদা হয়ে যাওয়া যে, সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, চোখ অন্ধ।

২. সুস্পষ্ট রুগ্ন : যে রোগের প্রতিক্রিয়া পশুর উপরে সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে। যেমন এমন জ্বর হওয়া যার ফলে পশু চরতে বের হয় না ও খাবার খায় না। এমন চর্মরোগ যা পশুর গোশত নষ্ট করে দেয় কিংবা স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে।

৩. স্পষ্ট খোঁড়া : যার ফলে পশুর স্বাভাবিক হাঁটা-চলা ব্যাহত হয়।

৪. জীর্ণ-শীর্ণ : যা অস্থির মজ্জা নিঃশেষ করে দেয়। নবী করীম (ছাঃ)-কে কুরবানীর ক্ষেত্রে কোন ধরনের পশু পরিহার করতে হবে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হ'লে তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বলেন, : فَقَالَ أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى، 'চার ধরনের ত্রুটিযুক্ত পশু কুরবানী করা জায়েয নয়। অন্ধ যার অন্ধত্ব সুস্পষ্ট, রুগ্ন- যার রোগ সুস্পষ্ট, খোঁড়া- যার পঙ্গুত্ব সুস্পষ্ট, বৃদ্ধ ও দুর্বল-যার হাড়ের মজ্জা শুকিয়ে গেছে'।[১৭] এ চারটি ত্রুটি থাকলে সে পশু দিয়ে কুরবানী করা জায়েয হবে না।

(খ) কুরবানী দাতার জন্য শর্ত :

১. নিয়ত বিশুদ্ধ হওয়া :

প্রতিটি ইবাদতের ন্যায় কুরবানী কবুল হওয়ার শুরুতেই নিয়ত খালেছ করে নেওয়া যরূরী। আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে সকল কাজে ইখলাছ অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ- 'অথচ তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খালেছ অন্তরে একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করবে' *(বাইয়েনাহ ৯৮/৫)*। নবী করীম (ছাঃ)-কেও আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন ইখলাছের সাথে ইবাদত করার জন্য। তিনি বলেন, قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِيْنِيْ، 'বল, আমি আল্লাহ্র ইবাদত করি তাঁর জন্য আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করার মাধ্যমে' *(যুমার ৩৯/১৪)*।

মুমিনের সব কাজ আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হওয়া আবশ্যক। যেমন আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ- 'বল, আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার

১৭. *আবূদাউদ হা/২৮০২; তিরমিযী হা/১৪৯৭; ইরওয়া হা/১১৪৮।*

www.at-tahreek.com

জীবন ও আমার মরণ, সবই বিশ্বপালক আল্লাহ্র জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই। আর এ ব্যাপারেই (অর্থাৎ শরীক না করার ব্যাপারে) আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম' *(আন'আম ৬/১৬২-১৬৩)*।

আর আমলের প্রতিদান প্রাপ্তি নির্ভর করে নিয়তের উপরে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، 'নিশ্চয়ই কর্মের প্রতিফল নিয়ত অনুযায়ী হয়ে থাকে। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে'।[১৮] এজন্য ইবনু বাত্ত্বাল (রহ.) বলেন, أن الأعمال الصالحة لا تزكو ولا تتقبل إلا مع الاحتساب وصدق النيات، 'বিশুদ্ধ নিয়ত ও নেকী লাভের প্রত্যাশা ছাড়া নেক আমল পরিশুদ্ধ হয় না এবং কবুল হয় না'।[১৯] সুতরাং বড় গরু বা বা বড় পশুতে গোশত বেশী হবে, অনেক দিন চলবে এরূপ নিয়ত করলে কুরবানী সিদ্ধ হবে না। এমনকি কেউ শুধু গোশত খাওয়ার নিয়তে কুরবানী করলে তার কুরবানীও শুদ্ধ হবে না।

২. কুরবানীর পশুর প্রদর্শনী না করা :

কুরবানী করতে হবে শুধু আল্লাহ্র জন্য। লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কিংবা সুনাম-সুখ্যাতির জন্য বাজারের বড়, সুন্দর ও দামী পশু ক্রয় করে যবেহ করলে কুরবানী বাতিল হবে। বরং সামর্থ্য অনুযায়ী পশু ক্রয় করে ইবাদতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের নিয়তে কুরবানী করলে তবেই কুরবানী কবুল হবে। বস্তুতঃ পূর্ণ তাক্বওয়া সহকারে খালেছ নিয়তে কুরবানী করতে হবে। পশু প্রদর্শনীর ইচ্ছা থাকলে এ কুরবানী আল্লাহ্র কাছে কবুল হবে না। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তো কেবল মুত্তাক্বীদের কুরবানীই কবুল করে থাকেন' *(মায়েদাহ ৫/২৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি ও সম্পদের প্রতি দৃষ্টি দেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি দৃষ্টি দেন'।[২০]

৩. কুরআন-হাদীছ অনুযায়ী কুরবানী করা :

আল্লাহ প্রদত্ত ও তাঁর রাসূল প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুসরণে কুরবানী করতে হবে। কেননা কুরআন-হাদীছের নির্দেশনার বাইরে কৃত কোন আমল কবুল হয় না। আল্লাহ বলেন, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، 'অতএব যে ব্যক্তি তার প্রভুর সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' *(কাহফ ১৮/১১০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল, যে সম্পর্কে আমাদের কোন প্রকার নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[২১] সুতরাং কুরবানীদাতার কৃত কুরবানী কবুল হওয়ার জন্য কুরআন-হাদীছের নির্দেশনা মেনে চলা অপরিহার্য।

৪. হালাল টাকায় কুরবানী করা :

কেউ হারাম অর্থ দিয়ে কুরবানী করলে তার কুরবানী আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা আল্লাহ পবিত্র বস্তু ব্যতীত গ্রহণ করেন না। আল্লাহ্র নির্দেশ হচ্ছে, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং যা আমরা তোমাদের জন্য ভূমিতে উৎপন্ন করি, সেখান থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর' *(বাক্বারাহ ২/২৬৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، 'আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ও হালাল বস্তু ছাড়া গ্রহণ করেন না'।[২২]

৬. পশু কুরবানীদাতার মালিকানাধীন হওয়া : কুরবানীর জন্য নির্ধারিত পশুটি কুরবানীদাতার মালিকানাধীন হ'তে হবে কিংবা মালিকের পক্ষ থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত হ'তে হবে। অতএব যে ব্যক্তি যে পশুর মালিক নয় তার জন্য সে পশু কুরবানী করা জায়েয নয়। যেমন ছিনতাইকৃত পশু, চুরিকৃত পশু কিংবা অন্যায় মামলার মাধ্যমে প্রাপ্ত পশু ইত্যাদি। কেননা কোন পাপকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করা যায় না।

ইয়াতীমের অভিভাবক যদি নিয়মানুযায়ী ইয়াতীমের সম্পদ থেকে কুরবানী করে তাহ'লে সে কুরবানী সঠিক হবে; যদিও কুরবানী করতে না পারার কারণে ইতিপূর্বে সে ছিল ভগ্নহৃদয়। কোন প্রতিনিধি তার নিয়োগকারীর পক্ষ থেকে কুরবানী করলে সেটা সিদ্ধ হবে। তদ্রূপ কুরবানীর পশুর সাথে অন্য কারো অধিকার যেন সম্পৃক্ত না থাকে। এ কারণে বন্ধককৃত পশু দিয়ে কুরবানী করা জায়েয হবে না।

৬. শরী'আত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কুরবানী করা : শরী'আত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পশুটিকে কুরবানী করতে হবে। এ সময়সীমা হচ্ছে ১০ই যিলহজ্জ হ'তে ১৩ই যিলহজ্জ তথা ঈদের দিন ঈদের ছালাতের পর থেকে তাশরীকের দিনগুলোর সর্বশেষ দিনের সূর্যাস্ত পর্যন্ত সর্বমোট ৪ দিন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ 'তাশরীকের সকল দিন হচ্ছে পশু যবেহ করার দিন'।[২৩] সেই সাথে ঈদের ছালাতের পরে এবং ১৩ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্বে কুরবানী করতে হবে। অন্যথা তা শুদ্ধ হবে না। বারা বিন আযেব

১৮. বুখারী হা/১; মুসলিম হা/১৯০৭; মিশকাত হা/১।
১৯. ইবনু বাত্ত্বাল, শারহু ছহীহিল বুখারী ৪/২১।
২০. মুসলিম হা/২৫৬৪; আহমাদ হা/৭৮১৪; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৯৪; মিশকাত হা/৫৩১৪।

২১. মুসলিম হা/১৭১৮; ইরওয়াউল গালীল হা/৮৮, ১৭৬; ছহীহুল জামে' হা/৬৩৯৮।
২২. মুসলিম হা/১০১৫; তিরমিযী হা/২৯৮৯; মিশকাত হা/২৭৬০।
২৩. আহমাদ হা/১৬৭৫১; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৩৮৫৪; ছহীহুল জামে হা/৪৫৩৭; ছহীহাহ হা/২৪৭৬।

(রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِى يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّىَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِى شَىْءٍ، 'আমাদের এ দিনে আমরা সর্বাগ্রে যে কাজটি করব তাহ'ল ছালাত আদায় করব। এরপর ফিরে এসে আমরা কুরবানী করব। যে ব্যক্তি এভাবে তা আদায় করল সে আমাদের নীতি অনুসরণ করল। আর যে ব্যক্তি আগেই যবেহ করল, তা এমন গোশতরূপে গণ্য যা সে তার পরিবারের জন্য আগাম ব্যবস্থা করল। এটা কিছুতেই কুরবানী বলে গণ্য নয়'।[২৪] তিনি আরো বলেন, مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، 'যে ব্যক্তি ছালাত আদায়ের পূর্বে যবেহ করল সে নিজের জন্যই যবেহ করল। আর যে ব্যক্তি ছালাত আদায়ের পর যবেহ করল, তার কুরবানী পূর্ণ হ'ল এবং সে মুসলিমদের নীতি গ্রহণ করল'।[২৫]

অন্য হাদীছে এসেছে, জুনদুব ইবনু সুফিয়ান আল-বাজালী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُضْحِيَّةً ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا أُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ. 'একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে কুরবানী করলাম। তখন কিছু লোক ছালাতের পূর্বেই তাদের কুরবানীর পশুগুলো যবেহ করেছিল। নবী করীম (ছাঃ) ছালাত থেকে ফিরে দেখলেন, তারা ছালাতের পূর্বেই যবেহ করে ফেলেছে। তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ছালাতের পূর্বে যবেহ করেছে, সে যেন তার বদলে আরেকটি যবেহ করে নেয়। আর যে ব্যক্তি আমাদের ছালাত আদায় করা পর্যন্ত যবেহ করেনি, সে যেন এখন আল্লাহ্র নামে যবেহ করে'।[২৬] অন্যত্র তিনি আরো বলেন, مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ 'যে ব্যক্তি ছালাত আদায়ের পূর্বে যবেহ করেছে, সে যেন পুনরায় যবেহ করে'।[২৭]

উল্লেখ্য, নির্ধারিত দিনগুলোর রাতে কিংবা দিনে কুরবানীর পশু যবেহ করা জায়েয। তবে দিনে যবেহ করা শ্রেয়। আর ঈদের দিন খুৎবার পর পর যবেহ করা উত্তম।[২৮]

পরিশেষে বলব, ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর অনন্য ইবাদত কুরবানীকে কবুলযোগ্য করার জন্য কুরবানীদাতার আন্তরিক প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন। আর সেই সাথে শরী'আত নির্ধারিত পশু নির্দিষ্ট সময়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্দেশনা মেনে কুরবানী করা কর্তব্য। নিয়তের খুলূছিয়াত ও রাসূলের সুন্নাত যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে ইবাদত আল্লাহ্র দরবারে কবুল ও মঞ্জুর হ'তে পারে। সুতরাং আমাদের সকল ইবাদত যেন আল্লাহ্র কাছে কবুল হয় সেই চেষ্টা করা আমাদের জন্য আবশ্যক। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

২৪. বুখারী হা/৫৫৪৫।
২৫. বুখারী হা/৫৫৪৬, ৫৫৫৬; মুসলিম হা/১৯৬১; মিশকাত হা/১৪৩৭।
২৬. বুখারী হা/৫৫০০; মুসলিম হা/১৯৬০।
২৭. বুখারী হা/৫৫৪৯; মুসলিম হা/১৯৬২; ইরওয়া হা/১১৫৩।
২৮. শায়খ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, ইসলাম : সুয়াল ওয়া জওয়াব, ফৎওয়া নং ৩৬৭৫৫।

পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ

আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুখপত্র, ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিক আত-তাহরীক ১৯৯৭ সাল থেকে অদ্যাবধি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ। ধর্মীয় বিষয়ের পাশাপাশি রাজনীতি-অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল বিষয়ে পত্রিকাটি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দিক নির্দেশনা প্রদান করে আসছে। আপোষহীন ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে শিরক ও বিদ'আতমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে। অতএব আত-তাহরীক-এর কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করা এবং বাংলার ঘরে ঘরে নির্ভেজাল এই দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য।

দেশ-বিদেশের সকল পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আমাদের নিবেদন, আত-তাহরীক নিজে পড়ুন, অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন এবং ছাদাক্বায়ে জারিয়া হিসাবে পরিচিতজনদের মাঝে নিয়মিতভাবে বিতরণ করুন! মনে রাখবেন আপনার মাধ্যমে যদি একজন মানুষও হেদায়াত লাভ করে, সেটি আপনার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট লাল উট কুরবানী করার চেয়েও শ্রেষ্ঠ হবে' *(বুখারী হা/২৯৪২)*। তাছাড়া হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির আমলের সমপরিমাণ নেকীও আপনার আমলনামায় যোগ হবে' *(মুসলিম হা/১০১৭)*। সুতরাং আত-তাহরীক বিতরণের মাধ্যমে আপনিও হ'তে পারেন কলমী জিহাদের গর্বিত অংশীদার। আপনার প্রেরিত নিয়মিত/অনিয়মিত অনুদানে মাসিক আত-তাহরীক পৌঁছে যাবে দেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে। শিরক-বিদ'আতের জাহেলিয়াত থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ খুঁজে পাবে চিরন্তন হেদায়াতের দিশা ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

অনুদান প্রেরণের ঠিকানা : মাসিক আত-তাহরীক, হিসাব নং এসএনডি ০০৭১২২০০০০১১৫, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা। বিকাশ নং : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০। (বিঃ দ্রঃ অনুদান প্রেরণের পর আমাদেরকে অবহিত করার অনুরোধ রইল)।

সার্বিক যোগাযোগ : মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০, ০১৭১৭-৫০৬৮৬৫।
পত্রিকা সংক্রান্ত যেকোন পরামর্শ প্রদানের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২, ইমেইল : tahreek@ymail.com

রিয়া-র আলামত

-ড. নূরুল ইসলাম

রিয়া বা লৌকিকতার কতিপয় আলামত বা নিদর্শন রয়েছে, যার মাধ্যমে রিয়াকারীকে চেনা যায়। অথবা নিজের ভিতর রিয়া আছে কি-না তা যাচাই করা যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিদর্শন হ'ল-

১. শারঈ ওযর ছাড়া যথাসময়ে ইবাদত সম্পাদন না করা :

মহান আল্লাহ বলেন, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ 'অতঃপর দুর্ভোগ ঐসব মুছল্লীর জন্য, যারা তাদের ছালাত থেকে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু দানে বিরত থাকে' *(মাঊন ১০৭/৪-৭)*।

হযরত সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, এর অর্থ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الَّذِيْنَ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا، تَهَاوُنًا بِهَا– 'যারা অবহেলাবশত সঠিক সময় থেকে দেরীতে ছালাত আদায় করে'।[১]

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) 'যারা তাদের ছালাত থেকে উদাসীন'-এর ব্যাখ্যায় বলেন, وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا. وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به. وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها، 'তারা সর্বদা বা অধিকাংশ সময়ে আউয়াল ওয়াক্তের পরিবর্তে আখেরী ওয়াক্তে ছালাত আদায় করে বা ছালাতের রুকন ও শর্তগুলো যথাযথভাবে আদায় করে না অথবা ছালাতের মধ্যে বিনয়-নম্রতা এবং ক্বিরাআত ও দো'আ-দরূদের অর্থ ও মর্ম বুঝা হ'তে উদাসীন থাকে'। এরপর তিনি বলেন, فاللفظ يشمل هذا كله، ولكن من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية. ومن اتصف بجميع ذلك، فقد تم نصيبه منها، وكمل له النفاق العملي. 'সাহূন বা উদাসীন শব্দটি উল্লেখিত বিষয়গুলির সবগুলোকে শামিল করে। তবে উক্ত দোষগুলোর কোন একটি দোষ যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে আংশিকভাবে এই আয়াতের আওতাভুক্ত হবে। আর যার মধ্যে উপরোক্ত সবগুলো দোষই বিদ্যমান থাকবে, সে পরিপূর্ণরূপে এই আয়াতের আওতাভুক্ত হবে এবং তার জন্য কর্মগত মুনাফেকী পূর্ণতা পাবে'।[২] যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً 'এটা মুনাফিকের ছালাত, যে বসে সূর্য ডোবার অপেক্ষা করে। তারপর যখন সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখানে আসে (অর্থাৎ ডোবার উপক্রম হয়), তখন দাঁড়িয়ে চারটি ঠোকর মারে (অর্থাৎ আছরের চার রাক'আত ছালাত দ্রুত পড়ে নেয়)। সেখানে সে আল্লাহকে অতি অল্পই স্মরণ করে'।[৩]

২. উদাসীনতার সাথে ইবাদত করা :

মনোযোগ, একাগ্রতা ও ইখলাছের পরিবর্তে উদাসীনতা, অন্যমনস্কতা ও অলসতার সাথে ইবাদত সম্পাদন করা রিয়াকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এদিক থেকে মুনাফিকের সাথে তার সাদৃশ্য রয়েছে। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, لهم علامات يُعْرَفُونَ بها مبينة في السنة والقرآن. بادية لمن تدبرها من أهل بصائر الإيمان، قام بهم–والله– الرياء، وهو أقبح مقام قامه الإنسان، وقعد بهم الكسل عما أمروا به من أوامر الرحمن، فأصبح الإخلاص عليهم لذلك ثقيلاً : وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، 'কুরআন ও সুন্নাহতে মুনাফিকদের কতিপয় নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে, যার মাধ্যমে তাদেরকে চেনা যায়। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মুমিনদের মধ্যে যারা এগুলি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে তাদের কাছে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দিবে। আল্লাহ্র কসম! প্রদর্শনের জন্যই তারা ছালাত আদায় করে। লৌকিকতার এই প্রবণতা মানুষের জন্য নিকৃষ্টতর অবস্থান। অলসতাই তাদেরকে দয়াময়ের নির্দেশ সমূহ পালনে বাধা দেয়। এজন্য ইবাদতে ইখলাছ বজায় রাখা তাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। মহান আল্লাহ বলেন, 'যখন তারা ছালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায়। তারা লোকদের দেখায় এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে' *(নিসা ৪/১৪২)*।[৪]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) আরো বলেন, يؤخرون الصلاة عن وقتها الأول إلى شَرَق الموتى فالصبح عند طلوع الشمس والعصر عند الغروب. وينقرونها نقر الغراب، إذ هي صلاة الأبدان، لا صلاة القلوب. ويلتفتون فيها التفات الثعلب، إذ يتيقن أنه مطرود ومطلوب، 'তারা আউয়াল ওয়াক্তের

---

১. *তাফসীর ইবনে কাছীর ৮/৪৬৬; কুরতুবী হা/৬৪৮৩; বাযযার, ত্বাবারী, বায়হাক্বী। তবে বায়হাক্বী সা'দ থেকে 'মওকূফ' সূত্রে বর্ণনা করার পর সেটাকেই 'সঠিক' বলেছেন (২/২১৪-১৫)। হায়ছামী একে 'হাসান' বলেছেন (১/৩২৫)। তাফসীরে কুরতুবীর টীকাকার বলেন, মওকূফ ছহীহ* وهو الراجح *'এবং এটাই অগ্রাধিকারযোগ্য'। মরফূ বর্ণনা সঠিক নয়।*

২. *তাফসীর ইবনে কাছীর (কায়রো : দারুল হাদীছ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), ৮/৪৬৪।*

৩. *মুসলিম হা/৬৬২; মিশকাত হা/৫৯৩।*

৪. *মাদারিজুস সালেকীন ১/২৮৬।*

পরিবর্তে আখেরী ওয়াক্তে ছালাত আদায় করে। সূর্য উদয়ের সময়ে ফজর এবং সূর্যাস্তের সময়ে আছর পড়ে। কাকের ঠোকর মারার ন্যায় তারা ঠোকর মারে এবং ধূর্ত শেয়ালের মতো এদিক-ওদিক তাকাতাকি করে। ফলে এটি দৈহিকভাবে ছালাত হলেও আত্মিকভাবে ছালাত বলে গণ্য হয় না'।[৫]

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها، وهي الصلاة. إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها؛ لأنهم لا نية لهم فيها، ولا إيمانَ لهم بها ولا خشية، ولا يعقلون معناها، 'সবচেয়ে মর্যাদা ও ফযীলতপূর্ণ এবং সর্বোত্তম আমল ছালাতের ব্যাপারে এটি মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। তারা আলস্যভরে ছালাতে দাঁড়ায়। কেননা আদতে ছালাত আদায়ের ব্যাপারে তাদের কোন নিয়ত বা সংকল্পই নেই, ছালাতের ফরযিয়াতের প্রতি তাদের কোন বিশ্বাস নেই এবং ছালাতে একাগ্রতাও নেই। তারা ছালাতে পঠিত ক্বিরাআত ও দো'আ-দরূদের অর্থ ও মর্ম বোঝে না। কাজেই মহান আল্লাহ্র বাণী : 'যখন তাঁরা ছালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায়'। এটি তাদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى 'আর তারা ছালাতে আসে অলসভাবে' *(তওবা ৯/৫৪)*। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকৃষ্ট অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেছেন, {يُرَاءُونَ النَّاسَ} أي: لا إخلاص لهم؛ ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يُرَون غالبًا فيها كصلاة العشاء وقت العَتَمَة، وصلاة الصبح في وقت الغَلَس، 'তারা লোকদের দেখায়'। অর্থাৎ তাদের কোন ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা নেই। এজন্য তারা ছালাতে সবসময় পিছনে পড়ে থাকে। রাতের অন্ধকারে এশার ছালাতে এবং ভোরের অন্ধকারে ফজরের ছালাতে তাদেরকে প্রায়শই দেখা যায় না'।[৬]

'তারা ছালাতে আসে অলসভাবে' *(তওবা ৫৪)*-এর ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর বলেন, أي: ليس لهم قصد صحيح، ولا همة في العمل، 'তাদের কোন সৎ নিয়ত ও আমলের ব্যাপারে উৎসাহ-উদ্দীপনা নেই'।[৭]

শায়েখ সালীম আল-হেলালী বলেন, 'রিয়াকারীরা আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভের তীব্র বাসনা তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়া এবং চুপি চুপি কথা বলার জন্য ছালাতে দাঁড়ায় না। তারা লোক দেখানো জাতি। এজন্যই তারা অলসভাবে ছালাতে দাঁড়ায়। তাদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন ভারী কাজ করে অথবা কঠিন পাথরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে। তারা খুব অল্পই আল্লাহকে স্মরণ করে। বরং তারা মানুষকে স্মরণ করে। ফলে তাদের সকল কর্মকাণ্ড মানুষের মর্যি মাফিক হয়। যখন তারা মানুষকে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে তখন ইবাদতে তৎপর হয় এবং ইবাদতকে সুসজ্জিত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে'।[৮]

তাইতো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন, لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، 'ফজর ও এশার ছালাতের চেয়ে মুনাফিকদের উপর ভারী কোন ছালাত নেই। যদি তারা এই দুই ছালাতের ছওয়াব জানত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও জামা'আতে উপস্থিত হত'।[৯]

৩. জনসম্মুখে কর্মতৎপরতা দেখানো :

রিয়াকারীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য জনসম্মুখে কর্মতৎপর হওয়া। ইবনু রজব হাম্বলী বলেন, والمرائي إنما ينشط للعمل إذا رآه النَّاس، فإذا لَمْ يشاهدوه ثقل عَليهِ العمل. 'রিয়াকারীকে যখন মানুষ দেখে তখন সে আমল সম্পাদনে তৎপর হয়। আর যখন মানুষ তাকে দেখে না তখন তার জন্য আমল করা ভারী হয়ে যায়'।[১০] শায়েখ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, إن من علامات الرياء كون الإنسان يعصي الله في السر حين لا يطلع إلا الله ويظهر خشية الله في العلانية حين يراه الناس، 'রিয়ার অন্যতম নিদর্শন হ'ল, গোপনে মানুষের আল্লাহ্র অবাধ্যতায় নিয়োজিত হওয়া। যখন আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সে সম্পর্কে অবগত নন। আর মানুষ যখন তাকে দেখে তখন সে প্রকাশ্যে আল্লাহভীতি যাহির করে'।[১১] অথচ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা এক হলেই কেবল সেই আমল বা কাজকে الصدق في الأعمال বা 'কর্মে সততা' বলা হয়। এজন্যই মুতাররিফ বলেছেন, إذا استوت سريرة العبد وعلانيته قال الله عز وجل : هذا عبدي حقاً، 'যখন বান্দার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা একই হয় তখন মহান আল্লাহ বলেন, সত্যিই এই ব্যক্তি আমার বান্দা'।[১২]

---

৫. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন (কায়রো : দারুল হাদীছ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), ১/২৮৮।
৬. তাফসীর ইবনে কাছীর, ২/৪৮৮।
৭. ঐ, ৪/১৭৩।
৮. সালীম আল-হেলালী, আর-রিয়া যাম্মুহু ওয়া আছারুহুস সাইয়্যি ফিল উম্মাহ (সঊদী আরব : মাকতাবাতু ইবনিল জাওযী, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খৃ.), পৃ. ৪০)।
৯. বুখারী হা/৬৫৭; মুসলিম হা/১৪৮২।
১০. ইবনু রজব, ফাতহুল বারী ৬/৩৫।
১১. আয-যিয়াউল লামে মিনাল খুত্বাবিল জাওয়ামে ২/২২১।
১২. মুখতাছার মিনহাজুল কাছেদীন, পৃ. ৩৬৯।

তাইতো কবি বলেছেন,

إِذَا السِّرُّ وَالْإِعْلَانُ فِي الْمُؤْمِنِ اسْتَوَى
فَقَدْ عَزَّ فِي الدَّارَيْنِ وَاسْتَوْجَبَ الثَّنَا
فَإِنْ خَالَفَ الْإِعْلَانُ سِرًّا فَمَا لَهُ
عَلَى سَعْيِهِ فَضْلٌ سِوَى الْكَدِّ وَالْعَنَاءِ

‘মুমিনের গোপন ও প্রকাশ্য তথা ভেতর ও বাহির যখন একই হবে, তখন সে ইহ ও পরকালে সম্মানিত হবে এবং প্রশংসার যোগ্য পাত্র বলে বিবেচিত হবে। আর তার বাহ্যিক অবস্থা যখন অভ্যন্তরীণ অবস্থার বিপরীত হবে তখন স্রেফ কষ্ট-ক্লেশ ছাড়া তার চেষ্টা-প্রচেষ্টার আর কোন মূল্য থাকবে না’।[১৩]

একজন ব্যক্তি শাকীক বিন ইবরাহীমকে জিজ্ঞাসা করল, إن الناس يسمونني صالحا، লোকজন আমাকে সৎ বলে এক্ষণে আমি কিভাবে বুঝব্ যে, আমি সৎ না অসৎ? তখন শাকীক বললেন, প্রথমতঃ তুমি তোমার গোপনীয়তা সৎ ব্যক্তিদের কাছে প্রকাশ করবে। যদি তারা তোমার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সন্তুষ্ট হয় তাহলে তুমি জানবে যে, তুমি সৎ। অন্যথা নয়। দ্বিতীয়তঃ দুনিয়াকে তোমার মনের নিকট উপস্থাপন করবে। যদি মন দুনিয়াবী জৌলুসকে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে বুঝবে যে, তুমি সৎ। তৃতীয়তঃ তুমি তোমার নফসের উপর মৃত্যুকে পেশ কর। যদি মন মৃত্যুবরণের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে তাহ’লে জানবে যে, তুমি সৎ। অন্যথা নয়’। এরপর তিনি বললেন, فإذا اجتمعت فيك هذه الثلاثة فتضرع إلى الله تعالى لكي لا يدخل الرياء في عملك فيفسد عليك أعمالك، ‘যখন তোমার মধ্যে এই তিনটি গুণের সন্নিবেশ ঘটবে, তখন কাকুতি-মিনতি সহকারে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করবে যাতে তোমার আমলের মধ্যে রিয়ার অনুপ্রবেশ ঘটে সেগুলিকে ধ্বংস করে না দেয়’।[১৪]

এজন্য ইবনু কুদামা মাক্বদেসী বলেন, وينبغي أن يراقب الإنسان نفسه قبل العمل وفي العمل، هل حركه عليه هوى النفس أو المحرك له هو الله تعالى خاصة؟ فإن كان الله تعالى، أمضاه، وإلا تركه، وهذا هو الإخلاص، ‘আমল করার পূর্বে এবং সময়ে মানুষের উচিত তার নফসকে পর্যবেক্ষণ করা যে, প্রবৃত্তি তাকে সেই কাজে ধাবিত করেছে নাকি স্রেফ আল্লাহই তাকে সেই কাজের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন? যদি আল্লাহ তাকে প্রেরণা যোগান তাহ’লে সে কাজটি বাস্তবায়ন করবে। নচেৎ তা পরিত্যাগ করবে। আর এটাই হ’ল ইখলাছ’।[১৫]

উসামা বিন শারীক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ما كرهتَ أن يراه الناسُ فلا تفعله إذا خلوتَ ‘যে কাজটি মানুষের দেখে ফেলাকে তুমি অপছন্দ কর, সেটি নির্জনে করবে না’।[১৬]

আলী ইবনে আবী ত্বালেব (রাঃ) বলেন, لِلْمُرَائِي أَرْبَعُ عَلَامَاتٍ: يَكْسَلُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ، وَيَنْشَطُ إِذَا كَانَ مَعَ النَّاسِ، وَيَزِيدُ فِي الْعَمَلِ إِذَا أُثْنِيَ عَلَيْهِ، وَيَنْقُصُ إِذَا ذُمَّ بِهِ ‘রিয়াকারীর নিদর্শন চারটি- (১) লোক চক্ষুর অন্তরালে সৎকাজে অলসতা-অবহেলা করে। (২) মানুষের সামনে আগ্রহ ও উদ্যমের সাথে আমল করে। (৩) তার প্রশংসা করা হ’লে আমলের গতি বাড়িয়ে দেয়। আবার (৪) তার নিন্দা করা হ’লে আমলের পরিমাণ কমিয়ে দেয়’।[১৭]

আল্লাহ আমাদেরকে উক্ত বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকার তৌফিক দান করুন- আমীন!

---

১৩. *আব্দুল মালেক আল-কাসেম, মিফতাহু দাওয়াতির রুসুল, পৃ. ১৯।*
১৪. *ঐ, পৃ. ১৯-২০।*
১৫. *মুখতাছার মিনহাজুল ক্বাছেদীন, পৃ. ৩৭৩।*
১৬. *সিলসিলা ছহীহাহ, হা/১০৫৫।*
১৭. *আবুল লায়েছ সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফেলীন (দামেশক: দারু ইবনি কাছীর, ২য় মুদ্রণ, ১৪২১হি./২০০০খৃ.), পৃ. ৩০।*

ডিলারশীপ ও পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

খুচরা মূল্য :

- কালোজিরা ফুলের মৌসুমের মধু-৫০০ গ্রাম ৫৭০/-
- বরই ফুলের প্রাকৃতিক মধু-৫০০ গ্রাম ৫৭০/-
- প্রাকৃতিক বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৫৫০/-
- বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৩৪০/-
- সরিষা ও লিচু ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ২৯৫/-
- শক্তি প্লাস আরোগ্য কালোজিরা তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-
- শক্তি প্লাস শান্তির দূত জয়তুন তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-

যোগাযোগ : প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ, প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ। মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

সমাজে অপরাধপ্রবণতা হ্রাসে কুরআনে বর্ণিত শাস্তিবিধানের অপরিহার্যতা

-*মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক*

(শেষ কিস্তি)

ভুলক্রমে হত্যা ও তার দণ্ড : কোন প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন ব্যক্তি (مكلف) কর্তৃক তার জন্য বৈধ কোন কাজ করতে গিয়ে ঘটনাচক্রে কেউ নিহত হলে তাকে ভুলক্রমে হত্যা বলে। যেমন, শিকারের প্রতি অস্ত্র ছুঁড়ে মেরেছে কিংবা নিশানার প্রতি তাক করেছে কিন্তু তা কোন মানুষের গায়ে লাগায় সে নিহত হয়েছে; কিংবা কূয়া, ড্রেন ইত্যাদি খনন করে রেখেছে, তার মধ্যে পড়ে কেউ মারা গেছে। বেআইনী-ভাবে স্থাপিত বিদ্যুতের তারে স্পৃষ্ট হয়ে নিহত হওয়া, নিষিদ্ধ স্থানে পেতে রাখা জালে জড়িয়ে নিহত হওয়া, চিকিৎসকের ভুল অস্ত্রোপচার কিংবা ভুল চিকিৎসায় রোগীর মারা যাওয়া ইত্যাদিও ভুলক্রমে হত্যার অন্তর্ভুক্ত। শিশু ও পাগলের হাতে ইচ্ছাপূর্বক হত্যাও ভুলক্রমে হত্যার আওতায় পড়বে।[১]

ভুলক্রমে হত্যায় দু'টি হুকুম প্রযোজ্য :

এক. হত্যাকারীকে হত্যার জন্য কাফফারা প্রদান করতে হবে।

দুই. হত্যাকারীর আকেলাকে লঘু রক্তপণ (دية خفيفة) পরিশোধ করতে হবে।

তবে ভুলক্রমে হত্যাকারী মিরাছ থেকে বঞ্চিত হবে না এবং গুনাহগার হবে না। কারণ এ উম্মাত থেকে ভুল ও বিস্মৃতিজনিত গুনাহ তুলে নেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মাত থেকে ভুল, বিস্মৃতি ও জবরদস্তিজনিত কাজকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।'[২]

ভুলক্রমে হত্যার দণ্ড সংক্রান্ত মূল দলীল আল্লাহ্‌র বাণী :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا–

'কোন মুমিনের জন্য সঙ্গত নয় যে, সে কোন মুমিনকে হত্যা করে ভুলক্রমে ব্যতীত। অতএব যদি কোন মুমিন কোন মুমিনকে ভুলক্রমে হত্যা করে ফেলে, তবে সে একজন মুমিন ক্রীতদাসকে মুক্ত করবে এবং তার পরিবারের নিকট রক্তমূল্য সমর্পণ করবে। তবে যদি তারা ক্ষমা করে দেয় (সেকথা স্বতন্ত্র)। আর যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রুদলের হয়, কিন্তু ঐ ব্যক্তি নিজে মুমিন, তাহ'লে তার বিনিময়ে একজন মুমিন ক্রীতদাসকে মুক্ত করবে। আর যদি সে তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহ'লে তার পরিবারের নিকট রক্তমূল্য সমর্পণ করবে এবং একটি মুমিন ক্রীতদাস মুক্ত করবে। কিন্তু যদি সে তা না পায়, তাহ'লে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন করবে। আল্লাহ মহাবিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' (*নিসা ৪/৯২*)।

দিয়াত : হত্যার দণ্ড হিসাবে কুরআন ও হাদীছে দিয়াতের উল্লেখ রয়েছে। দিয়াতকে বাংলায় রক্তপণ, রক্তমূল্য ইত্যাদি বলা হয়। যার জীবন সংহার করা হয়েছে তার রক্তের বিনিময় স্বরূপ এ দিয়াত। দিয়াত দুই প্রকার। دية مغلظة ও دية مخففة বা গুরু রক্তপণ ও লঘু রক্তপণ।[৩]

গুরু রক্তপণ ইচ্ছাসদৃশ হত্যায় প্রযোজ্য এবং তা তিন বছর ধরে পরিশোধযোগ্য। এ রক্তপণ শরী'আতে নির্ধারিত এক শত উট। তা আবার হবে তিন শ্রেণীর। ত্রিশটি তিন বছর বয়সী, ত্রিশটি চার বছর বয়সী এবং চল্লিশটির পেটে বাচ্চা থাকতে হবে। মূল্য হিসাব করলে তা নির্ধারিত হবে উটের ভিত্তিতে এবং নির্ধারণ করবে শারঈ আদালত। আর উটের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে টাকার অঙ্কেরও হ্রাস-বৃদ্ধি হবে। সৌদি আরবে ভুলক্রমে হত্যার বর্তমান দিয়াত তিন লক্ষ রিয়াল এবং ইচ্ছাকৃত হত্যা ও ইচ্ছাসদৃশ হত্যার বর্তমান দিয়াত চার লক্ষ রিয়াল।[৪]

লঘু রক্ত রক্তপণ ভুলক্রমে হত্যায় প্রযোজ্য। এই হত্যায় রক্তপণও এক শত উট। তবে তার ধরণ গুরু রক্তপণ থেকে একটু পৃথক। ইমাম খারকী হাম্বলী বলেছেন, ভুলক্রমে হত্যায় হত্যাকারীর আকেলার উপর একশত উট প্রদান আবশ্যিক হবে, যা তিন বছর ধরে পাঁচ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। একশটির মধ্যে বিশটি দু'বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, বিশটি দু'বছরে পদার্পণকারী উট, বিশটি তিন বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, বিশটি চার বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী ও বিশটি পাঁচ বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী।[৫] আমর বিন শু'আইব কর্তৃক তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণিত এক হাদীছে এসেছে, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ثَلاَثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلاَثُونَ حِقَّةً وَعَشَرَةٌ بَنِي لَبُونٍ ذَكَرٍ– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রায় দিয়েছেন যে, ভুলক্রমে যে নিহত হবে তার দিয়াত একশ উট। তন্মধ্যে ত্রিশটি দু'বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, ত্রিশটি তিন

---

১. *ফিকহুস সুন্নাহ ২/৪৬৭।*

২. *ইবনু মাজাহ হা/২০৪৩।*

৩. *ফিকহুস সুন্নাহ ২/৫০০-৫০১।*

৪. (المحامي الجنايء) العنوان: مقدار دية القتل شبه العمد في السعودية hd-criminal-law.com.sa.

৫. *ইসলাম সাওয়াল ও জাওয়াব, শায়খ মুহাম্মাদ ছালিহ আল-মুনাজ্জিদ। প্রশ্ন নং ৩০৯৩৩৮। শিরোনাম : মিকদারু দিয়াতিল কাতলিল খাতায়ি। عنوان: مقدار دية القتل الخطاء।*

বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, ত্রিশটি চার বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী এবং দশটি তিন বছরে পদার্পণকারী উট।[৬]

আমর বিন শু'আইব কর্তৃক তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণিত আরেক হাদীছে এসেছে, كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَمَانَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মুদ্রা হিসাবে দিয়াত ছিল আট শত দীনার অথবা আট হাযার দিরহাম। আর আহলে কিতাবদের দিয়াত সেকালে মুসলিমদের দিয়াতের অর্ধেক ছিল। ব্যবস্থা এমনই চলছিল, পরে ওমর (রাঃ) যখন খলীফা হ'লেন তখন এক খুৎবায় তিনি (দিয়াতের আলোচনায়) বলেন, أَلَا إِنَّ الإِبِلَ قَدْ غَلَتْ উটের দাম বেড়ে গেছে। ফলে তিনি স্বর্ণের মালিকদের উপর এক হাযার দীনার, রৌপ্যের মালিকদের উপর বার হাযার দিরহাম, গরুর মালিকদের জন্য দু'শ' গরু, ছাগলের মালিকদের জন্য দু'হাযার ছাগল এবং বস্ত্রের কারবারীদের উপর দু'শ' জোড়া বস্ত্র ধার্য করেন। দিয়াতের আলোচনায় তিনি অমুসলিম জিম্মিদের প্রসঙ্গ তোলেননি।[৭] এ হাদীছ থেকে বুঝা যায় দেশ-কাল-পাত্রভেদে সরকার একশ' উটকে ভিত্তি ধরে দিয়াতের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারবে।

আতা বিন আবী রাবাহ (রাঃ) থেকে এ মর্মে একটি দুর্বল হাদীছও বর্ণিত আছে, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَىْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَىْ شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَىْ حُلَّةٍ– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উটের মালিকদের উপর একশত উট, গরুর মালিকদের জন্য দু'শ' গরু, ছাগল মালিকদের জন্য দু'হাযার ছাগল এবং বস্ত্রের কারবারীদের উপর দু'শ' জোড়া বস্ত্র ধার্য করেন।[৮]

দিয়াত কে পরিশোধ করবে : ইচ্ছাকৃত হত্যায় নিহতের অভিভাবক ক্বিছাছ ক্ষমা করলে ইমাম শাফেঈ ও আহমাদের মতে তখন গুরু রক্তপণ প্রযোজ্য হবে। হত্যাকারীকে তা নগদে পরিশোধ করতে হবে, বাকি-বকেয়া রাখা চলবে না। ইমাম আবু হানিফার মতে ইচ্ছাকৃত হত্যায় কোন দিয়াত নেই, বরং দু'পক্ষ যে অঙ্কে সম্মত হবে তাই পরিশোধ করতে হবে।

সম্মতির এ পরিমাণ একশত উটের থেকে কম কিংবা বেশীও হ'তে পারে। এমনকি নিহতের অভিভাবক সমুদয় দিয়াত মাফও করে দিতে পারে। হানাফী মতে নির্ধারিত এ পরিমাণ পরিশোধে হত্যাকারী তিন বছর সময় পাবে। সকল ইমামের মতেই ইচ্ছাকৃত হত্যায় স্বয়ং হত্যাকারীকে দিয়াত পরিশোধ করতে হবে। কেননা সে বা তারাই স্বেচ্ছায় এহেন অপরাধ করেছে। আকেলার উপর তা বর্তাবে না। তবে তারা নিজেরা ইচ্ছে করে সহযোগিতার হাত বাড়ালে তাতে কোন নিষেধ নেই।[৯]

ইচ্ছাসদৃশ হত্যা ও ভুলক্রমে হত্যার দিয়াত সর্বসম্মতিক্রমে হত্যাকারীর আকেলা পরিশোধ করবে। এ প্রসঙ্গে মূল দলিল হুযাইল গোত্রের দুই মহিলার ঝগড়ায় একজনের হত্যাকাণ্ড।

'আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হুযাইল গোত্রের দু'জন মহিলা ঝগড়া করছিল। তখন তাদের একজন অন্যজনের প্রতি পাথর ছুঁড়ে মারে। এভাবে সে তাকে এবং তার গর্ভস্থ শিশুকে হত্যা করে। নিহতের উত্তরাধিকারীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট মামলা করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন রায় দেন যে, أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ গর্ভস্থ শিশুর দিয়াত একজন দাস অথবা দাসী এবং তিনি মহিলার দিয়াত পরিশোধের দায়িত্ব তার আকেলার উপর অর্পণ করেন এবং দিয়াতের ওয়ারিছ করেন নিহতের ছেলে এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্যদের।[১০]

আকেলা শব্দটি 'আকেল' শব্দের বহুবচন। এটি 'আকল' শব্দ থেকে নির্গত। আকল শব্দের অন্যান্য অর্থের মধ্যে একটি অর্থ দিয়াত। এ সূত্রে 'আকেলা' অর্থ দিয়াত পরিশোধকারীবৃন্দ। আকেলার মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা (تناصر وتمانع)-র রীতি প্রচলিত রয়েছে। তারা পরস্পরের বিপদে সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এজন্য সহযোগিতা সূত্রে ইসলাম আকেলার উপর দিয়াত ধার্য করেছে। আর ভুলক্রমে হত্যাকারী তো আসলে একজন মাযুর। তার অনিচ্ছাকৃত হত্যায় আকেলারা যে এগিয়ে আসবে তা খুবই স্বাভাবিক। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে এক পেশাভুক্ত লোকেরা পরস্পরের আকেলা। হযরত ওমর (রাঃ) যখন ১৫ হিজরীতে বাইতুল মুক্বাদ্দাস জয়ের পর খেলাফতে বিভিন্ন দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন তখন প্রতিটি দপ্তরে কর্মচারীর তালিকা করেন। তাদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা (تناصر وتمانع) বিদ্যমান থাকায় তিনি তাদের আকেলা ধার্য করেন এবং ভুলক্রমে হত্যা সংঘটিত হ'লে তাদের দিয়াত পরিশোধের ফরমান জারী করেন। তবে কেউ দপ্তরভুক্ত না থাকলে তার গোত্র তার আকেলা হবে। গোত্র না থাকলে আত্মীয়-স্বজন আকেলা হবে। তারা অক্ষম হ'লে মহল্লাবাসী আকেলা হবে।[১১] আর যদি আকেলা না থাকে তাহ'লে দিয়াতের দায়িত্ব বাইতুল মালে বর্তাবে। যদি বাইতুল মাল না থাকে তা হ'লে হত্যাকারীর সম্পদ থেকে দিয়াত পরিশোধ করতে হবে।[১২]

ইমাম মালেক, শাফেঈ ও আহমাদের মতে ব্যক্তির আকেলা তার কাবিলা বা গোত্র। সুতরাং তার দিয়াত তার গোত্রের

৬. আবূদাঊদ হা/৪৫৪১।
৭. আবূদাঊদ হা/৪৫৪২।
৮. আবূদাঊদ হা/৪৫৪৩।
৯. ফিকহুস সুন্নাহ ২/৫০০-৫০১।
১০. নাসাঈ হা/৪৮১৮; আবূদাঊদ হা/৪৫৭৬।
১১. তানযীমুল আশতাত ৪/২৯।
১২. ফিকহুস সুন্নাহ ২/৫০৫।

উপর বর্তাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে এবং আবুবকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে ব্যক্তির গোত্রকে তার আকেলা গণ্য করা হ'ত। ওমর (রাঃ)-এর আমল এ ব্যবস্থাকে রহিত করতে পারেনি।[১৩] ইবনু আবী শায়বা ইমাম শাবীর বরাতে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (ছাঃ) কুরাইশের আকেলা কুরাইশ এবং আনছারের আকেলা আনছারদের নির্ধারণ করেন। جعل النبي صلي الله عليه و سلم عقل قريش علي قريش وعقل الانصل رعلي الانصار[১৪] সাইয়্যেদ সাবেক বলেছেন, ব্যক্তির যারা আছাবা তারাই তার আকেলা। তবে তারা হবে পিতার পক্ষীয় প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন ও সচ্ছল পুরুষ আত্মীয়। অন্ধ, বৃদ্ধ ও চিররোগী ধনী হ'লে তারাও আকেলাভুক্ত হবে। মহিলা, দরিদ্র, অপ্রাপ্তবয়স্ক, বিকৃত মস্তিষ্ক হ'লে এবং হত্যাকারী ও তার আত্মীয়দের মধ্যে দ্বীনগত পার্থক্য থাকলে তারা আছাবাভুক্ত হবে না। কেননা আকেলার ভিত্তি পারস্পরিক আর্থিক সহযোগিতা। অথচ উল্লিখিত ব্যক্তিগণ সাহায্য করার যোগ্য নয়।

ইচ্ছাসদৃশ হত্যা ও ভুলক্রমে হত্যার দিয়াত আকেলার উপর বর্তানো ইসলামের সাধারণ নীতির খেলাফ। কেননা, ইসলামী বিধান অনুসারে মানুষ নিজের জন্য দায়ী, নিজের কার্যাবলীর হিসাব দিতে বাধ্য। অন্যের অপরাধের দায় তার উপর আরোপ করা যাবে না। আল্লাহ বলেছেন, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى 'একের অপরাধের বোঝা অন্যে বহন করবে না' *(ফাতির ৩৫/১৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমার পরে তোমরা এমন পর্যায়ে যেও না যে, কাফের হয়ে তোমরা একে অপরের গর্দান কাটবে। আর কোন ব্যক্তিকে তার পিতার ও ভাইয়ের অপরাধে গ্রেপ্তার করা যাবে না।[১৫] তা সত্ত্বেও উক্ত প্রকারের হত্যার দিয়াতে আকেলাকে যুক্ত করা হয়েছে অপরাধী হন্তারকের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করার জন্য। কারণ সে তো ইচ্ছে করে এ অপরাধ করেনি। অপরদিকে আকেলাকে দিয়াতের অংশ দিতে বাধ্য করায় তারাও হত্যার বিষয়ে হুঁশিয়ার থাকবে। ফলে হত্যাকাণ্ডের মাত্রা কমে আসবে।

কোন স্থানে কোন মুসলিমকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে এবং তার হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া না গেলে নিহতের ওয়ারিশগণ বিচারকের নিকট মামলা করতে পারে। তারা সুনির্দিষ্ট আলামত সাপেক্ষে হত্যাকাণ্ডের এলাকার লোকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারে। সেক্ষেত্রে বিচারক কাসামার ভিত্তিতে বিবাদী পক্ষের পঞ্চাশ জনের কসম করতে বলবেন। তারা হত্যা করেনি বলে কসম করবে। যদি তারা হত্যা করেনি মর্মে কসম করতে রাজী না হয় তাহ'লে তারাই হত্যাকারী বলে আদালত আশ্বস্ত হ'লে তাদের উপর দিয়াত ধার্য হবে। আর যদি বিবাদী পক্ষ কসম করে হত্যার কথা অস্বীকার করে তাহ'লে তার দিয়াত বাইতুল মাল থেকে পরিশোধের জন্য আদালত আদেশ দেবে।[১৬]

হত্যা ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে ক্বিছাছ :

হত্যার ক্ষেত্রে যেমন ক্বিছাছের বিধান রয়েছে তেমনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রেও ক্বিছাছের বিধান রয়েছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্বিছাছ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ– 'আর আমরা তাদের উপর বিধিবদ্ধ করেছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখম সমূহের বদলে যখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে, সেটি তার জন্য কাফফারা হয়ে যায়। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করে না, তারাই যালেম' *(মায়েদাহ ৫/৪৫)*।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর আঘাত দু'ভাবে হ'তে পারে। ইচ্ছাকৃত ও ভুলক্রমে। ইচ্ছাকৃত হত্যায় যেমন ক্বিছাছ রয়েছে তেমনি ইচ্ছাকৃত অঙ্গহানিতেও ক্বিছাছ রয়েছে। তবে তার জন্য বেশ কিছু শর্ত-শরায়েত রয়েছে। সেসব শর্তের ভিত্তিতে কোন অঙ্গহানিতে ক্বিছাছগ্রহণ সম্ভব না হ'লে ইচ্ছাকৃত অঙ্গহানিতেও দিয়াত প্রযোজ্য হবে। কেননা ক্বিছাছ অর্থ সমপরিমাণ বদলা গ্রহণ। কিন্তু কোন কোন অঙ্গ এমন আছে যে, তার ক্বিছাছ নিতে গেলে বাড়াবাড়ি এমনকি মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে। তাই ইচ্ছাকৃত অঙ্গহানিমাত্রই ক্বিছাছযোগ্য নয়। হাদীছ ও ফিক্বহের গ্রন্থগুলোতে এসব বিষয় সবিস্তারে বর্ণিত আছে। ভুলক্রমে অঙ্গহানিতে একইভাবে দিয়াত প্রযোজ্য। কোন অঙ্গের জন্য কী পরিমাণ দিয়াত দিতে হবে তার উল্লেখও হাদীছ ও ফিক্বাহর গ্রন্থগুলোতে সবিস্তারে রয়েছে।[১৭]

তাযীর : ক্বিছাছ ও হদ ব্যতীত অন্যান্য শাস্তিকে ইসলামের পরিভাষায় তাযীর বলে। তাযীর মৌখিক হোক, আর দৈহিক হোক কিংবা জেল-জরিমানা হোক দেশের শাসনকর্তা অপরাধের মাত্রা বুঝে ইনছাফ মোতাবেক তার মাত্রা নির্ধারণ করবেন। আদালত তদনুসারে তাযীর প্রয়োগ করবে।[১৮] শাসনকর্তা তার মজলিশে শূরা ও আহলুল হাল্লে ওয়াল আকদ-এর মাধ্যমেও তা নির্ধারণ করতে পারেন। বরং পরামর্শের ভিত্তিতে মজলিশে শূরা ও আহলুল হাল্লে ওয়াল আকদ (أهل الحل والعقد)-এর মাধ্যমে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে অপরাধের তাযীর নির্ধারণ করলে ভুল ও যুলুমের সম্ভাবনা কম হবে।

শেষ কথা : কোন সমাজ-দেশ-রাষ্ট্রই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিচার ব্যবস্থার বাইরে নয়। প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্যই রয়েছে তাদের আইন ও বিচার ব্যবস্থা। দেশবাসী সে আইন মেনে চলে। আইন প্রয়োগ ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রত্যেক দেশেরই

---

১৩. *ফিকহুস সুন্নাহ ২/৫০৩।*
১৪. *আদ্দিরায়া লিতাখরিজি আহাদিছিল হিদায়াহ। তানযীমুল আশতাত ৪/২৯।*
১৫. *নাসাঈ হা/৪১২৬।*
১৬. *আবূদাউদ হা/৪৫২৪; ফিকহুস সুন্নাহ ২/৫২৭।*
১৭. *ফিকহুস সুন্নাহ ২/৪৮৬-৫৩১।*
১৮. *ফিকহুস সুন্নাহ ২/৫৩১।*

থাকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। আমাদের দেশের পুলিশ, র‌্যাব, বিজিবি, আনসার, গ্রাম পুলিশ ইত্যাদি এ ধরনের বাহিনী। অবশ্য তাদের প্রত্যেকের কর্মপরিধি ভিন্ন ভিন্ন। মানুষের মধ্যে আইন ভঙ্গের একটা প্রবণতা আছে। আইন ভঙ্গের ফলে অনেক সময় অন্য মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সে বা তারা চায় সেই ক্ষতির প্রতিকার। রাষ্ট্র সে প্রতিকারে এগিয়ে আসে তার বিচার বিভাগ নিয়ে। সে বিচার করা হয় আদালত বা কোর্টের মাধ্যমে। যারা বিচার করেন তারা বিচারক, বিচারপতি, জজ, কাজী, মুনসেফ, ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে পরিচিত। তারা স্ব স্ব দেশের সংবিধান ও প্রচলিত আইনের ভিত্তিতে বিচার করেন এবং বিচারপ্রার্থীর ক্ষতির প্রতিকার করেন। মানব রচিত সেসব আইনে ইনছাফ থেকে যুলুমের পরিমাণ বেশী থাকে। অনেক ক্ষেত্রে অপরাধীর প্রতি অযাচিত সহানুভূতি দেখান হয় এবং নিরপরাধের উপর বাড়াবাড়ি রকমের পীড়ন করা হয়।

পক্ষান্তরে ইসলাম আল্লাহ্র দেওয়া হুকুম মোতাবেক মানব সমাজে আদল ও ইনছাফ প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়েছে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামী দেশগুলোতো বটেই বরং সারা বিশ্বে ইসলামী আইনের ভিত্তিতে আদল-ইনছাফ কায়েম করা কুরআনের দাবী, সময়ের দাবী। অনেকে ইসলাম প্রদত্ত শাস্তি কঠিন বলে অভিযোগ করে থাকে। বাহ্যত তা কঠিন বলেই অপরাধী অপরাধ করতে শতবার ভাবে। ফলে সমাজে অপরাধের মাত্রা কম থাকে। নচেৎ ইসলাম মানুষের প্রতি নম্র আচরণ ও কোমল ব্যবহার করতে আদেশ দেয়; কর্কশ ও বাজে ব্যবহার করতে কঠিনভাবে নিষেধ করে। সমাজে অপরাধ যাতে কম হয়, মানুষ যাতে শিষ্ট আচরণ করে সেজন্য কুরআন ও হাদীছ তাদের উদাত্ত আহ্বান জানায়। কুরআন ও হাদীছের সেসব নির্দেশ মেনে চললে সমাজে শান্তি -শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা আপনা থেকেই বেশীর ভাগ প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তা সত্ত্বেও কিছু মানুষ অপরাধপ্রবণ থাকবে। তারাও অপরাধের শাস্তির কথা ভেবে অপরাধ করা থেকে নিরস্ত থাকবে। কেউ অপরাধ করে বসলে তখন তার উপর ইসলামী আইন কার্যকর হ'লে সে দ্বিতীয় বার অপরাধ করতে শত বার চিন্তা করবে। ফলে ইসলামী আইনের কড়াকড়ি হেতু সমাজ যথেষ্ট অপরাধমুক্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আর আইন ও বিচারের মূল লক্ষ্য তো অপরাধীদের শাস্তি প্রদান নয়, বরং সামাজিক শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিধানই তার মূল লক্ষ্য। যে আইন ও বিচার সে লক্ষ্য অর্জনে বেশী অনুকূল নিঃসন্দেহে সে আইন হবে শ্রেষ্ঠ আইন।

মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান-এর আমীর সিনেটর প্রফেসর সাজিদ মীর-এর মৃত্যু

মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান-এর মাননীয় আমীর, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাবেক সিনেটর প্রফেসর সাজিদ মীর গত ৩রা মে শনিবার লাহোরের স্থানীয় একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন *(ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন)*। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তাঁর স্পাইন ও হার্ট বাইপাস সার্জারী হয়েছিল। তারপর তিনি কয়েকমাস যাবৎ অসুস্থ ও শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিলেন।

প্রফেসর সাজিদ মীর ১৯৩৮ সালের ২রা অক্টোবর পাকিস্তানের শিয়ালকোট শহরে এক খ্যাতনামা ধর্মপ্রাণ কাশ্মীরী রাজনৈতিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশিষ্ট আলেম এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মাওলানা ইব্রাহীম মীর শিয়ালকোটির ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। তাঁর পিতা জনাব আব্দুল কাইয়ুম মীর ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা।

১৯৬০ সালে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে মাস্টার্স এবং ১৯৬৯ সালে ইসলামিক স্টাডিজে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি জিন্নাহ ইসলামিয়া কলেজ, শিয়ালকোটে ইংরেজী বিষয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং এসময় তিনি কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে তিনি রাজনীতি, অর্থনীতি, আরবী ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ে বি,এ ডিগ্রী এবং একাধিক ফাযিল ডিগ্রী অর্জন করেন। এছাড়া বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষে অসংখ্য একাডেমিক পুরস্কার ও স্কলারশিপ অর্জন করেন।

পেশাজীবনে তিনি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইংরেজী এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শিক্ষাদান করেন। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত তিনি ফেডারেল গভর্নমেন্ট অব নাইজেরিয়ার সিনিয়র এডুকেশন অফিসার সহ দেশটির একাধিক সরকারী পদে দায়িত্বপালন করেন।

১৯৭৩ সালে তিনি মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান-এর নাযেমে আ'লা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯২ সালের ২রা মে তিনি এর আমীর হিসাবে নির্বাচিত হন এবং চলতি বছরে সপ্তমবারের মতো আমীর নির্বাচিত হন। সবমিলিয়ে প্রায় ৩২ বছর যাবৎ তিনি এদায়িত্ব পালন করেন।

তিনি রাবেতা আলমে ইসলামী-এর নির্বাহী পরিষদ এবং মাজলিসে ফিক্বহে ইসলামী-এর সদস্য ছিলেন। ১৯৯৪ সালে তিনি পাকিস্তান মুসলিম লীগ-নওয়ায (পিএমএল-এন) থেকে সিনেটর হিসাবে নির্বাচিত হন এবং ধারাবাহিকভাবে ছয়বার এই পদে নির্বাচিত হন।

তিনি বেশ কয়েকটি বইয়ের অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন। এছাড়া সাপ্তাহিক তর্জুমানুল হাদীস, আহলেহাদীস ও আল-ইসলাম সহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে নিয়মিত লেখালেখি করতেন।

তার মৃত্যুতে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়ায শরীফ গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছেন, তিনি ছিলেন এমন একজন নির্ভীক ও নিষ্ঠাবান নেতা, যিনি ইসলাম ও পাকিস্তানের জন্য অমূল্য অবদান রেখেছেন।

তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, দীর্ঘ প্রায় ৩২ বছর যাবৎ পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীছের আমীর হিসাবে বিশুদ্ধ দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তার মৃত্যুতে ভারত উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের এক উজ্জ্বল দেউটি নিভে গেল।

উল্লেখ্য যে, প্রফেসর সাজিদ মীর ও আমীরে জামা'আত ১৯৯২ সালের ১৯-২২শে জানুয়ারী কুয়েতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন এবং ২১শে জানুয়ারী জমঈয়তে এইয়াউত তুরাছিল ইসলামীর পক্ষ হ'তে আয়োজিত বাংলাদেশ সহ ৭টি দেশের আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দকে সম্বর্ধনা প্রদান সভায় তাঁরা একত্রে উপস্থিত ছিলেন।

[আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর গোনাহ খাতা মাফ করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস নছীব করুন- আমীন! (সম্পাদক)]

যে আমলে সম্মান বাড়ে

*-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৮) আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা :

মর্যাদাপূর্ণ জীবন লাভের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হ'ল আল্লাহ্র পথে জিহাদ। জিহাদ মানে কেবল সশস্ত্র যুদ্ধ নয়; বরং আল্লাহ্র দ্বীনকে সমুচ্চ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর নাম হ'ল জিহাদ। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، 'হে আবূ সাঈদ! যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নবী হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হ'ল, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। কথাটি শুনে আবূ সাঈদ (রাঃ) আশ্চর্য হয়ে বললেন, أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ، 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার জন্যে কথাটি আবার বলুন'। তিনি তাই করলেন, তারপর বললেন, وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، 'আরও একটি আমল আছে, যার মাধ্যমে বান্দা এমন একশ'টি মর্যাদার স্তর লাভ করবে, যার দু'টো স্তরের মধ্যে ব্যবধান হবে আসমান ও যমীনের ব্যবধানের সমান। তখন তিনি বললেন, সেটি কি হে আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন, الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ 'আল্লাহ্র পথে জিহাদ, আল্লাহ্র পথে জিহাদ'।[১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ارْمُوا مَنْ بَلَغَ الْعَدُوَّ بِسَهْمٍ رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً، 'তোমরা তীর নিক্ষেপ করবে। যে ব্যক্তি শত্রুর প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করবে, আল্লাহ এর বিনিময়ে তার একটি স্তর বৃদ্ধি করবেন। ইবনু নাহহাম (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! মর্যাদা কিরূপ? তিনি বললেন, أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِعَتَبَةِ أُمِّكَ، وَلَكِنْ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ، 'তা তোমার মায়ের ঘরের চৌকাঠ নয়; এর দু'টি স্তরের মধ্যে পার্থক্য হবে একশত বছর'।[২] আল্লাহ বলেন, وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا، 'আল্লাহ মুজাহিদগণকে ঘরে বসা মুমিনদের উপর মহা পুরস্কারের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর তাঁর পক্ষ হ'তে রয়েছে উচ্চ মর্যাদা সমূহ এবং ক্ষমা ও দয়া। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(নিসা ৪/৯৫-৯৬)*।

(৯) দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা :

যারা একনিষ্ঠভাবে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং সেই ইলম তাদের সার্বিক জীবনে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে আল্লাহ তাদেরকে জগতবাসির কাছে সম্মানিত করে তোলেন এবং পরকালেও তাদের জন্য সম্মানিত হওয়ার ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ বলেন, يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা ভালভাবে খবর রাখেন' *(মুজাদালা ৫৮/১১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ 'আমরা যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নত করি' *(আন'আম ৬/৮৩)*। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত তাবেঈ যায়েদ ইবনে আসলাম (রহঃ) বলেন, আল্লাহ জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের মর্যাদা উন্নীত করেন।[৩]

দ্বীনের জ্ঞান অর্জনকারী ও অন্বেষণকারীদের মর্যাদা এতটাই বেশী যে, তাদের সম্মানে আকাশের ফেরেশতারা পর্যন্ত তাদের ডানা বিছিয়ে দেন, পানির মাছ ও গর্তের পিপীলিকা তাদের জন্য দো'আ করে; এমনকি আকাশ ও যমীনের সকল সৃষ্টিকূল তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে।[৪] আবূ তালেব মাক্কী (রহঃ) বলেন, الإيمان عريان ولباسه التقوى وحليته الورع وثمرته العلم، ففيه دليل أنّ من لا تقوى له فلا لبس لإيمانه ومن لا ورع له فلا زينة لإيمانه ومن لا علم له فلا ثمرة لإيمانه 'ঈমান অনাবৃত বিষয়, তার পোষাক হ'ল তাক্বওয়া, অলংকার হ'ল দ্বীনদারী, আর ফলাফল হ'ল ইলম (জ্ঞান)। অতএব যে ব্যক্তির তাক্বওয়া নেই, তার ঈমানের কোন পোষাক নেই; যার দ্বীনদারী নেই, তার ঈমানের কোন সৌন্দর্য নেই; আর যার জ্ঞান নেই, তার ঈমানের কোন ফল নেই'।[৫]

(১০) তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করা :

তাহাজ্জুদ ছালাত কেবল একটি নফল ইবাদত নয়; বরং এটি এক রূহানী সফর, যা বান্দাকে পৌঁছে দেয় আল্লাহ্র নৈকট্যে। দিনের ব্যস্ততা ও জাগতিক কোলাহল থেকে মুক্ত হয়ে রাত্রির নিস্তব্ধতায় যখন মুমিন তার রবের সামনে দাঁড়ায়, তখন সেটাই তার সর্বোচ্চ সম্মানের মঞ্চ হয়ে ওঠে। সাহল বিন সা'দ (রাঃ) বলেন, জিব্রীল এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন, يَا مُحَمَّدُ شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، 'হে মুহাম্মাদ! মুমিনের মর্যাদা হ'ল ইবাদতে রাত্রি জাগরণে এবং তার সম্মান হ'ল মানুষের মুখাপেক্ষী না হওয়ার মধ্যে'।[৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَالدَّرَجَاتُ إِفْشَاءُ السَّلَامِ،

**. শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী; এম.ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. মুসলিম হা/১৮৮৪; নাসাঈ হা/৩১৩১; মিশকাতা হা/৩৮৫১।

২. নাসাঈ হা/২১৪৪, সনদ ছহীহ।

৩. মুসনাদে আহমাদ, ১/৫০০; ক্রমিক : ৩৩৯।

৪. আবূদাঊদ হা/৩৬৪১; মিশকাত হা/২১২, সনদ হাসান।

৫. আবূ তালেব মাক্কী, কূতুল কুলূব ফী মু'আমালাতিল মাহবূব ২/২২৬।

৬. হাকেম হা/৭৯২১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৩১।

وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، ‘মর্যাদা লাভের মাধ্যম হ’ল- সালাম দেওয়া, (অপরকে) খাদ্য খাওয়ানো এবং মানুষ যখন রাতে ঘুমিয়ে পড়ে তখন (তাহাজ্জুদ) ছালাত আদায় করা’।[৭] অত্র হাদীছদ্বয়ে মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানিত জীবন লাভের চারটি উপায় বলে দেওয়া হয়েছে- (১) তাহাজ্জুদ ছালাত, (২) মানুষের মুখাপেক্ষী না হয়ে আল্লাহ্র উপর ভরসা করা, (৩) পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমিকে সালাম দেওয়া এবং (৪) অপরকে খাবার খাওয়ানো।

এই চারটি কাজ এমন নয় যে, এগুলোর জন্য কেবল আখিরাতের পুরস্কার বরাদ্দ। বরং এগুলোর সুফল এ দুনিয়াতেও প্রত্যক্ষ করা যায়। কোন মুসলিম যদি এই চারটি গুণ অর্জন করেন, তবে তিনি সত্যিকার অর্থেই যেমন দুনিয়ায় সম্মানিত হবেন, মানুষ ও সৃষ্টিকুলের ভালবাসায় সিক্ত হবেন; ঠিক তেমনি আখেরাতের জীবনেও তিনি জান্নাতের সম্মানিত মেহমানে পরিণত হবেন।

(১১) পিতামাতার জন্য সন্তানের দো‘আ :

জীবনের প্রতিটি ধাপেই আমরা মর্যাদা অন্বেষণে ছুটে চলি। কখনো তা জ্ঞানের মাধ্যমে, কখনো ইবাদতের মাধ্যমে, আবার কখনো মানুষকে উপকার করে। তবে এমন একটি মর্যাদা আছে, যা মৃত্যুর পরেও বৃদ্ধি পেতে থাকে- জীবনের সব কর্ম থেমে গেলেও। আর সেটা হ’ল নেক সন্তানের দো‘আ। পিতামাতা যদি কোন পরহেযগার সন্তান দুনিয়ায় রেখে যান আর সে তার পিতা-মাতার জন্য দো‘আ করে বা ক্ষমাপ্রার্থনা করে, তবে সেই দো‘আর বদৌলতে আল্লাহ জান্নাতে পিতামাতার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَارَبِّ أَنَّى لِى هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، ‘আল্লাহ জান্নাতে তাঁর কোন নেক বান্দার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন। এ অবস্থা দেখে সে (নেক বান্দা) বলবে, হে আমার রব! আমার এ মর্যাদা কিভাবে বৃদ্ধি পেল? তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার জন্য তোমার সন্তান-সন্ততির ক্ষমাপ্রার্থনা করার কারণে’।[৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، ‘মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার আমলের পথ বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি আমল ছাড়া- (তা হল) ছাদাক্বায়ে জারিয়া, এমন ইলম যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং পুণ্যবান সন্তান যে তার জন্য দো‘আ করে’।[৯]

মুমিন পিতামাতা ও নেক সন্তান জান্নাতে একে অপরের মাধ্যমে উপকৃত হবে। দো‘আ, ইস্তিগফার তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিবে। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ، ‘যারা ঈমানদার এবং যাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী, আমরা তাদেরকে তাদের সন্তানদের সাথে মিলিয়ে দেব। আর আমরা তাদের কর্মফল দানে আদৌ কমতি করব না। বস্তুতঃ প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব কৃতকর্মের নিকট দায়বদ্ধ’ (তূর ৫১/২১)। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, إن الله تبارك وتعالى ليرفع ذرّية المؤمن في درجته، وإن كانوا دونه في العمل، ليقرَّ بهم عينه، ‘মুমিনের বংশধর যদি আমলে নীচু স্তরেরও হয়, তবুও আল্লাহ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন, যেন (জান্নাতের মধ্যে স্বীয় বংশধরের সম্মান দেখে) তার চক্ষু শীতল হয়’।[১০] তবে এর শর্ত হ’ল- সন্তানদেরও মুমিন হ’তে হবে। সুতরাং এটি কেবল তাদের জন্য প্রযোজ্য, যাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানের বিশেষণে বিশেষিত।[১১]

সুতরাং মর্যাদা শুধু নিজে ইবাদত করে অর্জন করতে হয় না। কখনো আল্লাহ এমন সন্তানের মাধ্যমে মর্যাদা দেন, যার হৃদয়ে পিতা-মাতার প্রতি ভালোবাসা ও ইহসান বিদ্যমান থাকে।

(১২) কুরআনের ধারক-বাহক হওয়া :

কুরআন এমন এক আলোকবর্তিকা, এর সাথে যে সম্পর্ক গড়েছে, আল্লাহ তাকে উঁচু মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন; আর যে এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সে নিপতিত হয়েছে লাঞ্ছনার অন্ধকারে। সালাফদের জীবনে কুরআনের প্রতি যে গভীর ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও নিরন্তর অনুশীলন ছিল, তার অনন্য উদাহরণ আমরা পাই ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর সেই ঘটনা থেকে, যা বর্ণনা করেছেন প্রখ্যাত তাবেঈ ও মুহাদ্দিছ আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (মৃ. ৮৩হি.)। তিনি বলেন, আমি একবার ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর সাথে মক্কার দিকে রওয়ানা হয়েছিলাম। তখন মক্কার আমীর (শাসক) নাফে‘ ইবনু আলকামা আমাদের সামনে এলেন। তিনি তাঁর এক চাচার নামে পরিচিত ছিলেন, যাঁর নামও ছিল নাফে‘। ওমর (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি মক্কার দায়িত্ব কাকে দিয়ে এসেছ?’ তিনি বললেন, ‘আমি সেখানে আব্দুর রহমান ইবনে আবযা (عَبْد الرَّحْمَن بْنَ أَبْزَى)-কে রেখে এসেছি’। ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি সেখানে একজন মুক্তদাসকে রেখে এসেছ? অথচ সেখানে কুরায়শের লোকজন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ উপস্থিত?’

তিনি উত্তরে বললেন, ‘হ্যাঁ! (আমি একজন মুক্তদাসকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছি), কারণ আমি তাঁকে কুরআন

---

৭. তিরমিযী হা/৩২৩৩; ছহীহুত তারগীব হা/৪০৮, সনদ ছহীহ।
৮. আহমাদ হা/১০৮৯০; ইবনু মাজাহ ৩৬৬০; মিশকাত হা/২৩৫৪, সনদ ছহীহ।
৯. মুসলিম হা/১৬৩১; আবূদাঊদ হা/২৮৮০; তিরমিযী হা/১৩৭৬; মিশকাত হা/২০৩।
১০. তাফসীরে তাবারী, ২২/৪৬৭।
১১. শাওকানী, ফাৎহুল কাদীর ৫/১১৭।

শিক্ষায় সবচেয়ে পারদর্শী হিসাবে পেয়েছি। আর মক্কা এমন একটি জায়গা যেখানে অনেক মানুষ জমায়েত হয়, তাই আমি চেয়েছি, লোকেরা যেন একজন সুন্দর কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াতকারী ব্যক্তির কাছ থেকেই আল্লাহ্র কিতাব শ্রবণ করে'। তখন ওমর (রাঃ) বললে, نِعْمَ مَا رَأَيْتَ، إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِالْقُرْآنِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بِالْقُرْآنِ أَقْوَامًا، وَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبْزَى مِمَّنْ رَفَعَهُ اللهُ بِالْقُرْآنِ، 'তুমি কতই না চমৎকার সিদ্ধান্ত নিয়েছ! নিশ্চয়ই আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে কিছু লোককে মর্যাদা দেন, আবার কুরআনের মাধ্যমেই কিছু লোককে নীচু করে দেন। আর আব্দুর রহমান ইবনে আবযা হচ্ছেন সেইসব লোকদের একজন, যাঁকে আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন'।[১২]

একজন মুক্তদাস, যে সামাজিক দৃষ্টিতে নীচু শ্রেণীভুক্ত, অথচ তিনিই কুরআনের মাধ্যমে মক্কার মত পবিত্র নগরীর দায়িত্ব পেয়ে গেলেন। এর কারণ ছিল একটাই- আল্লাহ্র কালামের প্রতি তার একনিষ্ঠ ভালোবাসা ও আমলের আন্তরিকতা। সুতরাং কুরআন শুধু শেখা নয়; বরং এর বিধান সার্বিক জীবনে বাস্তবায়ন করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। আর মনে রাখতে হবে জাতি, বংশ, সহায়-সম্পদ ও ক্ষমতার মাধ্যমে নয়; বরং প্রকৃত মর্যাদা আসে কুরআনের বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

(১৩) মানুষের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করা :

মর্যাদা মানুষ নিজ চেষ্টায় অর্জন করে না, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন। তবে কিছু গুণাবলী রয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্র নিকট এতই প্রিয় যে, বান্দা এগুলোর মাধ্যমে ধীরে ধীরে সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতার চূড়ায় উপনীত হয়। মানুষের চোখে সে হয়ে ওঠে শ্রদ্ধার পাত্র, সমাজে তার কথার ওযন বাড়ে, অন্তরে প্রশান্তি নামে। এই গুণাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনটি হ'ল- দান-ছাদাক্বা, ক্ষমা-উদারতা ও বিনয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ، إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ، 'দান-ছাদাক্বার মাধ্যমে ধন-সম্পদ কমে যায় না। ক্ষমা-উদারতার মাধ্যমে আল্লাহ (বান্দার) মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তার সম্মান বাড়িয়ে দেন'।[১৩] নবী-রাসূল ও সালাফে ছালেহীন ছিলেন ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীক। বিশেষ করে ইউসুফ (আঃ) ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনে আমরা এর অসংখ্য নযীর দেখতে পাই।

সুতরাং ক্ষমা করা কোন অপমান নয়, বরং তা আত্মমর্যাদার স্বীকৃতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ক্ষমাশীল হয়, আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত করেন। সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতা হয় সুদৃঢ়। সম্মান ও মর্যাদার বটবৃক্ষ তার জীবনকে সর্বদা ছায়া দিয়ে রাখে।

(১৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা :

আকাশবাসী ও যমীনবাসীর কাছে নিজের মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করার একটি বড় মাধ্যম হ'ল দরূদ। যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি বেশী বেশী দরূদ পাঠ করে, প্রতি দরূদে আল্লাহ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেল, مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، 'যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার প্রতি দশবার রহমত নাযিল করবেন। তার দশটি গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, আর তার জন্য দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হবে'।[১৪]

অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, ورفعت له عشر درجات في الدنيا بتوفيق الطاعات وفي القيامة بتثقيل الحسنات، وفي الجنة بزيادة الكرامات 'তার মর্যাদা দশ ধাপ বাড়িয়ে দেওয়া হবে- দুনিয়াতে আল্লাহ্র আনুগত্যের তাওফীক্ব দিয়ে; ক্বিয়ামতের দিন নেক আমলের পাল্লা ভারী করে দিয়ে এবং জান্নাতে তাকে বাড়তি সম্মান ও অনুগ্রহ প্রদান করে'।[১৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা শুধু একটি ইবাদতই নয়; বরং এটি দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান অর্জনের এক মহামূল্যবান সোপান।

(১৫) কল্যাণকর ও উত্তম কথা বলা :

উত্তম কথা বলা ইবাদত। এটি বান্দার মর্যাদা বাড়ায় এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের পথ সহজ করে দেয়। আবূ হুরায়রাহ বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ، لاَ يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، لاَ يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، 'নিশ্চয়ই বান্দা কোন কোন সময় আল্লাহ্র সন্তুষ্টিমূলক এমন কথা বলে ফেলে, যে কথা সম্পর্কে তার চেতনা নেই। অথচ এ কথার দ্বারা আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আবার বান্দা কখনও কখনও আল্লাহ্র অসন্তুষ্টিমূলক এমন কথা বলে ফেলে, যার পরিণতি সম্পর্কে তার ধারণা নেই। অথচ সে কথার কারণে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে'।[১৬] অত্র হাদীছটি মুমিনের জন্য সতর্ককারী। মানুষের মুখ থেকে বেরিয়ে যাওয়া কথা যদি তা আল্লাহ্র সন্তুষ্টিমূলক হয়- তবে তা তাকে এমন উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দিতে পারে, যা সে নিজেও কল্পনা করেনি। অন্যদিকে অসতর্কভাবে উচ্চারিত একটি ক্ষতিকর বাক্য আল্লাহ্র

১২. *মুসনাদে আবী ইয়া'লা মাওছীলী হা/২১১, সনদ ছহীহ; ইবনু জারীর তাবারী, তাহযীবুল আছার হা/১১১০।*
১৩. *মুসলিম হা/২৫৮৮; তিরমিযী হা/২০২৯; মিশকাত হা/১৮৮৯।*
১৪. *নাসাঈ হা/১২৯৭; মিশকাত হা/৯২২, সনদ ছহীহ।*
১৫. *মির'আতুল মাফাতীহ ৩/২৬০।*
১৬. *বুখারী হা/৬৪৭৮; মিশকাত হা/৪৮১৩।*

ক্রোধের কারণ হয়ে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিতে পারে, যদিও তা বান্দার দৃষ্টিতে তুচ্ছ ছিল। মহান আল্লাহ আমাদের জিহ্বাকে উত্তম ও কল্যাণকর কথায় অভ্যস্ত করুন।

(১৬) ইসলামের ছায়াতলে চুল-দাড়ি পাকা :

মুসলিম ব্যক্তির চুল-দাড়ি সাদা হওয়া বা পেকে যাওয়া তার মর্যাদা বেড়ে যাওয়ার লক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ وَرُفِعَ له بها درجة، ‘তোমরা শুভ্র কেশ বা পাকা চুল তুলে ফেল না। কেননা তা ক্বিয়ামতের দিন নূর (জ্যোতি) হবে। ইসলামে যে ব্যক্তির একটি চুল সাদা হবে, সে ব্যক্তির প্রত্যেক সাদা চুলের বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য একটি করে নেকী লিপিবদ্ধ করবেন, একটি করে গোনাহ মুছে দিবেন এবং একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন’।[১৭] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِى سَبِيلِ اللهِ كَانَتْ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ رِجَالاً يَنْتِفُونَ الشَّيْبَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ فَلْيَنْتِفْ نُورَهُ ‘আল্লাহ্র পথে বা মুসলিম অবস্থায় যে ব্যক্তির কিছু চুল সাদা হবে, ক্বিয়ামতের দিন (সেই চুলগুলো) তার জন্য বিশেষ প্রকারের নূর হবে। তখন জনৈক ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! লোকেরাতো সাদা চুল তুলে ফেলে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি পসন্দ করে সে তার নূর বা জ্যোতিকে উপড়ে ফেলুক’।[১৮]

(১৭) আল্লাহ্র যিকির করা :

আকাশবাসী ও যমীনবাসীর কাছে মর্যাদাবান ও সম্মানিত হওয়ার একটি বড় মাধ্যম হ’ল আল্লাহ্র স্মরণ বা যিকর। আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেয় এমন প্রত্যেক বিষয়ই যিকরের অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে অসংখ্য যিকিরের বর্ণনা এসেছে, যা সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে। আব্দুর রহমান ইবনু গানব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী কারীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ফজর ও মাগরিবের ছালাত শেষে জায়গা থেকে উঠার ও পা ঘুরানোর আগে এ দো‘আ দশবার পড়ে, لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ‘উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ-হু ওয়াহদাহূ লা-শারীকা লাহূ লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু বিয়াদিহিল খায়রু, ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু, ওয়াহুয়া ‘আলা- কুল্লি শাইয়্যিন ক্বদীর’। (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই, তাঁর হাতেই যাবতীয় কল্যাণ রয়েছে, তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন, তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।) তাহ’লে প্রতিবারের বিনিময়ে তার জন্য দশটি নেকী লেখা হয়, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয় এবং তার দশটি মর্যাদার স্তরে উন্নীত করা হয়। আর দো‘আ তাকে যাবতীয় অপসন্দনীয় ও বিতাড়িত শয়তান থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। শিরক ছাড়া অন্য কোন গুনাহের কারণে তাকে পাকড়াও করা হবে না। আমলের দিক দিয়ে সে হবে অন্য লোকের চেয়ে উত্তম; তবে সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যে এর চেয়ে আরো উত্তম আমল করবে’।[১৯]

একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে বললেন, أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ؟ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ؟ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذهبِ والوَرِقِ؟ وخيرٍ لكم مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ ‘আমি কি তোমাদেরকে সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে অবহিত করব না? যে আমল তোমাদের মালিকের কাছে অতীব পবিত্র এবং তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারে অধিক কার্যকর। আমলটি তোমাদের জন্য সোনা-রূপা দান করার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। এমনকি এমন যুদ্ধের চেয়েও উত্তম যেখানে তোমরা শত্রুর মুকাবিলা করে তাদের গর্দানে আঘাত হানবে আর তারাও তোমাদের গর্দানে আঘাত হানবে’। ছাহাবায়ে কেরাম উত্তরে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি বলুন! সেই আমলটি কী? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ذِكْرُ اللهِ ‘আল্লাহ্র যিক্র’।[২০]

(১৮) গোপন আমলে অভ্যস্ত হওয়া :

গোপন নেক আমল বান্দার মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এটি কুরআন, হাদীছ এবং সালাফদের বাণীতে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। জুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রাঃ) বলেন, مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَبِيئَةٌ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ، فَلْيَفْعَلْ، ‘কেউ যদি কোন গোপন নেক আমল করতে সক্ষম হয়, তবে সে যেন তা করে’।[২১] কারণ গোপন আমল যতটা একনিষ্ঠ নিয়তে করা যায়, প্রকাশ্যে সেই একনিষ্ঠ নিয়ত ধরে রাখা সহজ হয় না; ক্ষেত্রবিশেষে সম্ভব হয় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ، وَفِعْلُ الْمَعْرُوفِ يَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، ‘গোপন ছাদাক্বাহ প্রতিপালকের রাগকে প্রশমিত করে। আত্মীয়তার সম্পর্ক বয়স বৃদ্ধি করে। আর

---

১৭. ইবনু হিববান হা/২৯৮৫; ছহীহুত তারগীব হা/২০৯৬, সনদ হাসান।
১৮. আহমাদ হা/২৩৯৯৮; ছহীহাহ হা/৩৩৭১, সনদ হাসান।
১৯. আহমাদ হা/১৭৯৯০; মিশকাত হা/৯৭৫, সনদ হাসান লিগায়রিহী।
২০. তিরমিযীহা/৩৩৭৭; মিশকাতহা/২২৬৯, সনদ ছহীহ।
২১. মুসনাদে ইবনিল জা‘দ, পৃ. ১১৩; আবূদাঊদ, আয-যুহদ, পৃঃ ১১৯।

নেকীর কাজ পাপের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করে’।[২২] ছান‘আনী (রহঃ) বলেন, ‘বান্দা যখন গুনাহের মাধ্যমে আল্লাহ্র ক্রোধের শিকার হয়, তখন গোপন দান-ছাদাক্বাহ সেই ক্রোধ প্রশমিত করে দেয়’।[২৩]

গোপন ইবাদত শুধুমাত্র বান্দা ও তার রবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এতে আল্লাহ্র প্রতি বান্দার একনিষ্ঠতা ও সততা প্রকাশ পায় এবং রিয়া বা লৌকিকতা থেকে মুক্ত থাকা যায়। সালাফগণ চাইতেন তাদের নেক আমল তাদের স্ত্রী বা অন্যদের থেকেও গোপন থাকুক। ইবনে দাঊদ আল-খুরাইবী (রহঃ) বলেন, كَانُوا يستحبون أَن يَكُون للرجل خبيئة من عمل صَالِح لا تعلم بِهِ زوجته، ولا غيرها، ‘সালাফগণ প্রত্যেকে পসন্দ করতেন যে, তার এমন কোন গোপন নেক আমল থাকবে যা তার স্ত্রী বা অন্য কেউ জানবে না’।[২৪] যায়েদ ইবনে আসলাম (রহঃ) বলেন, مَنِ اتَّقَى اللهَ حَبَّهُ النَّاسُ وَإِنْ كَرِهُوا، ‘যে আল্লাহকে ভয় করে, মানুষ তাকে অন্তর থেকে ভালোবাসে; যদিও বাহিক্যভাবে তাকে অপসন্দ করে’।[২৫] ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, خَيْرُ الْعَمَلِ أَخْفَاهُ، أَمْنَعُهُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَبْعَدُهُ مِنَ الرِّيَاءِ، ‘সর্বোত্তম আমল হচ্ছে গোপন আমল। এটা শয়তান থেকে সবচেয়ে বেশী নিরাপদে রাখে এবং রিয়া থেকে বেশী দূরে রাখে’।[২৬] সুতরাং বান্দা যখন গোপন আমলে অভ্যস্ত হবে, তখন আল্লাহ তার উপর রাযী-খুশি থাকবেন। ফলে স্বীয় রবের কাছে তার মর্যাদা বাড়বে এবং আকাশবাসী ও যমীনবাসীর কাছেও তার সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

আব্দুর রহমান ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, ما رأيت رجلا ارتفع مثل مالك بن أنس، ليس له كثير صلاة ولا صيام، إلا أن تكون له سريرة، ‘আমি মালেক ইবনে আনাসের মতো এত মর্যাদাবান মানুষ আর কাউকে দেখিনি। তার এত বেশী নফল ছালাত ও ছিয়ামের আমল ছিল না, তবে যা ছিল সবই গোপন ছিল’।[২৭] ইবনুল মুবারক (রহঃ)ও ছিলেন একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। তার যুগে মানুষ খলীফার চেয়েও ইবনুল মুবারককে বেশী সম্মান ও শ্রদ্ধা করতো। তাঁর ছিল দিগন্তজোড়া খ্যাতি ও সুনাম। এটা ছিল ইবনুল মুবারক (রহঃ)-এর পার্থিব পুরস্কার। তিনি ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ, আলেম, মুজতাহিদ, কবি, সাহিত্যিক, দানশীল এবং একজন সাহসী বীর মুজাহিদ। তিনি ছিলেন গোপন আমলের রাজপথে এক নিভৃতচারী। তিনি যুদ্ধের সময় মুখ ঢেকে রেখে যুদ্ধ করতেন, যেন কেউ তাকে চিনতে না পারে। তিনি ঋণগ্রস্তের ঋণ পরিশোধ করে দিতেন, অথচ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি সেটা বুঝতে পারত না। তিনি ছিলেন নির্জনে পরিশ্রমী তাহাজ্জুদগুযার। তার ব্যাপারে আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন, ما رفع الله ابن المبارك إلا بخبيئة كانت له، ‘গোপন নেক আমলের কারণেই আল্লাহ ইবনুল মুবারককে এতোটা মর্যাদামণ্ডিত করেছেন’।[২৮]

তাছাড়া গোপন ইবাদতের আরেকটি দিক হ’ল গোপন পাপ থেকে নিজেকে বিরত রাখা। সুযোগ থাকার পরেও যারা পোপন পাপ থেকে নিজেদের বিরত রাখতে পারেন, তারাও আল্লাহ্র কাছে পোপন আমলকারী হিসাবে গণ্য হবেন ইনশাআল্লাহ।

উপসংহার :

ধন-সম্পদ, পদ-পদবী, দামী গাড়ি-বাড়ি ও পোষাক-পরিচ্ছদ বা বস্তুগত কোন বিষয়ের মাধ্যমে প্রকৃত সম্মান অর্জন করা যায় না; সত্যিকারের মর্যাদা পাওয়া যায় কেবল আল্লাহ্র দাসত্বের মাধ্যমে। যারা নিজেদের জীবনকে আল্লাহ্র রাহে নিবেদিত করে, দুনিয়া ও আখিরাতের সম্মান-মর্যাদা তাদের পদচুম্বন করে। তাদের জন্য মানুষের হৃদয়ে রচিত হয় ভালবাসার বুনিয়াদ। মহান আল্লাহ আমাদেরকে আলোচিত উপায়গুলো অবলম্বন করে দুনিয়ায় সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার তাওফীক্ব দান করুন এবং পরকালেও মর্যাদার সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহনের তাওফীক্ব নছীব করুন- আমীন!

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া
এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজিঃ নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়

- **Normal Delivery** (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (Ligation) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
মেডিপ্যাথ ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স
শুভেচ্ছা ভিউ (জমজম হাসপাতালের পার্শ্বে), কাজীহাটা, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭৪৩৩৩ মোবাইল : ০১৭১২-৬৮৫২৯৭
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

---

২২. *বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান হা/৩১৬৮; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৭৬০, সনদ ছহীহ। রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)।*
২৩. *ছান‘আনী, আত-তানবীর শারহু জামি‘ইছ ছাগীর ৬/৫৮০।*
২৪. *হাফেয জামালুদ্দীন মিয্যী, তাহযীবুল কামাল, ১৪/৪৬৪; সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা ৯/৩৪৯।*
২৫. *আবূ নু‘আইম আস্ফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ৩/২২২।*
২৬. *বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান, ৯/১৯৩।*
২৭. *আবূ নু‘আইম আস্ফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া, ৬/৩২০।*

মাসায়েলে কুরবানী

-আত-তাহরীক ডেস্ক

২য় হিজরী সনে ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা বিধিবদ্ধ হয়। ঈদুল আযহার দিন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শারঈ তরীকায় যে পশু যবহ করা হয়, তাকে 'কুরবানী' বলা হয়। সকালের রক্তিম সূর্য উপরে ওঠার সময়ে 'কুরবানী' করা হয় বিধায় এই দিনটিকে 'ইয়াওমুল আযহা' বলা হয়ে থাকে। এ সংক্রান্ত মাসায়েল সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

১. যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকের ফযীলত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকের নেক আমলের চেয়ে প্রিয়তর কোন আমল আল্লাহ্র কাছে নেই। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়? তিনি বললেন, জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তি, যে তার নিজের জান ও মাল নিয়ে বেরিয়েছে, আর ফিরে আসেনি অর্থাৎ আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হয়ে গেছে'।[১]

২. চুল-নখ না কাটা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী দেওয়ার এরাদা রাখে, তারা যেন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হ'তে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা হ'তে বিরত থাকে'।[২] (খ) কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তিগণ কুরবানীর খালেছ নিয়তে এটা করলে 'আল্লাহ্র নিকটে তা পূর্ণাঙ্গ কুরবানী' হিসাবে গৃহীত হবে।[৩]

৩. আরাফার দিনের ছিয়াম : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আরাফার দিনের ছিয়াম (যারা আরাফাতের বাইরে থাকেন তাদের জন্য) আমি আল্লাহ্র নিকট আশা করি যে, তা বিগত এক বছরের ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহের কাফফারা হবে'।[৪]

৪. ঈদায়নের তাকবীর ধ্বনি : এটি 'ঈদের নিদর্শন' *(আল-মুগনী ২/২৫৬)*। ৯ই যিলহজ্জ ফজর থেকে ১৩ই যিলহজ্জ আইয়ামে তাশরীক্ব-এর শেষ দিন আছর পর্যন্ত ২৩ ওয়াক্ত ছালাত শেষে দুই বা তিন বার করে ও অন্যান্য সময়ে উচ্চকণ্ঠে তাকবীর ধ্বনি করা সুন্নাত *(নায়েল ৪/২৭৮)*। ঈদুল ফিৎরের দিন সকালে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়া থেকে খুৎবা শুরুর আগ পর্যন্ত তাকবীর ধ্বনি করবে। ইমাম তাকবীর দিলে তারাও তাকবীর দিবে *(ইরওয়া হা/৬৪৯-৫৪, ৩/১২১-২৫)*।

৫. তাকবীরের শব্দাবলী : ইমাম মালেক ও আহমাদ (রহঃ) বলেন, তাকবীরের শব্দ ও সংখ্যার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। হযরত ওমর, আলী, ইবনু মাসঊদ, ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ তাকবীর দিতেন 'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু; ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হাম্দ'।[৫] এছাড়া 'আল্লা-হু আকবার কাবীরা, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি কাছীরা, ওয়া সুবহানাল্লা-হি বুকরাতাঁও ওয়া আছীলা'। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এটাকে 'সুন্দর' বলেছেন।[৬]

৬. ঈদায়নের সময়কাল : ঈদুল আযহায় সূর্য এক 'নেযা' পরিমাণ ও ঈদুল ফিৎরে দুই 'নেযা' পরিমাণ অর্থাৎ সাড়ে ছয় হাত উপরে *(মির'আত ৫/৬২)* উঠার পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের ছালাত আদায় করতেন। অতএব ঈদুল আযহার ছালাত সূর্যোদয়ের পরপরই যথাসম্ভব দ্রুত শুরু করা উচিত।

৭. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎরের দিন সকালে বেজোড় সংখ্যক খেজুর বা অন্য কিছু না খেয়ে ঈদগাহে বের হ'তেন না এবং ঈদুল আযহার দিন ছালাত শেষে ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছুই খেতেন না।[৭] তিনি স্বীয় কুরবানীর গোশত দ্বারা ইফতার করতেন *(আহমাদ হা/২৩০৩৪)*। বায়হাক্বীর বর্ণনায় নির্দিষ্টভাবে 'কলিজা'র কথা এসেছে, তবে তা যঈফ।[৮]

৮. মহিলাদের ঈদের ছালাত : (ক) ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। উম্মে 'আত্বিইয়া (রাঃ) বলেন, 'আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হ'ল, যেন আমরা ঋতুবতী ও পর্দানশীন মহিলাদেরকে দুই ঈদের দিন বের করে নিয়ে যাই। যেন তারা মুসলমানদের জামা'আতে ও দো'আয় শরীক হ'তে পারে। তবে ঋতুবতী মহিলারা একদিকে সরে বসবেন। জনৈকা মহিলা বললেন, আমাদের অনেকের বড় চাদর নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তার সাথী তাকে নিজের চাদর দ্বারা আবৃত করে নিয়ে যাবে'।[৯] সেখানে ঋতুবতীরা ছালাত ব্যতীত সবকিছুতে শরীক হবেন। **(খ)** পুরুষদের জামা'আতে শরীক হওয়া অসম্ভব বিবেচিত হ'লে মহিলাগণ ঘরে একাকী বা নিজেদের ইমামতিতে জামা'আত সহকারে ঈদের ছালাত আদায় করায় কোন বাধা নেই। বরং তারা এতে অধিক ছওয়াবের অধিকারী হবেন।[১০]

৯. সম্মিলিত দো'আ নয় : মিশকাতের আরবী ভাষ্যকার ছাহেবে মির'আত বলেন, হাদীছের শেষে বর্ণিত 'ওয়া দা'ওয়াতাল মুসলিমীন' অর্থাৎ মুসলমানদের দো'আয় শরীক হওয়া কথাটি 'আম। এর দ্বারা ইমামের খুৎবা, যিকর ও নছীহত শ্রবণে শরীক হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাত শেষে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করার পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন প্রমাণ নেই।[১১]

১০. ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর : প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পড়ার পর ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে উঠে ছালাতের তাকবীর শেষে

১. বুখারী হা/৯৬৯; মিশকাত হা/১৪৬০।
২. মুসলিম হা/১৯৭৭; মিশকাত হা/১৪৫৯।
৩. আহমাদ হা/৬৫৭৫; আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৭৯; মির'আত হা/১৪৯৩, ৫/১১৭ পৃ.।
৪. মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ।
৫. ইরওয়া ৩/১২৫; মির'আত ৫/৭০।
৬. যা-দুল মা'আদ ২/৩৬০-৬১ পৃ.।
৭. বুখারী হা/৯৫৩; মিশকাত হা/১৪৩৩; তিরমিযী হা/৫৪২; ইবনু মাজাহ হা/১৭৫৬; মিশকাত হা/১৪৪০।
৮. বায়হাক্বী ৩/২৮৩; সুবুলুস সালাম হা/৪৫৪-এর আলোচনা।
৯. বুখারী হা/৯৮১; মুসলিম হা/৮৯০; মিশকাত হা/১৪৩১।
১০. বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ক্রমিক ১৯৯, ৩০/২৭৭ পৃ.।
১১. বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৪৩১; মির'আত হা/১৪৪৫-এর আলোচনা, ৫/৩১ পৃ.।

ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বারো তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। প্রচলিত নিয়মে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই।

চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ও মুজতাহিদ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন।[১২]

ছয় তাকবীরের অবস্থা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'ছয় তাকবীরে' ঈদের ছালাত আদায় করেছেন- মর্মে ছহীহ বা যঈফ কোন স্পষ্ট মরফূ হাদীছ নেই। 'জানাযার তাকবীরের ন্যায় চার তাকবীর' বলে মিশকাতে।[১৩] এবং ৫+৪ 'নয় তাকবীর' বলে মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাকে *(হা/৫৬৮৫, ৫৬৮৯)* ও মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাতে *(হা/৫৭৪৬-৪৭)* ইবনু আব্বাস, মুগীরা বিন শো'বাহ ও ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে যে আছারগুলি এসেছে সবই যঈফ।[১৪] এ বিষয়ে ইমাম বায়হাক্বী বলেন, 'এটি আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-এর 'ব্যক্তিগত রায়' মাত্র। অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত মরফূ হাদীছ, যার উপরে মুসলমানদের আমল জারী আছে (অর্থাৎ বারো তাকবীর) তার উপরে আমল করাই উত্তম'।[১৫]

ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ) বলেন, 'জানাযার চার তাকবীরের ন্যায়' মর্মের বর্ণনাটি যদি 'ছহীহ' বলে ধরে নেওয়া হয়[১৬], তথাপি এর মধ্যে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ সেখানে ১ম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে চার ও ২য় রাক'আতে ক্বিরাআতের পরে চার তাকবীর দিতে হবে বলে কোন কথা নেই। বরং এটাই স্পষ্ট যে, দুই রাক'আতেই জানাযার ছালাতের ন্যায় চারটি করে (আটটি অতিরিক্ত) তাকবীর দিতে হবে'।[১৭]

১১. ঈদায়নের ছালাত আদায়ের পদ্ধতি : ওযূ সহ ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবর' বলে তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে বাম হাতের উপরে ডান হাত বুকের উপরে বাঁধবে। অতঃপর 'ছানা' পড়বে। অতঃপর 'আল্লাহু আকবর' বলে ধীর-স্থিরভাবে দুই তাকবীরের মাঝে স্বল্প বিরতিসহ পরপর সাতটি তাকবীর দিবে। প্রতি তাকবীরে হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে, অতঃপর পূর্বের ন্যায় বুকে বাঁধবে। তাকবীর শেষ হ'লে প্রথম রাক'আতে আ'ঊযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পূর্ণভাবে পড়ে ইমাম হ'লে সরবে সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে। মুক্তাদী হ'লে নীরবে কেবল সূরা ফাতেহা ইমামের পিছে পিছে পড়বে ও ইমামের ক্বিরাআত শুনবে। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে পূর্বের নিয়মে ধীর-স্থিরভাবে দুই তাকবীরের মাঝে স্বল্প বিরতিসহ পরপর পাঁচটি তাকবীর দিবে। তারপর 'বিসমিল্লাহ' পাঠ অন্তে সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে।

ঈদায়নের ছালাতে ১ম ও ২য় রাক'আতে যথাক্রমে সূরা আ'লা ও গাশিয়াহ অথবা সূরা ক্বাফ ও ক্বামার পড়া সুন্নাত। ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়। এর আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আযান বা এক্বামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উচ্চকণ্ঠে তাকবীর এবং পৌঁছার পরেও তাকবীর ধ্বনি ব্যতীত কাউকে জলদি আসার জন্য আহ্বান করাও ঠিক নয়।

১২. একটি খুৎবাই সুন্নাত : ছহীহ হাদীছ সমূহের বর্ণনা মতে ঈদায়নের খুৎবা মাত্র একটি।[১৮] মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে ইবনু মাজাহ *(হা/১২৮৯)* ও বাযযারে *(হা/১১১৬)* কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ এসেছে, যা ছহীহ হাদীছ সমূহের বিপরীতে গ্রহণযোগ্য নয়। ছাহেবে সুবুলুস সালাম ও ছাহেবে মির'আত বলেন, 'প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি মূলতঃ জুম'আর দুই খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করেই চালু হয়েছে। এটি রাসূল (ছাঃ)-এর 'আমল' দ্বারা এবং কোন নির্ভরযোগ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়'।[১৯]

ছালাতের পর খুৎবা শোনা সুন্নাত। যারা কারণ ছাড়াই খুৎবা না শুনে চলে যান, তারা খুৎবা শোনার ছওয়াব ও বরকত থেকে মাহরূম হন।

১৩. কুরবানী করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ : এটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানা হ'তে অদ্যাবধি মুসলিম উম্মাহর মধ্যে 'সুন্নাতে ইব্রাহীমী' হিসাবে প্রচলিত।[২০] এটি ইসলামের অন্যতম 'মহান নিদর্শন' *(মির'আত ৫/৭৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে প্রতি বছর কুরবানী করেছেন এবং ছাহাবীগণও নিয়মিতভাবে কুরবানী করেছেন *(মির'আত ৫/৭১, ৭৩ পৃ.)*। তিনি বলেন, 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়'।[২১] এটি সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। এটি ওয়াজিব নয় যে, যেকোন মূল্যে প্রত্যেককে কুরবানী করতেই হবে। লোকেরা যাতে এটাকে ওয়াজিব মনে না করে, সেজন্য সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হযরত আবুবকর ছিদ্দীক, ওমর ফারূক, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, বেলাল, আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ কখনো কখনো কুরবানী করতেন না।[২২]

১৪. কুরবানীর সময়কাল : ঈদুল আযহার ছালাত ও খুৎবা শেষ হওয়ার পূর্বে কুরবানী করা নিষিদ্ধ। করলে তাকে তদস্থলে আরেকটি কুরবানী দিতে হবে।[২৩] অতঃপর ১১,

---

১২. মির'আত শরহ মিশকাত হা/১৪৫৫-এর আলোচনা, ৫/৪৬, ৫১, ৫২ পৃ.।
১৩. আবুদাঊদ হা/১১৫৩; মিশকাত হা/১৪৪৩, এবং ঐ তাখরীজ-আলবানী, হেদায়াতুর রুওয়াত হা/১৩৮৮, ২/১২১ পৃ., হাদীছ যঈফ।
১৪. তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী 'ঈদায়নের তাকবীর' অনুচ্ছেদ হা/৫৩৪-এর আলোচনা, ৩/৮০-৮৮ পৃ.।
১৫. বায়হাক্বী ৩/২৯১; মির'আত ৫/৫১।
১৬. আবু দাঊদ হা/১১৫৩; মিশকাত হা/১৪৪৩; ছহীহাহ হা/২৯৯৭।
১৭. ইবনু হায্ম, মুহাল্লা মাসআলা ক্রমিক : ৫৪৩, ৫/৮৪-৮৫ পৃ.।
১৮. বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৪২৬, ১৪২৯।
১৯. সুবুলুস সালাম ১/১৪০; মির'আত ৫/২৭।
২০. ইবনু মাজাহ হা/৩১২৭; মিশকাত হা/১৪৭৬।
২১. ইবনু মাজাহ হা/৩১২৩।
২২. মির'আত ৫/৭১-৭৩ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদের আলোচনা দ্র.।
২৩. বুখারী হা/৫৫৬২; মুসলিম হা/১৯৬০; মিশকাত হা/১৪৭২।

১২, ১৩ই যিলহজ্জ আইয়ামে তাশরীক্বের তিনদিনে রাত-দিন যেকোন সময় কুরবানী করা যাবে *(মির'আত ৫/১০৬ পৃ.)*।

১৫. কুরবানীর পশু : এটা তিন প্রকার- ছাগল, গরু ও উট। দুম্বা ও ভেড়া ছাগলের মধ্যে গণ্য। প্রত্যেকটির নর ও মাদি।[২৪] এগুলির বাইরে অন্য কোন পশু দিয়ে কুরবানী করার কোন প্রমাণ নেই। কুরবানীর পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁৎ হ'তে হবে। চার ধরনের পশু কুরবানী করা নাজায়েয। স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী ও জীর্ণশীর্ণ এবং অর্ধেক কান কাটা বা ছিদ্র করা ও অর্ধেক শিং ভাঙ্গা।[২৫] তবে নিখুঁৎ পশু ক্রয়ের পর যদি নতুন করে খুঁৎ হয় বা পুরানো কোন দোষ বেরিয়ে আসে, তাহ'লে ঐ পশু দ্বারাই কুরবানী বৈধ হবে' *(মির'আত ৫/৯৯)*। উল্লেখ্য যে, খাসি করা কোন খুঁৎ নয়। বরং এতে পাঁঠা ছাগলের দুর্গন্ধ দূর হয় এবং গোশত রুচিকর হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে দু'টি মোটাতাজা খাসি দিয়ে কুরবানী করেছেন।[২৬]

১৬. 'মুসিন্নাহ' পশু দ্বারা কুরবানী : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবহ করো না। তবে কষ্টকর হ'লে এক বছর পূর্ণকারী ভেড়া (দুম্বা বা ছাগল) কুরবানী করতে পার'।[২৭] জমহূর বিদ্বানগণ অন্যান্য হাদীছের আলোকে এই হাদীছে নির্দেশিত 'মুসিন্নাহ' পশুকে কুরবানীর জন্য 'উত্তম' বলেছেন *(মির'আত ৫/৮০ পৃ.)*। 'মুসিন্নাহ' পশু ষষ্ঠ বছরে পদার্পণকারী উট এবং তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু বা দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী ছাগল-ভেড়া-দুম্বাকে বলা হয় *(মির'আত ৫/৭৮-৭৯ পৃ.)*। কেননা এই বয়সে সাধারণতঃ এই সব পশুর দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত উঠে থাকে। তবে অনেক পশুর বয়স বেশী ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সঠিক সময়ে দাঁত ওঠে না। এসব পশু দ্বারা কুরবানী করা ইনশাআল্লাহ কোন দোষের হবে না।

১৭. নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি পশু যথেষ্ট : (ক) মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি শিংওয়ালা সুন্দর সাদা-কালো দুম্বা আনতে বললেন, ... অতঃপর নিম্নোক্ত দো'আ পড়লেন, -'আল্লাহর নামে (কুরবানী করছি), হে আল্লাহ! তুমি এটি কবুল কর মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে, তার পরিবারের পক্ষ হ'তে ও তার উম্মতের পক্ষ হ'তে'। এরপর উক্ত দুম্বা দ্বারা কুরবানী করলেন'।[২৮] আলবানী বলেন, 'এর অর্থ কুরবানীর ছওয়াবে উম্মতকে শরীক করা। কেননা সকল বিদ্বানের ঐক্যমতে একটি ছাগল একটি পরিবারের বেশী অন্যদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট নয়'।[২৯] **(খ)** আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় কুরবানীর রীতি কি ছিল? জওয়াবে তিনি বলেন, ছাহাবীগণ নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি বকরী কুরবানী দিতেন। অতঃপর নিজেরা খেতেন ও অন্যদের খাওয়াতেন। এমনকি লোকেরা বড়াই করত। সেই রীতি চলছে যেমন তুমি দেখছ।[৩০] **(গ)** ধনাঢ্য ছাহাবী আবু সারীহা (রাঃ) বলেন, সুন্নাত জানার পর লোকেরা পরিবারপিছু একটি বা দু'টি করে বকরী কুরবানী দিত। অথচ এখন প্রতিবেশীরা আমাদের কৃপণ বলছে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৮)*। **(ঘ)** বিদায় হজ্জে আরাফার দিন সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রত্যেক পরিবারের উপর প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও আতীরাহ'। আবুদাঊদ (রহঃ) বলেন, রজব মাসের 'আতীরাহ' প্রদানের হুকুম পরে রহিত করা হয়।[৩১] আর 'কুরবানী' অর্থ আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ঈদুল আযহার দিন যে পশু যবহ করা হয়।[৩২] অতএব একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য সংখ্যা যত বেশীই হৌক না কেন, সকলের পক্ষ থেকে একটি পশুই যথেষ্ট। এক পিতার সন্তান হ'লেও পৃথকান্ন হ'লে তারা পৃথক পরিবার হিসাবে গণ্য হবেন। তবে তারা পৃথক কুরবানীর জন্য পিতাকে অর্থ সাহায্য করতে পারেন।

১৮. কুরবানীতে শরীক হওয়া : (ক) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হ'ল। তখন আমরা সাত জনে একটি গরু ও দশ জনে একটি উটে শরীক হ'লাম।[৩৩] **(খ)** হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা (৬ষ্ঠ হিজরীতে) হোদায়বিয়ার সফরে প্রতি সাত জনে একটি উট ও গরু কুরবানী করি'।[৩৪] **(গ)** তিনি বলেন, 'আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে হজ্জের সফরে ছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে একটি গরু ও উটে সাতজন করে শরীক হওয়ার নির্দেশ দেন'।[৩৫]

উপরোক্ত হাদীছ সমূহে বুঝা যায় যে, সফরে সাতজনে মিলে একটি উট বা গরু কুরবানী করা যায়। যাতে এইসব বড় পশু যবহ ও কুটাবাছা এবং গোশত বিতরণ সহজ হয়। এটি উম্মতের জন্য রহমত স্বরূপ। সেকারণ লায়েছ বিন সা'দ (রহঃ) উট বা গরুতে শরীকানা কুরবানীর বিষয়টি সফরের সাথে 'খাছ' বলেছেন।[৩৬] যদিও জমহূর ওলামায়ে কেরাম হজ্জের সময় উট বা গরুতে শরীকানা কুরবানীর উপর ক্বিয়াস করে বাড়ীতে ও সফরে সর্বাবস্থায় শরীকানা কুরবানী জায়েয বলেছেন। কিন্তু ইমাম মালেক (রহঃ) একে নাজায়েয বলেছেন *(মির'আত ৫/৮৫)*। কেননা জাবের (রাঃ) বর্ণিত 'একটি গরু বা উট সাত জনের পক্ষ হ'তে'।[৩৭] হাদীছটি মুৎলাক্ব। যেখানে বাড়ীতে বা সফরে বলে কোন ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু একই রাবীর বর্ণিত আবুদাঊদ ২৮০৭ ও ২৮০৯ নম্বর

---

২৪. আন'আম ৬/১৪৩-৪৪; হজ্জ ২২/৩৪।
২৫. তিরমিযী হা/১৪৯৭ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৬৫।
২৬. ইবনু মাজাহ হা/৩১২২; ইরওয়া হা/১১৩৮, ৪/৩৫১ পৃ.; মিশকাত হা/১৪৬১; মির'আত হা/১৪৭৬, ৫/৯১-৯২ পৃ.।
২৭. মুসলিম হা/১৯৬৩; মিশকাত হা/১৪৫৫।
২৮. মুসলিম হা/১৯৬৭; মিশকাত হা/১৪৫৪; মির'আত ১/৭৬।
২৯. মিশকাত হা/১৪৫৪-এর টীকা।
৩০. তিরমিযী হা/১৫০৫; ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৭; ইরওয়া হা/১১৪২, ৪/৩৫৫ পৃ.।
৩১. তিরমিযী হা/১৫১৮; আবুদাঊদ হা/২৭৮৮ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৭৮; মির'আত ৫/১১৪-১৫।
৩২. মির'আত ৫/৭১; হজ্জ ২২/৩৪।
৩৩. তিরমিযী হা/৯০৫; নাসাঈ হা/৪৩৯২ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৬৯; মির'আত হা/১৪৮৪, ৫/১০১-২ পৃ.।
৩৪. মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫০)।
৩৫. মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫১)।
৩৬. মুহাল্লা, মাসআলা ক্রমিক : ৯৮৪, ৬/৪৫।
৩৭. আবুদাঊদ হা/২৮০৮; মিশকাত হা/১৪৫৮।

হাদীছে এটি হজ্জ ও হোদায়বিয়ার সফরের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে ব্যাখ্যা এসেছে। অতএব দলীলের ক্ষেত্রে একই রাবীর বর্ণিত ব্যাখ্যাশূন্য হাদীছের স্থলে ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীছ গ্রহণ করাই মুহাদ্দিছগণের সর্ববাদী সম্মত রীতি।

অনেকে ৭-এর বদলে ৩, ৫, ১০ ভাগে কুরবানী করেন, যা প্রমাণহীন। অনেকে পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল দেন, আবার একটি গরুর ভাগা নেন। অনেকে বকরী বা খাসী না দিয়ে বড় গরুতে ভাগী হন, মূলতঃ গোশত বেশী পাবার জন্য। 'নিয়ত' যখন গোশত খাওয়া, তখন কুরবানীর নেকী তিনি কিভাবে পাবেন? অথচ প্রতি বছর ঈদুল আযহাতে একটি পশু কুরবানী করাই হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর সাধারণ নির্দেশনা।[৩৮] অতএব মুক্বীম অবস্থায় প্রতি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশু কুরবানী করাই সুন্নাত সম্মত।

১৯. কুরবানীর সাথে আক্বীক্বা : 'দু'টিরই উদ্দেশ্য আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করা' এই (ইসতিহসানের) যুক্তি দেখিয়ে কোন কোন হানাফী বিদ্বান কুরবানীর গরু বা উটে এক বা একাধিক সন্তানের আক্বীক্বা সিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন (যা এদেশে অনেকের মধ্যে চালু আছে)।[৩৯] হানাফী মাযহাবের স্তম্ভ বলে খ্যাত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এই মতের বিরোধিতা করেন। ইমাম শাওকানী (রহঃ) এর ঘোর প্রতিবাদ করে বলেন, এটি শরী'আত, এখানে সুনির্দিষ্ট দলীল ব্যতীত কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব নয়।[৪০]

২০. কুরবানী করার পদ্ধতি : (ক) উট দাঁড়ানো অবস্থায় এর 'হলকূম' বা কণ্ঠনালীর গোড়ায় কুরবানীর নিয়তে 'বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লাহু আকবার' বলে তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করে 'নহর' করতে হয় এবং গরু বা ছাগলের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলে 'যবহ' করতে হয়। তবে বাম কাতে ফেলতে ভুলে গেলে দোষের কিছু হবে না *(মির'আত ৫/৭৫)*। কুরবানী দাতা ধারালো ছুরি নিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দো'আ পড়ে নিজ হাতে খুব জলদি যবহের কাজ সমাধা করবেন, যেন পশুর কষ্ট কম হয়। অন্যের দ্বারাও যবহ করানো জায়েয আছে। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি নিজ হাতে করা অথবা যবহের সময় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা উত্তম *(মির'আত ৫/৭৪)*।

২১. যবহকালীন দো'আ : (১) বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার (অর্থ: আল্লাহ্র নামে কুরবানী করছি, আল্লাহ সবার চাইতে বড়) **(২)** বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী (আল্লাহ্র নামে, হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। এখানে কুরবানী অন্যের হ'লে তার নাম মুখে বলবেন অথবা মনে মনে নিয়ত করে বলবেন, 'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন ফুলান ওয়া মিন আহলে বায়তিহী' (...অমুকের ও তার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। (৩) যদি দো'আ ভুলে যান বা ভুল হবার ভয় থাকে, তবে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলে মনে মনে কুরবানীর নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে *(মির'আত ৫/৭৬)*।

৩৮. আবুদাঊদ হা/২৭৮৮ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৭৮; মির'আত হা/১৪৯২, ৫/১১৮ পৃ.।
৩৯. হেদায়া ৪/৪৩৩; বেহেশ্তী জেওর 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ১/৩০০ পৃ.।
৪০. নায়লুল আওত্বার, 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ৬/২৬৮ পৃ.।

২২. গোশত বণ্টন : কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজ পরিবারের জন্য, এক ভাগ প্রতিবেশী যারা কুরবানী করতে পারেননি তাদের জন্য ও এক ভাগ সায়েল ফক্বীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবে। প্রয়োজনে উক্ত বণ্টনে কমবেশী করায় কোন দোষ নেই *(মির'আত ৫/১২০)*। কুরবানীর গোশত যত দিন খুশী রেখে খাওয়া যায়।[৪১] অমুসলিম দরিদ্র প্রতিবেশীকেও দেওয়া যায়।[৪২]

২৩. মৃত ব্যক্তির জন্য পৃথকভাবে কুরবানী দেওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই। যদি কেউ সেটা করেন, তবে বিখ্যাত তাবেঈ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, তাকে সবটুকুই ছাদাক্বা করে দিতে হবে *(মির'আত ৫/৯৩ পৃ.)*।

২৪. কুরবানীর গোশত ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।[৪৩] তবে তার চামড়া বিক্রি করে শরী'আত নির্দেশিত ছাদাক্বার খাত সমূহে দান করবে।[৪৪] অনেকে কুরবানীর গোশত ফ্রিজে জমা করে পরবর্তীতে সাধারণ গোশত হিসাবে বিক্রি করেন। এগুলি প্রতারণা মাত্র। বরং তা ছওয়াবের আশায় অন্যদের মধ্যে ছাদাক্বা বা হাদিয়া হিসাবে বিতরণ করে দিতে হবে। অথবা নিজে রেখে যতদিন খুশী খাবে। তবে এলাকায় অভাব থাকলে তিনদিন পর সবটুকু বিতরণ করে দিবে।[৪৫]

অতএব সরকার, সংস্থা বা সামর্থ্যবানদের উচিত বন্যাদুর্গত বা দুর্ভিক্ষ এলাকায় বেশী বেশী কুরবানী বিতরণ করা। যাতে তারা কুরবানীর আনন্দে শরীক হ'তে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের সময় ১০০ উট কুরবানী করে বিতরণ করেছিলেন।[৪৬] এছাড়া অন্য সময় তিনি ছাহাবীদের মধ্যে কুরবানীর পশু বণ্টন করতেন।[৪৭]

২৫. কুরবানীর পশু যবহ করা কিংবা কুটা-বাছা বাবদ কুরবানীর গোশত বা চামড়ার পয়সা হ'তে কোনরূপ মজুরী দেওয়া যাবে না। ছাহাবীগণ নিজ নিজ পকেট থেকে এই মজুরী দিতেন।[৪৮] অবশ্য ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হ'লে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কিছু দেওয়ায় দোষ নেই।[৪৯]

২৬. কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করা নাজায়েয। কেননা আল্লাহ্র রাহে রক্ত প্রবাহিত করাই এখানে মূল ইবাদত। এটা না করলে তিনি ইসলামের একটি 'মহান নিদর্শন' পরিত্যাগের প্রতি ধাবিত হবেন *(মির'আত ৫/৭৩)*। যদি কেউ কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করতে চান, তবে তিনি মুহাম্মাদী শরী'আতের প্রকাশ্য বিরোধিতা করবেন।

[বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 'মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' বই, প্রকাশকাল : ১৪৪৪ হি./২০২৩ খৃ.]।

৪১. তিরমিযী হা/১৫১০; আহমাদ হা/২৬৪৫৮।
৪২. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২৮।
৪৩. আহমাদ হা/১৬২৫৫-৫৬; মির'আত ৫/১২১।
৪৪. মির'আত ৫/১২১; তওবা ৯/৬০।
৪৫. বুখারী হা/৫৫৬৯; মুসলিম হা/১৯৭৪; মিশকাত হা/২৬৪৪।
৪৬. মুসলিম হা/১২১৮ (১৪৭); মিশকাত হা/২৫৫৫।
৪৭. বুখারী হা/২৫০০; মুসলিম হা/১৯৬৫; মিশকাত হা/১৪৫৬; মির'আত ৫/৮২।
৪৮. মুসলিম হা/১৩১৭; বুখারী হা/১৭১৭; মিশকাত হা/২৬৩৮।
৪৯. বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২৬৩৮; মির'আত হা/২৬৬২-এর আলোচনা, ৯/২৩০ পৃ.।

ছালাহুদ্দীন ও আল-কুদস : ইতিহাসের পাদপীঠে ভবিষ্যৎ ভাবনা

*-সারওয়ার মিছবাহ**

কুদস বিজয়ের এক হাযার বছর পরে আমি যখন কুদস ও ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীকে নিয়ে লিখতে বসেছি তখন কুদস আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীর জীবনীর ওপর এই এক হাযার বছরে কয়েক হাযার ইতিহাস রচিত হয়েছে। তারা সকলেই তার বীরগাঁথা স্মরণ করেছেন বিনম্র শ্রদ্ধাভরে। তাই আমি আজ ইতিহাস শোনাবো না। আমি বলব, বীরগাঁথাকে স্মরণ নয়, বাস্তবায়ন করতে হবে। তার বিজয়কে উদযাপন নয়, সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুনভাবে উজ্জীবিত হ'তে হবে।

আজ আমার লিখতে কষ্ট হচ্ছে যে, কুদস আর আমাদের হাতে নেই। আমার কষ্ট হচ্ছে যে, আজ ফিলিস্তীনকে গোরস্থানে পরিণত করা হয়েছে। সেখানে আমার অগণিত মা-বোনকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। অবুঝ শিশুদের বুকে গুলি করে তাদের শহীদ করা হয়েছে। আজ একজন মুসলিম যুবক হিসাবে আমার চোখ থেকে তো অশ্রু নয়, আগুন ঝরার কথা ছিল। রক্তের তপ্ততা তো আগ্নেয়গিরির উজ্জ্বল লাভাকে হার মানানোর কথা ছিল। কোথায় আমাদের সেই গায়রত! কোথায় আমাদের সেই বদরী চেতনা! সত্যি আজ আমার খুব চিৎকার করতে ইচ্ছা করছে। তবে কণ্ঠে রয়েছে কেবল মৃদু গোঙ্গানির ক্ষীণ শব্দ!

আমার কল্পনায় আজ সেই চিত্র ভেসে উঠছে যেখানে আরবের একটি যাত্রীবাহী জাহায ভারত উপসাগরে সিন্ধু রাজা দাহিরের জলদস্যুদের মাধ্যমে লুণ্ঠিত হয়েছিল। তারা জাহাযের সবাইকে মেরে ফেলে। সেই জাহাযে একজন মহিলাও ছিল। তাকে যখন মেরে ফেলা হয় তখন সে চিৎকার করে হাজ্জাজের[১] নাম ধরে বলেছিল, ওয়া...হাজ্জাজা...হ! এই খবর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে পৌঁছা মাত্রই সে বলেছিল, 'হে আমার বোন! তুমি যখন আমাকে ডেকেছ, আমি উপস্থিত'! তিনি সাথে সাথেই মুহাম্মাদ ইবনু কাসিম আছ-ছাক্বাফীকে *(৬৯৫-৭১৫ খৃ.)* পাঠিয়ে দিলেন ভারত অভিযানে। মুহাম্মাদ বিন কাসিম সিন্ধু বিজয় করে রাজা দাহিরকে হত্যা করলেন।[২]

হ্যাঁ, হাজ্জাজ যালেম ছিল। তবে এই দো'আ করতে আজ খুব ইচ্ছা করছে যে, আমাদের মত ভীরু সম্প্রদায়ে তো ছালাহুদ্দীন আইয়ুবী আসছেন না। অন্তত একজন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যেন অচিরেই আসে। এই পঙ্গুত্ব সত্যিই আর সহ্য হচ্ছে না। আমার মনে হয়, আমাদের বুকের তাযা রক্তে যে আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে, তা কাফের বিশ্বকে ভাসিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। আজ লক্ষ-কোটি মশাল শুধু একটি দিয়াশলাইয়ের অপেক্ষায় রয়েছে। জানি না, এই অপেক্ষার প্রহর কবে শেষ হবে?

ঐতিহাসিক পটভূমি : ১১ শতকের শেষভাগ। তখন মুসলিম বিশ্বে চলছিল বংশগত রেশারেশি। ফলে মুসলিম উম্মাহ ছিল দুর্বল ও অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জর্জরিত। ক্ষমতার লোভ তাদের গ্রাস করছিল দিন-রাত। ফাতেমীয়, আব্বাসীয় ও অন্যান্য বংশের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই চলছিল। তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা সবিস্তার তুলে ধরলে আলোচনা তার লক্ষ্য হারাবে। তাই আমি এই বিষয়টিকে প্রলম্বিত করতে চাচ্ছি না। তবে এই কারণেই যেহেতু ঘটনার সূত্রপাত তাই অল্পকথায় বলে রাখাই শ্রেয়।

মুসলমানদের দলে দলে বিভক্ত হয়ে ক্ষমতার জন্য লড়াই করা তাদেরকে ভেতর থেকে দুর্বল করে ফেলেছিল। সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে খ্রিস্টান ইউরোপ প্রথম ক্রুসেড[৩] ঘোষণা করে এবং ৭ শাওয়াল ৪৯২ হিজরীতে জেরুজালেম দখল করে নেয়[৪]। আমরা হারাই আমাদের প্রাণের স্পন্দন, প্রথম কিবলা 'বায়তুল মাক্বদিস'। যে কুদস অগণিত নবী ও রাসূলের আগমনে মর্যাদামণ্ডিত হয়ে আছে, সে কুদস চলে যায় ইসলাম বিরোধী নাপাক শক্তির হাতে। শুধু এতটুকুর মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। কুদস দখলের সময় তারা এক ভয়াবহ গণহত্যা চালায়। প্রায় ৭০,০০০ মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করে[৫]।

ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী কে : কখনো ব্যক্তির পরিচয়ে স্থান পরিচিত হয়। কখনো পরিচিত হয় বংশ। কখনো পরিচিত হয় জাতি। ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী তেমনই একজন। যার পরিচয়ে বায়তুল মাক্বদিসের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা ইহুদী-খৃস্টানরা মুসলিম জাতিকে চিনে। ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী আমাদের পরিচয়; আমাদের পূর্বসূরী। আমাদের প্রথম কিবলা আল-কুদস রক্ষায় যারা জীবন দিতে চায়, ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী তাদের জন্য চেতনার বাতিঘর। এটাই তার সবচেয়ে বড় পরিচয়।

ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী একজন কুর্দি মুসলিম সেনাপতি। তিনি ৫৩২ হিজরীতে ইরাকের উত্তরাঞ্চল তিকরিতে জন্মগ্রহণ করেন[৬] এবং ৫৮৯ হিজরীতে ৫৬ বছর বয়সে সিরিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। তার জন্মের ৩৮ বছর আগেই জেরুজালেম ক্রুসেডাররা দখল করেছিল। তিনি জন্মের পর থেকেই মুসলিমদের মাঝে ক্ষমতার লড়াই দেখে এসেছেন। এটা তাকে খুব কষ্ট দিত। তিনি ৫৬৯ হিজরীতে ৩৭ বছর বয়সে সিরিয়ার শাসক হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি মিসর ও শাম অঞ্চল একত্রিত করে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ৫৮৩ হিজরীতে হিত্তীন যুদ্ধ জয়ের

**. শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (৪১ হি. - ৯৫ হি.)। তিনি উমাইয়া খিলাফতের একজন প্রভাবশালী গভর্নর ও সেনাপতি ছিলেন। বিস্তারিত : সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৪/৩৪২।

২. ফুতূহুল বুলদান পৃ. ৬১২।

৩. ক্রুসেডার মূলত সেই খৃস্টান যোদ্ধাদের বলা হয় যারা ১১শ থেকে ১৩শ শতাব্দীর মধ্যে পোপদের আহ্বানে মুসলমানদের হাত থেকে জেরুজালেম মুক্ত করতে ইউরোপ থেকে যুদ্ধ করতে এসেছিল।

৪. আল-কামেল ফিত-তারীখ, ১০/২৭২।

৫. প্রাগুক্ত, ১০/২৭৩।

৬. ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী; ক্বাহেরুল উদওয়ানিছ ছালীবী পৃ. ১১।

পর তিনি জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করেন।[7]

হিত্তীন যুদ্ধের[8] সূত্রপাত; কুদস বিজয়ের যুগান্তকারী পদক্ষেপ : ৪৯২ হিজরী মোতাবেক ১০৯৯ সালে ক্রুসেডাররা জেরুজালেম দখলের পর থেকে কুদস ও তার আশেপাশের অঞ্চল দখল করার প্রতি মনোযোগী হয়। ফলে আশেপাশের এলাকাগুলো দখল করে তারা একটি খৃস্টান রাষ্ট্র গঠনও করে ফেলে। খৃস্টান রাষ্ট্র গঠনের পর থেকে তারা বিভিন্নভাবে মুসলিমদের ওপর যুলুম শুরু করে; হজ্জযাত্রীদের পথ রোধ করে, বাণিজ্য কাফেলা লুট করে, বিভিন্ন মুসলিম জনপদে হামলা চালায়। এগুলো ছিল তখনকার নিত্যদিনের ঘটনা। বিশ্ব মুসলিমের ওপর নির্যাতনে এখনকার মুসলিম শাসকগণ যেভাবে নিশ্চুপ ভুমিকায় আছেন, তখনও ঠিক এমনই ছিলেন। কারণ মুসলিমদের ভেতরে তখনও ঐক্যের বেশ ঘাটতি ছিল।

তবে হিত্তীন যুদ্ধের সূত্রপাত হয় ভিন্ন কারণে। খৃস্টান নেতা রাইনাল্ড অব শাতিলিওঁ মুসলিম হজ্জযাত্রী ও বণিক কাফেলাকে লুট করার পাশাপাশি রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যাপারে অবমাননাকর মন্তব্য করে। যা মুসলিমদের বহুদিনের সঞ্চিত ক্ষোভে আগুন লাগিয়ে দেয়। এই ঘটনা ছালাহুদ্দীনের কাছে পৌঁছলে তিনি শপথ করেন, ‘অবমাননাকারীর রক্ত হাতে না নেয়া পর্যন্ত আমি শান্ত হব না’। পরক্ষণে ছালাহুদ্দীন দেখলেন, তার বহুদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের এক মোক্ষম সময় এসেছে। কারণ এটা এমন একটি বিষয় যা দ্বারা পুরো উম্মাহকে জাগ্রত করা সম্ভব। তিনি সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মিসর, সিরিয়া ও অন্যান্য অঞ্চল এক করে একটি বৃহত্তর শক্তিশালী বাহিনী গঠন করে ফেলেন।

সে সময়ে ক্রুসেডারদের মাঝেও দ্বন্দ্ব চলছিল বিভিন্ন বিষয়ে। এদিকে ছালাহুদ্দীন মুসলিম সেনাদের মাঝে কুদস মুক্ত করার স্বপ্ন ও নবীজীর অপমানের ক্ষোভের সংমিশ্রণে এক অনির্বাণ আগুন জ্বালিয়ে দেন। তিনি সৈন্যদের বলেন, ‘সামনে চল! আজ শুধু যমীন নয়, আজ আসমানও আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে’। এই ঐতিহাসিক যুদ্ধে ক্রুসেডারদের তুলনায় মুসলিম সৈন্য সংখ্যা অধিক ছিল। সংখ্যায় বিভিন্ন মতভেদ থাকায় এখানে তা উল্লেখ করছি না। যুদ্ধে ক্রুসেডাররা মুসলিম সৈন্যদের সংখ্যা দেখেই বুঝতে পারে, আজ তাদের পরাজয় অবধারিত। তাই তারা যুদ্ধের পূর্বে ছালাহুদ্দীনের সাথে চুক্তিতে আসতে চায়।

ক্রুসেডাররা তাকে জিজ্ঞেস করে, আল-কুদসের দাম কত? তিনি প্রথমে উত্তর দেন, ‘কিছুই না’। এরপর মুচকি হেসে বললেন, ‘না! বরং সবকিছু’। তখন ক্রুসেডারদের আর বুঝতে বাকী থাকে না, ছালাহুদ্দীন আসলে কি করতে যাচ্ছেন! তারা বাধ্য হয়ে যুদ্ধে জড়ালেও তাদের মনোবল আগে থেকেই ভেঙ্গে দিয়েছিলেন ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী। সুতরাং যুদ্ধে বিশাল মুসলিম বাহিনীর সামনে ক্রুসেডাররা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। ক্রুসেডার রাজা গাই অব লুসিগনান বন্দী হয়। তবে রাসূল (ছাঃ)-এর অপমানের শাস্তি স্বরূপ কুখ্যাত রাইনাল্ডকে ছালাহুদ্দীন নিজ হাতে হত্যা করেন।

হিত্তীন যুদ্ধে বিজয় লাভ করার পরেই ছালাহুদ্দীন কুদস মুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তবে তিনি পবিত্র স্থানকে রক্তপাতের মাধ্যমে অপবিত্র করতে চাননি। তিনি কুদসের আশেপাশের উল্লেখযোগ্য শহর ও দুর্গগুলো যেমন আক্রা, নাবলুস, জাফা, গাযা এবং আশকেলন দখল করেন এবং কুদসকে চারিদিক থেকে অবরুদ্ধ করে ফেলেন। ফলে কুদস চারিদিক থেকে বিচ্ছিন্ন ও অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। অবশেষে ১১৮৭ সালের ২রা অক্টোবর কোনরকম রক্তপাত ছাড়াই ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী কুদস বিজয় করেন। এটা ছিল হিত্তীন যুদ্ধের কৌশলগত বিজয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কাঙ্ক্ষিত ফল।

আজকের আল-কুদস; আমাদের পরিকল্পনা : ক্রুসেডারদের নাপাক হাত থেকে কুদসকে পুনরুদ্ধার করার পর থেকে তা মুসলিমদের হাতেই ছিল। তবে আমাদের ঈমান ও সংহতিগত অবক্ষয়ের কারণে আজ আর তা আমাদের হাতে নেই। এই অবক্ষয় একদিনে আসেনি। আবার এই ক্ষতিপূরণও একদিনে সম্ভব নয়। আমরা যদি এখন থেকে সুপরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে পারি তবে ধীরে ধীরে আমরা দুর্বলতা কাটিয়ে শক্তি ও সামর্থ্যে বলিয়ান হ’তে পারব ইনশাআল্লাহ। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা যে বিষয়গুলোতে সংশোধনী পদক্ষেপ নিতে পারি তার একটি খসড়া আলোচনা এখানে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। এখানে আমরা দু’টি বিষয় প্রস্তাবনায় আনব। একটি প্রতিরক্ষামূলক। যা আমাদের ক্ষত সারিয়ে তোলা পর্যন্ত আমাদেরকে ডিফেন্স করবে। অপরটি চূড়ান্ত বিজয়ের প্রস্তুতিমূলক। যা আমদের দুর্বলতাগুলো সারিয়ে আমাদেরকে শক্ত-সবল করবে।

প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ : আমাদের প্রাথমিক প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ হ’তে পারে কুদস নিয়ে ‘ঐক্যবদ্ধ আন্তর্জাতিক মঞ্চ’ তৈরি করা। আমরা দেখেছি, ফিলিস্তীনের গণহত্যায় মুসলিম দুনিয়া কার্যত নীরব ছিল। কিছু প্রতিবাদ ও কূটনৈতিক বিবৃতির বাইরে কোন বাস্তব প্রতিরোধ হয়নি। মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়ায় কুদস নিয়ে আমাদের সীমাহীন আবেগ থাকলেও রাজনৈতিকভাবে কার্যকর পদক্ষেপের অভাব রয়েছে। আমাদের কুদসপ্রেম যদি কেবল ইভেন্ট নির্ভর হয়, তবে তা আল্লাহ্র কাছে কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের এই আবেগ দুনিয়াতেও কোন কাজে আসবে না।

সেজন্য আমরা কুদস নিয়ে ‘ঐক্যবদ্ধ আন্তর্জাতিক মঞ্চ’ তৈরির প্রস্তাব দিচ্ছি। যেখানে মুসলিম দেশগুলোর প্রধানগণ বিশ্ব দরবারে কুদস নিয়ে বিশ্ব মুসলিমের পক্ষ থেকে বিশেষ বার্তা পৌঁছে দিবেন। যে বার্তায় স্পষ্টভাবে বলা থাকবে, ‘কুদস মুসলমানদের জাতীয় সম্পদ। কোন নির্দিষ্ট দেশের সম্পদ নয়। সুতরাং কুদসের ওপরে আক্রমণ হ’লে আমরা সকল মুসলিম দেশ সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ করব। আমরা নিজেদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়ে আক্রমণকারীদের প্রতিহত করব ইনশাআল্লাহ’। এতে আক্রমণকারীরা কিছুটা হ’লেও

৭. প্রাগুক্ত পৃ. ১২।
৮. ২৫শে রজব ৫৮৩ হিজরীতে বর্তমান ইস্রাঈলের উত্তরভাগ গালিলি অঞ্চলে এই যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। বিস্তারিত : আল-কামাল ফিত তারীখ, ১১/৫৩৪।

চাপের মুখে পড়বে। তারা হয়ত তাদের পরিকল্পনা পরিবর্তন করবে। এতে আমরা নিজেদেরকে গুছিয়ে নেয়ার সময় পাবো। মনে রাখতে হবে, এটা কখনোই সমাধান নয়। এটা কেবল সাময়িক প্রতিরক্ষা। যা আমাদেরকে স্থায়ীভাবে মুক্তির পথ দেখাবে না। তবে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য যে সময় প্রয়োজন সেটা আমরা পেয়ে যাব।

বিজয়ের প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ : নিজেদের দুর্বলতা কাটানোর যে স্বল্প সময় আমরা পাব, সে সময়ের মধ্যেই আমাদেরকে প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলতে হবে। বিজয়ের প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপে আমরা তৃণমূল থেকে কাজ শুরু করব। আমাদের দাওয়াত হবে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জুম'আর মিম্বার থেকে। মাঠ-ঘাট থেকে। গ্রামের চা-স্টল থেকে। প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইবতেদায়ী মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ও কামিল মাদ্রাসার সকল পর্যায় থেকে। আমরা প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করব মানুষের ঈমানী অবক্ষয় সংশোধনের মাধ্যমে। আমাদের এই চেতনা সর্বদা জাগ্রত থাকতে হবে যে, 'আমরা যতই সমৃদ্ধ হই, যতই অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হই আমাদের ঈমানী দুর্বলতা আমাদের চরমভাবে ব্যর্থ করতে পারে। পক্ষান্তরে আমরা যতই দুর্বল হই, যতই নিঃস্ব হই আমাদের ঈমানী শক্তি আমাদের চূড়ান্ত বিজয় এনে দিতে পারে'। বর্তমানে অনেকেই বলছেন, আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দৈন্য। এই কথা আমিও বলব। তবে আমাদের মূল দৈন্য ঈমানে।

ঈমানের দীনতা কাটানোর জন্য আমাদেরকে ঈমানের চর্চা করতে হবে। ঈমানের চর্চা হ'ল, আল্লাহমুখী হওয়া। অধিক ইবাদতে সময় দেয়া। শুধু জাযবা দিয়ে কিছু হবে না। আমরা যদি শেষ রাতে জেগে তাহাজ্জুদ আদায় করতে না পারি তবে আমরা রাত জেগে সৈন্য শিবির পাহারা দেব কিভাবে? আমরা যদি আল্লাহ্র সাথে নিজেদের সম্পর্কই অটুট করতে না পারি তবে তার সাহায্যপ্রাপ্ত হব কিভাবে? এজন্য আমাদেরকে সবার আগে ঈমানের জায়গায় মযবূত হ'তে হবে।

সাম্প্রতিককালে ইসরাঈলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশের আগে বাংলাদেশের একজন আলেম ছালাতের গুরুত্ব নিয়ে কথা বলায় সারা দেশের আপামর জনতা তার বিরোধিতা করেছে। যার যেভাবে ভাল লেগেছে, বলেছে। মনে হচ্ছিল, মানুষ ইসরাঈলের সকল ক্ষোভ তার ওপরে মিটাচ্ছে। আবার অনেকে ছওয়াব মনে করেই বিভিন্ন গালিগালাজ করেছে। আপনি তাকে গালি দেয়ার আগে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ দেখা প্রয়োজন ছিল! অনেক হাদীছে রাসূল (ছাঃ)-কে সর্বোত্তম আমলের কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছে। তিনি বেশ কিছু হাদীছে ছালাত ও জিহাদের কথা একসাথে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি জিহাদকে কখনোই ছালাতের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেননি। কারণ এটাই শরী'আত।

আমরা আবেগী মুসলমান। এটা বুঝি না যে, জিহাদের জন্য ছালাত; নাকি ছালাতের জন্য জিহাদ। আমার ঘরের গোড়ায় যে মসজিদ আছে সেখানে আমি কোনদিন মুছল্লা (জায়নামায) বিছাতে পারিনি তবে আমি ফজরের ছালাতের সময় ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি, একদিন বায়তুল মাক্বদিসে মুছাল্লা (জায়নামায) বিছাব। এটা স্পষ্ট শয়তানী ধোঁকা ছাড়া আর কিছু নয়। কল্পনায় এসব কতকিছুই আঁকা যায়। তবে যখন ক্বিতাল ফী সাবিলিল্লাহ চোখের সামনে শুরু হয়ে যাবে, বুকের তাযা রক্ত ঢেলে দেয়ার ময়দান কায়েম হয়ে যাবে, তখন সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়তে খুব শক্ত ঈমানের প্রয়োজন হবে। যা আপাতত আমাদের নেই।

ঈমানের বলে বলীয়ান হওয়ার পাশাপাশি লক্ষ্য থাকতে হবে অটুট। পদক্ষেপ হ'তে হবে সুদৃঢ়। ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীকে যখন জিজ্ঞেস করা হ'ল, 'কুদসের দাম কত'? তখন তিনি বলেছিলেন, 'সবকিছু'। এখান থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, আমাদের লক্ষ্য কেমন হওয়া চাই। আমদের লক্ষ্য যদি হয়, 'আপাতত টার্গেট এমন, তবে এটা না হ'লে ঐটা'। এই ধরনের অপশন ভিত্তিক লক্ষ্য নিয়ে বিজয় কেতন উঁচু করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। লক্ষ্য এমন হ'তে হবে যে, 'হয় লক্ষ্য সাধন, না হয় জীবন পতন'। তারপরে কিছু হ'লে হ'তে পারে।

নির্দিষ্ট লক্ষ্যার্জনে কাজ করে যেতে হবে। পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই। শুরুর দিকে মনে হ'তে পারে, সামগ্রিক পরিবর্তন আনতে তো অনেক সময় লেগে যাবে! তবে এমন চিন্তা সঠিক নয়। সামগ্রিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে যদি নিরলস কাজ করা হয় তবে সর্বোচ্চ দুইটি জেনারেশন পরিবর্তন হ'তেই মূলধারায় পরিবর্তন আসবে। এটার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা ইসরাঈল থেকেই নিতে পারি। তারা যখন ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্র গঠন করল তখন তাদের কী ছিল? আর আজ তারা কোথায়! জ্ঞান-বিজ্ঞানে, ব্যবসা-বাণিজ্যে তারা যে উন্নতি সাধন করেছে তা কিভাবে সম্ভব হ'ল? অবশ্যই তারা চার আনা কাজ করে ষোল আনা প্রচার করেনি। তারা ষোল আনা কাজ করেছে এক আনাও প্রচার না করে। এমনিতেই তারা উন্নতির শিখরে পৌঁছেনি। এক শতকের কম সময়ে তারা যদি এই পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয় তবে আমরা কেন পারব না?

আমাদের তৃতীয় পদক্ষেপ আসবে ঐক্যের স্থানে। ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীর সময়ে মুসলিম বিশ্ব বিভক্ত ছিল। মুসলমানদের এক কাতারে আনতে তিনি দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছেন। এই দীর্ঘ সময়ের মেহনতে মানুষের মন মোটামুটি ঐক্যের দিকে ঝুঁকেই ছিল। সেজন্যই ছালাহুদ্দীন একটি ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিশাল এক শক্তি একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমাদের মাঝে আজ বিভক্তি যদিও আরো অনেক বেশী, তবুও আমাদের ঐক্যের আহ্বান সর্বদা চালু রাখতে হবে। আপনি খেয়াল করলে দেখবেন, ছালাহুদ্দীন যে ইস্যুতে মুসলিমদের এক করেছিলেন সেখানে সকল মতবিরোধ শেষ হয়ে গেছে। তা হচ্ছে, রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মান।

যদি কখনো আক্রমণ হয় আল্লাহ্র শানের ওপরে, রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মানের ওপরে তখন আমরা আমাদের সকল ভেদাভেদ ভুলে যাই। আজকের এই মতভেদের যুগেও

আমাদের এমন অনেকগুলো জায়গা আছে যেখানে আমরা একত্রিত হ'তে পারি। আল্লাহ আমাদের একক কালেমা দান করেছেন এটা অনেক বড় হিকমাহ। আল্লাহ এই কালিমা ব্যবহারের পদ্ধতিও শিখিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'বল! এসো সেই কথায় যা তোমাদের ও আমাদের মাঝে এক' *(আলে ইমরান ৩/৬৪)*। সেই কালিমার দাওয়াতেই আমরা হয়ত আবারো এক হব। তবে সে লক্ষ্যে দাওয়াতের মেহনত চালু থাকতে হবে।

আমাদের উচিৎ, বিভিন্ন স্থানে 'মুজাহিদ কমিটি' গঠন না করে পুরো উম্মাহকে জিহাদের চেতনায় উজ্জীবিত করা। শুধু সেমিনার করে সে ভিডিওগুলোর ব্যাকগ্রাউন্ডে জিহাদী নাশীদ লাগিয়ে গণমাধ্যমে প্রচার করলেই মুজাহিদ উম্মাহ গঠন হয় না। এটা কাজ নয়, বরং এটা প্রচার। যা নবীগণের পদ্ধতি নয়। যা আমাদের পূর্বসূরীদেরও পদ্ধতি নয়। এমনকি এই কাজ ইসরাঈলও কোনদিন করেনি। সুতরাং মানুষের আমূল পরিবর্তনের চির বহমান ধারা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর সমাজ পরিবর্তনকারী পদক্ষেপগুলোতে যুক্ত থেকে মানুষের মাঝে জিহাদী চেতনা উজ্জীবিত করুন।

একমাত্র আমরাই বলে আসছি, 'মুক্তির একই পথ, দাওয়াত ও জিহাদ'। আহলেহাদীছের একজন ছোট্ট সোনামণিও এই শ্লোগানের সাথে পরিচিত। আপনি খেয়াল করলে দেখবেন, এই আলোচনাতেও আমরা দাওয়াত ও জিহাদের বাইরে কোন সমাধানই প্রস্তাব করিনি। এটাই আমাদের চিন্তাধারা। আর কোন ইসলামী দল বা সংগঠন সরাসরি 'জিহাদ' শব্দটি তাদের শ্লোগানে যুক্ত করতে পারেনি। কারণ তাদের জিহাদী চেতনা ইস্যুভিত্তিক। তারা রাজপথে এসে বলে, 'সাবিলুনা সাবিলুনা, আল-জিহাদ আল-জিহাদ'। এটা তাদের টেম্পোরারি শ্লোগান। তবে আমাদের চেতনা ক্ষণস্থায়ী নয়। আমরা জিহাদী চেতনা লালনকারী এক উম্মাহ্‌র স্বপ্ন দেখি।

উম্মাহর চিন্তাধারা পরিবর্তনে জুম'আর খুৎবার বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন আনতে হবে। মিম্বারে এতদিন খুৎবায় বলা হয়েছে, 'খাইরুকুম মান তা'আল্লামাল কুরআন...'। এখন সেই হাদীছের সাথে এটাও সংযুক্ত করা হবে যে, রাসূল (ছাঃ) তীর চালানো ও ঘোড়া চালানো শিখতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এতদিন তো এভাবে মাসআলা ইস্তেম্বাত করে এসেছেন যে, 'বর্তমান যুগের যে অবস্থা! এই যুগে অবশ্যই রাসূল (ছাঃ) মহিলাদের মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন। সুতরাং মহিলাদের মসজিদে যাওয়া নিষেধ'। আজ থেকে এভাবে মাসআলা ইস্তেম্বাত করুন, 'এই যুগে রাসূল (ছাঃ) অবশ্যই বিজ্ঞান চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতেন। পারমাণবিক বোমা তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি ঘোড়া চালানোর কথা না বলে ফাইটিং জেট চালানো শিখতে বলতেন'। আপনি বলতে পারেন, এভাবে তো হয় না! আমি বলব, সেই যুগে যদি যুদ্ধের সরঞ্জাম কমে যাওয়া রোধে ঘোড়া খাওয়া হারাম করা হ'তে পারে তবে সেদিকে লক্ষ্য করে এই যুগে অনেক কিছুই হ'তে পারে। সুতরাং জাতিকে উৎসাহিত করুন এই সকল অঙ্গনে পদচারণার জন্য।

খুৎবায় মানুষ গল্প শুনতে ভালবাসে। তাই আপনারা তাদেরকে বিভিন্ন ওলী-আওলিয়ার মিথ্যা গল্প শোনান। এটা না করে মানুষকে ইয়ারমুকের যুদ্ধের কাহিনী শোনান। হিত্তীন যুদ্ধের কাহিনী শোনান। ইতিহাসের চুলচেরা বিশ্লেষণ করুন। মানুষ যেন জানতে পারে, কোন যুদ্ধে আমাদের সেনাপতিরা কি কৌশল অবলম্বন করেছেন। কিভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হয়? কিভাবে তারা নিয়েছেন? মানুষ যেমনভাবে আব্দুল কাদের জিলানী, খাযা মঈনুদ্দীন চিশতীকে চিনে তার চেয়ে ভালভাবে যেন খালিদ বিন ওয়ালিদ, তারিক বিন যিয়াদ, মুহাম্মাদ বিন কাসিমকে চিনে। এটা আগে নিশ্চিত করুন। তারপরে জিহাদী চেতনা সম্পন্ন জাতি গড়ে ওঠা কেবল সময়ের ব্যাপার।

শেষকথা : রোমানদের সাথে যুদ্ধের সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)-কে যখন রোমানদের পক্ষ থেকে বলা হ'ল, 'তোমরা হয়ত অনেক বিজয় অর্জন করেছ। তবে আজ তোমরা যে যোদ্ধাদের মুখোমুখি হ'তে চলেছ, তাদের কাছে তোমাদের পরাজয় সুনিশ্চিত। তোমরা যদি যুদ্ধ না করে ফেরত যাও তবে তোমাদের সকলকে একটি করে পোষাক, একটি পাগড়ী ও একটি করে দীনার দেয়া হবে। জবাব দেয়ার পূর্বে ভালভাবে ভেবে দেখ'! তখন খালিদ (রাঃ) বলেছিলেন, 'আমার উত্তর তিনটি শব্দ। ইসলাম, জিযইয়াহ অথবা তরবারী। এখন তোমরা ভেবে দেখ'।

আমরা তো সেই খালিদের উত্তরসূরী! আমাদের শরীরে বইছে হাযার বীরের রক্ত! আমরা সেই জাতি। আমরা কখনো মাথা নীচু করে বাঁচিনি, বাঁচবও না। আমরা কখনো মুখ লুকিয়ে বাঁচব না। আমরা যতদিন বাঁচব যালেমদের চোখে চোখ রেখেই বাঁচব। এভাবে বাঁচতে গিয়ে যদি দুইদিন কম বাঁচি তাহ'লে আমাদের কোন পরওয়া নেই। শাহাদতের তামান্নাই আমাদের জীবন দর্শন। আমরা শহীদ হওয়ার জন্যই জন্ম নিয়েছি। রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে এভাবেই শিখিয়েছেন। তাঁর মুখ থেকে আমরা জেনেছি, জান্নাতে যাওয়ার পরে সকল আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে যাবে। তবে শহীদ হওয়ার তামান্না রয়ে যাবে।

সেই জান্নাতের আশা আমাদের বুকে সদা জাগ্রত। যে কোন মূল্যে জান্নাতে যাওয়ার নেশা আমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত। আমরা সেই নেশার ঘোরে শুধু এক জীবন নয়, হাযার জীবন ত্যাগের পথেই কাটিয়ে দিতে পারি। যে জীবন আল্লাহর পথে লাঞ্ছিত হয়, বঞ্চিত হয়, কুরবান হয়; সেই জীবনই আমাদের আদর্শ জীবন। জিহাদের ময়দান কখনো আমাদের অপরিচিত নয়। আমরা তো ঘুমের ঘোরেও মৃদু স্বরে উচ্চারণ করি, *আল্লাহুম্মা ছাব্বিত আক্বদামানা! আল্লাহুম্মা নাছরাকাল্লাযি ওয়াদতা! আল্লহুম্মা আনতা মাওলানা, ফানছুরনা আলাল কওমিল কাফেরীন!*

দৃষ্টি আকর্ষণ

আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দায়ভার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দাতার। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা নেই। *-সম্পাদক*।

বই হোক সন্তানের নিত্য সঙ্গী

*-জাহিদ হাসান**

শফীক ছাহেব খুব চিন্তিত। পার্কে বসে বসে ভাবছেন, তাঁর ১৪ বছর বয়সী ছেলে রফীকের পড়াশোনা দিন দিন খারাপের দিকেই যাচ্ছে। গল্প, উপন্যাস, ছড়া-কবিতা, সাইন্স ফিকশন তো দূরে থাক, ছেলেটা স্কুলের বইও এখন পড়তে চায় না। কি করে যে ছেলেটাকে পড়াশোনায় উদ্বুদ্ধ করা যায়। প্রথমে তিনি এর কারণ খুঁজতে শুরু করলেন। অনেকক্ষণ চিন্তার পর বুঝতে পারলেন, ছেলেটা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন গেমস ও খারাপ বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়েছে। গেমস আর আড্ডার পাশাপাশি নির্দিষ্ট কিছু টিভি চ্যানেলের প্রতিও রয়েছে তার দারুন আসক্তি।

এই সমস্যা সমাধানের জন্যে তিনি উপায় খুঁজতে শুরু করলেন। তাৎক্ষণিক শফীক ছাহেবের মাথায় চমৎকার একটা আইডিয়া চলে আসল। তিনি তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে আসলেন। বাসায় এসেই তিনি ছেলেকে ডেকে বললেন, শোন বাবা, তুমি যদি প্রতি সপ্তাহে স্কুলের পড়ার পাশাপাশি গল্প, উপন্যাস বা সাইন্স ফিকশনের নতুন একটি বই পড়ে শেষ করতে পারো তাহ'লে তোমাকে প্রতি সপ্তাহে সুন্দর একটা গিফট দিব।

ছেলে বাবার কথায় সম্মতি জানিয়ে বলল, ঠিক আছে, আমাকে যদি একটা আইপ্যাড কিনে দেন, তাহ'লেই আমি প্রতি সপ্তাহে একটি করে বই শেষ করব। শফীক ছাহেব তো মহা খুশি। কারণ তিনি চেয়েছেন তার সন্তানের মনে বই পড়ার প্রতি ভালোবাসা তৈরি করবেন। তাই তিনি পরের দিনই ছেলের জন্য একটি আইপ্যাড কিনে নিয়ে আসলেন আর সাথে আনলেন কিছু বই।

ছেলেটা প্রথম দুই-তিন দিন দুই-চার পৃষ্ঠা করে পড়লেও ধীরে ধীরে আবার আগের মতই সারাদিন গেমস ও বন্ধুদের সাথে আড্ডা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে শুরু করল। উল্টো আইপ্যাড পেয়ে তার আগের থেকেও বেশী অবনতি হয়ে গেল। ফলে শফীক ছাহেব বুঝতে পারলেন, ছোটবেলায় তিনি যে অবহেলা করেছেন তার প্রভাব বর্তমানে ছেলের উপর পড়েছে। ছোটবেলায় তিনি সন্তানকে বই পড়ার ব্যাপারে কখনোই উদ্বুদ্ধ করেননি বরং বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস দিয়েই সন্তানকে ব্যস্ত রেখেছিলেন। সুতরাং এখন চাইলেও সেই ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা যাচ্ছে না।

গল্পটা শুধু একজন বাবার নয়, আমাদের আশেপাশে এমন বাবা আর সন্তানের অভাব নেই। আমরা সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে শিখিনি। একারণে অভিভাবকদের বলব, বাচ্চার শৈশবের এই সময়টা আর ফিরে পাবেন না। সন্তানদের পড়ার অভ্যাস তৈরি করার সুযোগটা খুব সীমিত। একবার সেটা হারিয়ে গেলে, পরে গড়ে তোলা ভীষণ কঠিন।

সুতরাং আমরা যদি চাই আমাদের সন্তান পড়াশোনায় মনোযোগী হয়ে উঠুক তবে বই পড়াকে আমাদের পারিবারিক সংস্কৃতি হিসাবে গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই বিষয়েই আজ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিব ইনশাআল্লাহ।

সফল ও প্রতিভাবান সন্তান গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ রহস্য হ'ল, বই পড়াকে পারিবারিক সংস্কৃতি হিসাবে গড়ে তোলা। বইয়ের সাথে সম্পর্ক তৈরী করা। বই পড়ার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখার অনেক কারণ রয়েছে। বই আমাদের জ্ঞান বাড়ায়। বই পড়ার মাধ্যমে বাচ্চারা নতুন নতুন জিনিস শিখতে পারে। তাদের জ্ঞানের গভীরতা বৃদ্ধি পায়। তাদের চিন্তার জগৎ বিস্তৃত হয়। পাশাপাশি বই আমাদের কল্পনা শক্তি বাড়ায়। বইয়ের গল্পের মাধ্যমে বাচ্চারা নতুন নতুন জিনিস কল্পনা করতে শিখে। অনেক সমস্যার সমাধান করতে শিখে।

আপনি অবশ্যই চাইবেন, আপনার শিশু সুন্দর ভাষা শিখুক। এই দিকটা লক্ষ্য করলেও আমরা বই পড়াকে প্রাধান্য দিতে পারি। কারণ বই পড়ার মাধ্যমে বাচ্চারা নতুন শব্দ শিখে এবং তাদের ভাষা দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এ পর্যায়ে আমরা বই পড়াকে পারিবারিক সংস্কৃতি হিসাবে গড়ে তুলতে আমাদের কিছু করণীয় আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

বাড়িতে লাইব্রেরী তৈরি করা : বাড়িতে বিভিন্ন রকমের বই সংগ্রহ করে লাইব্রেরী তৈরি করুন। বিশেষ করে নবী-রাসূল, ছাহাবী ও মনীষীদের জীবনী, সাইন্স ফিকশন, সাধারণ জ্ঞান, ছড়া-কবিতা ও শিক্ষামূলক বই রাখার চেষ্টা করবেন। তবে চেষ্টা করবেন রূপকথার গল্পের বই কেনা থেকে বিরত থাকতে। কারণ রূপকথার গল্পে কোন শিক্ষা থাকে না। রূপকথা হ'ল কল্পনা মাত্র। বাস্তব কোনদিন ওর ধারে কাছেও যায় না। বরং এসব গল্পের মাধ্যমে তারা সত্যিকার মানুষ হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার পরিবর্তে একটা কাল্পনিক সুপার পাওয়ারের অপেক্ষায় থাকে। যা কখনোই সম্ভব নয়।

তহবিল গঠন : পরিবারের সবাই মিলে বই কেনার জন্য টাকা জমা করুন। মাস শেষে ঐ টাকা দিয়ে পসন্দের বই কিনুন। মাসে ২টি করে বই কিনলে বছরে ২৪টি, ১০ বছরে ২৪০টি বইয়ের বড় একটা লাইব্রেরী এমনিতেই হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ইভেন্ট কেন্দ্রিক বই কেনার আয়োজন করতে পারেন। যেমন রামাযানে কিছু ছিয়াম-ক্বিয়াম, ই'তেকাফ, যাকাত-ছাদাক্বা ইত্যাদি সংক্রান্ত বই কিনলেন।

বইমেলা ও লাইব্রেরীতে ঘুরতে যাওয়া : প্রতিবছর একবার হ'লেও বাচ্চাদের নিয়ে বই মেলায় ঘুরে আসুন। তবে বেশী ভাল হয় আশেপাশের বইয়ের দোকানগুলোতে বাচ্চাদের নিয়ে মাঝে মাঝেই ঘুরতে যাওয়া। বই দেখা, বই পসন্দ করে রাখা ইত্যাদি। যেন তারা বুঝতে পারে, বই আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু।

শুধুমাত্র পাঠ্যবই ও শিক্ষকদের সাজেস্ট করা বই কেনা থেকে বিরত থাকুন : অধিকাংশ অভিভাবক বাচ্চাদের জন্য বই কিনতে কৃপণতা করেন। তারা শুধুমাত্র স্কুলের পাঠ্যবই, গাইড বই ও শিক্ষকদের সাজেস্টকৃত বই ছাড়া অন্য বই

** সহকারী শিক্ষক, শান্তি নিকেতন ইন্সটিটিউট, ফেনী।*

পড়াকে সময় অপচয় ও টাকা নষ্ট হবে বলে ধারণা করেন। যা সঠিক চিন্তা নয়। বই কিনতে কখনো কৃপণতা করবেন না। সামর্থ্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বইগুলো কিনুন।

দৃষ্টান্ত স্থাপন : আপনি নিজেও বই পড়ুন। এতে বাচ্চা আপনাকে অনুকরণ করবে। অর্থাৎ আপনি যদি সারাদিন মোবাইল, টেলিভিশন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, সন্তানদের সামনে সারাক্ষণ ফেসবুক, টিকটক, ইউটিউব নিয়ে পড়ে থাকেন তাহ'লে আপনার সন্তান কখনোই বই পড়াকে অভ্যাসে পরিণত করতে পারবে না। বরং আপনার অনুকরণে তারাও ইলেকট্রনিক ডিভাইসে আসক্ত হয়ে পড়বে। তাই সবার আগে বই পড়ার অভ্যাসটা নিজের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে।

পড়ার পরিবেশ তৈরি করুন : শিশুদের বই পড়ার প্রতি আগ্রহী করার জন্য একটি আনন্দময় এবং উৎসাহবর্ধক পরিবেশ গড়ে তোলা খুবই যরূরী। বাড়িতে একটি জায়গা পড়ার জন্য নির্বাচন করুন। অবশ্যই জায়গাটি আকর্ষণীয় ও আরামদায়ক হওয়া উচিত। এছাড়া জায়গাটি যেন শান্ত ও আলোকিত হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

বই পড়ার জন্য সময় নির্ধারণ করুন : প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় পাঠ্যবইয়ের বাইরে অতিরিক্ত (গল্প-উপন্যাস, ছড়া-কবিতার) বই পড়ার জন্য নির্ধারণ করুন। ঐ সময়ে পরিবারের সবাই মিলে বই পড়ুন। এই পদ্ধতি কিছুটা কঠিন হ'লেও বেশ ফলদায়ক।

বাচ্চার সাথে আলোচনা করুন : বই পড়ার পরে বাচ্চার সাথে বই সম্পর্কে আলোচনা করুন। বই থেকে কোন শিক্ষামূলক ঘটনা থাকলে তাকে বুঝিয়ে বলুন। বই সম্পর্কে তার মন্তব্য কি সেটা জানতে চান। শিশুর মনে কোন প্রশ্নের উদ্রেক হ'লেসেটা সমাধান করার চেষ্টা করুন। এভাবে পাঠকে সর্বদা আলোচনায় রাখুন।

পারিবারিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারের আয়োজন করুন : যেকোন একটি বই সিলেক্ট করে বইটি নিয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে পারেন। যেমন ৩-৫ দিনের মধ্যে বইটি পড়ে শেষ করা, বই থেকে কুইজের আয়োজন করা ইত্যাদি।

পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি শিশুর ভাষা, চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং জ্ঞানের বিকাশ ঘটাবে। বাচ্চাদের ছোটবেলা থেকেই বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুললে তারা ভবিষ্যতে সহজেই সফল হ'তে পারবে ইনশাআল্লাহ। তাই বাড়িতে বই পড়ার পরিবেশ তৈরি করুন এবং বাচ্চাদের মোবাইল ফোন কম ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!

আত-তাহরীক টিভির সাথে থাকুন ঘরে বসে বিশুদ্ধ দ্বীন শিখুন!

আত-তাহরীক টিভি

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপন মুক্ত ও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য আমাদের সাথেই থাকুন।

ওয়েবসাইট :
www.hadeethfoundationbd.com
www.ahlehadeethbd.org
www.tawheederdak.com
www.at-tahreek.com

মোবাইল এ্যাপ পেতে স্ক্যান করুন

মোবাইল নম্বর : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪

ফেসবুক পেইজ: At-Tahreek Tv, Monthly At-Tahreek

ইউটিউব চ্যানেল: At-Tahreek Tv, Ahlehadeeth Andolon Bangladesh

ATAB MEMBER

Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক **ক্বাযী হজ্জ কাফেলা**) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বি: দ্র:

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

ইলমুন নাহু : পাঠ্যপুস্তক ও পাঠদান

*-সারওয়ার মিছবাহ**

আজকের শিরোনাম দেখে আপনি মনে করতেই পারেন, এই বিষয়েও প্রবন্ধ হয়! দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা এমনই মনে করে এসেছি। আমরা সবসময়ই মনে করেছি, শিক্ষক সর্বদা শিক্ষার ওপরে। তিনি শুধু শিখাবেন। কিছু শিখবেন না। এজন্য আমাদের শিক্ষকগণ কোন বই তো পড়েনই না, এমনকি পাঠ্য বইয়ের শুরুতে যে শিক্ষক নির্দেশিকা আছে সেটাও পড়েন না। তারা মনে করেন, জানিই তো! কি আর লিখবে! ৩৫ বছর ধরে শিক্ষকতা করি! চুল-দাড়ি তো আর বাতাসে পাকেনি!

মনে পড়ে, অনেকদিন আগে এক রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। নির্ধারিত বিষয়বস্তুর ওপরে উপস্থিত রচনা লিখতে হবে। অনেকটা পরীক্ষার মতই। সময় শুরু হওয়ার সাথে সাথে লেখা শুরু হ'ল। সময় শেষ হ'তেই একজন বয়স্ক শিক্ষক এসে এলোমেলোভাবে সবার কাগজ জমা করা শুরু করলেন। তিনি এমনভাবে এলোপাতাড়ি ভঙ্গিতে খাতা তুলছিলেন যে, আমরা বেশ বুঝতে পারছিলাম, পরবর্তীতে খাতাগুলো সাজানো অনেকটা অসম্ভব হবে। কারণ আমাদের অতিরিক্ত কাগজগুলো মূল খাতার সাথে পিন করা ছিল না। তিনি এভাবেই খাতা টান দিয়ে নিচ্ছিলেন। ছাত্রদের মাঝে চাপা গুঞ্জন শুরু হ'ল।

আমাদের এক বড় ভাই তাকে আদবের সাথে বললেন, হযরত! এভাবে খাতা তো একটা আরেকটার সাথে মিশে যাবে। তখন তিনি খাতা তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কত বছর ধরে লেখাপড়া কর'? উত্তরের অপেক্ষা না করে আবার বললেন, '৩৫ বছর ধরে শিক্ষকতা করি'! আমি মনে করলাম, তিনি লেখাপড়ার বয়স জিজ্ঞেস না করে সরাসরি বয়স জিজ্ঞেস করলেও পারতেন। কারণ আমরা সেখানে ২০ বছরের ওপরে কেউই ছিলাম না। তার এই মন্তব্য শোনার পরে আমাদের বলার মত আর কিছুই থাকল না। পরবর্তীতে দেখা গেল, পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম তাদের প্রতিষ্ঠান থেকেই এসেছে। আমরা সবই বুঝেছি। তবে সেদিন কিছু বলতে পারিনি।

আমার আজকের প্রবন্ধ লেখার কারণও কিছুটা তেমনই। অনেকগুলো বলতে না পারা কথা বলা। আমরা আসলে নিজেদের চিন্তাধারাগুলো সবসময় আপনাদের কাছে পৌঁছাতে পারি না। কারণ আপনারা শিক্ষক। আপনারা আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত চিন্তাধারা লালন করেন। এটা আমরা জানি। এটাও জানি, আপনাদের পাঠদানের কৌশল অনেক ফলপ্রসূ। এতকিছুর পরেও আমাদের কিছু অন্তর দহন রয়েছে। কিছু বোবাকান্না রয়েছে। এগুলো আপনাদের জানা দরকার। কারণ আপনাদের পরে হয়ত আমরাই এই অঙ্গনে আপনাদের উত্তরসূরী হয়ে থাকব। সুতরাং আমরা যদি ভুল পদ্ধতির ওপরে থাকি তবে আপনাদের উচিৎ আমাদেরকে সংশোধন করে দেয়া।

আমাদের মনে হয়, অধিকাংশ মাদ্রাসাতেই ইলমুন নাহুর পাঠদান বেশ হতাশাজনক। কারণ ছাত্রদের কাছে নাহু মানেই যেন হিংস্র বাঘ তেড়ে আসার এক ভয়াবহ চিত্র। না, আমার কথাটা যথাযথ হ'ল না। বরং তারা নাহুকে বাঘের চেয়েও অধিক ভয় পায়। আসলেই কি নাহু এমন ভয়াবহ জিনিস? কই! আমাদের তো কোনদিন মনে হয়নি। আমাদের মনে হয়, কোনটা 'বাঘের মত' আর কোনটা 'পানির মত' এটা হয়ত শিক্ষকের পাঠদানের ওপরেই নির্ভর করে। তাই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা ইলমুন নাহুর পাঠদান এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশদ আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

একটি ভুল ধারণার অবসান : আমরা মনে করি, ফারসী ভাষায় লিখিত নাহবেমীর এবং মীযানুছ ছরফ কিতাবের পূর্ণাঙ্গ পাঠ একজন অনারব প্রাথমিক ছাত্রের জন্য যথাযথ রয়েছে। তবে এটা সঠিক নয়। এই কিতাবগুলো অনারব প্রাথমিক ছাত্রের জন্য নয়। এই কথার প্রমাণে অনেক উদাহরণ দেয়া যাবে। আমি এখানে আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার স্বার্থে শুধু একটি উদাহরণ দেব। আমাদের এই শিক্ষাব্যবস্থায় একজন ছাত্রের আরবী শেখার হাতেখড়ি হয় মীযানুছ ছরফ কিতাবের মাধ্যমে। এটাকে প্রাথমিক ছরফ শেখার জন্য সর্বমহলে গ্রহণীয় কিতাব হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

মীযানুছ ছরফের প্রথম পৃষ্ঠার হাশিয়ায় একটি ফারসী কবিতা দেয়া আছে। 'আমুদাহ মাযী বিমানা মুযারে চান্দে জা, আতফে মাযী বর মুযারে দর মাকামে ইবতেদা...'। অর্থাৎ 'ফে'ল মাযী কয়েক স্থানে মুযারে' এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যদি বাক্যের শুরুতে মাযী মুযারের সাথে আতফ হয়....'। এভাবে কয়েকটি জায়গার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে স্থানগুলো আরবী ভাষা জানে এবং কুরআন-হাদীছ পর্যাপ্ত অধ্যয়ন করা হয়েছে এমন ব্যক্তি ছাড়া বুঝতে পারবে না। আবার সেখানে এর কোন উদাহরণ দেয়া হয়নি। এবার আপনি বলুন! এটা কি প্রাথমিক ছাত্রের জন্য লেখা?

হ্যাঁ, এটা এমন প্রাথমিক ছাত্রের জন্য লেখা যে আরবী বোঝে। এজন্য আমরা বলি, আমাদের উচিৎ, এসো আরবী শিখি প্রথম খণ্ডের সাথে কোন ব্যাকরণের কিতাব না পড়িয়ে ছাত্রদের আরবী ভাষার সাথে পরিচিত করা। প্রথম খণ্ড পড়ার পরে একজন ছাত্র যে কোন বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কে পনের থেকে বিশটি বাক্য বলতে পারবে। এরপরে যখন দ্বিতীয় খণ্ড পড়ানো হবে তখন তার সাথে সাথে প্রাথমিক ছরফের ধারণা দিতে হবে। তবে সেটা ফারসী মীযানুছ ছরফের মাধ্যমে নয়। এমন কোন বইয়ের মাধ্যমে যা বাংলাভাষী বাচ্চাদের বোধগম্য হবে। দ্বিতীয় খণ্ড পড়ার পরে সে আরবীতে ছোট খাট মাকালাহ লিখতে সক্ষম হবে। এরপরে তৃতীয় খণ্ডের সাথে নাহু চলবে। তবে সেটাও ফারসী নাহবেমীর বা উর্দূ আমীনুন নাহু নয়। সাবলীল বাংলা ভাষায় রচিত নাহু।

আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে যেভাবে এসো আরবী শিখি পড়ানো হয় তাতে তিন খণ্ড শেষ করার পরেও একজন

** শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

ছাত্রের আরবীতে প্রাথমিকত্ব কাটে না। এটা অবশ্যই পাঠদান পদ্ধতি না জানার কারণেই হয়।

আমাদের কৈফিয়ত : আমরা শুরুতেই কিছু বিষয়ে কৈফিয়ত দিয়ে সামনে অগ্রসর হবো। আমি এই অংশকে প্রবন্ধের শেষে রাখতে চেয়েছিলাম। তবে সংগত কারণেই এটা শুরুতে আলোচনা করছি। আমরা অনেকেই মনে করি, বাংলায় নাহু পাঠদানে ইলম কম অর্জিত হয়। উর্দূতে পাঠদান করলে তুলনামূলক ইলম অধিক এবং ফারসীতে পাঠদান করলে আরো বেশী ইলম অর্জিত হয়। সকলের সাদামাটা অভিযোগ, আপনারা উর্দূ-ফারসী সব তুলে দিচ্ছেন! ছাত্ররা শিখবে কী! বাংলা পড়ে পড়ে সব 'তরজমা হুযুর' হচ্ছে। আলেম হ'তে কি উর্দূ-ফারসীর প্রয়োজন নেই! আরো কত কি!

আমরা বলি, ছাত্রদের 'তরজমা হুযুর' হওয়া থেকে রক্ষা করতেই আমাদের সকল প্রয়াস। দেখুন! একসময় বাংলায় রচিত কোন নাহু-ছরফের কিতাব ছিল না। পরিস্থিতি এতটা উন্নত ছিল না যে, প্রয়োজনীয় কিতাব কয়েকমাসে সংকলন করে সেটা পাঠ্যপুস্তক হিসাবে উপস্থাপন করা যায়। তখন আমাদের ওলামায়ে কেরাম বাধ্য হয়ে বিদেশী ভাষা থেকে আরবী ব্যাকরণের পাঠদান করেছেন। তখন আমরা বাংলাভাষী শিক্ষার্থীরা সরাসরি আরবী থেকে ইস্তেফাদা অর্জন করতে সক্ষম হইনি। ইলম আমাদের কাছে উর্দূ বা ফারসী ভাষায় ভায়া হয়ে এসেছে।

আপনারা হয়ত উর্দূ-ফারসীতে আরবী ব্যাকরণ পড়ার সুফল দেখেছেন। সুফল দেখাটাই স্বাভাবিক। কারণ যারা ফারসী ভাষায় আরবী ব্যাকরণ বুঝেছে তারা তো মেধাবী। আপনারা সেই মেধাবীদের দিয়েই আজ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। কিন্তু আপনাদের গল্পে স্বল্প মেধাবীদের আলোচনা বাদ পড়ে গেছে। যারা ফারসী দুর্বোধ্য কিতাবগুলোর জন্য মৌলিক ইলম থেকেই বঞ্চিত হয়েছে। তাদেরকে নিয়ে আপনারা কিছু বলেননি। তাদের জন্য আপনারা কিছু করেননি। আপনার যদি বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্য থাকে তবে আপনি চাইনিজ ভাষায় নাহু পড়েন। একই কিতাব থেকে ভাষাও শেখেন নাহুও শেখেন। যদিও আমি আজ পর্যন্ত কোন এমন মেধাবী দেখিনি যে, ফারসী নাহু পড়ে ফারসী শিখে গেছে। তারপরও আপনি পড়েন। সমস্যা নেই। তবে একটা কঠিন জিনিসকে সার্বজনীন করার জন্য আপনি কথা বলতে পারেন না। এটা অবশ্যই যুলুম।

বাংলায় নাহু-ছরফ সংকলনের জন্য আপনি আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট। অথচ প্রতিটি লেখক তার নিজ ভাষায় কিতাব সংকলন করেছেন। নাহু তো প্রথমে সংকলিত হয়েছে আরবীতে। তাহ'লে আমরা বলতে পারি, যদি মাতৃভাষায় আরবী ব্যাকরণ শিখানোর মাধ্যমে জাতিকে মূর্খ করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে তবে সর্বপ্রথম তা করেছেন মীর ছাহেব। তিনি কেন আরবী ব্যাকরণ ফারসী অর্থাৎ নিজ ভাষায় রচনা করলেন? এরপরে খেয়ানত করেছেন আবূ মুঈদ বানারসী। তিনি ফারসীকে নিজ মাতৃভাষা উর্দূতে নিজের ইচ্ছামত সাজিয়ে নিয়েছেন। মীর ছাহেব তো আরবী পরিভাষাগুলোকেও ফারসীতে বদলে নিয়েছেন। এটা যদি খেয়ানতই হয় তবে সেই ধারাবাহিকতায় আমরা অনেক পরে আছি।

ভাল আলেম হ'তে আরবী জানার পাশাপাশি উর্দূর প্রয়োজন আছে। এটা আমরাও স্বীকার করি। বিদগ্ধ আলেম হ'তে যতগুলো ভাষায় কুরআন ও হাদীছের খিদমত হয়েছে সেই সকল ভাষার ওপর পাণ্ডিত্য দরকার। তবে ভাষা শেখারও তো কিছু নিয়ম-কানূন আছে! আপনাকে নাহুর কিতাবেই উর্দূ ফারসী শিখতে হবে কেন? এগুলো শেখার কার্যকরী পন্থা তো আছে। আপনারা সেই পদ্ধতিতে চর্চা করুন। মনে করুন, আপনার ইংরেজী ভাষা শেখা দরকার। এজন্য আমি আপনাকে ইংরেজীতে ফিজিক্স পড়াচ্ছি। এদিকে আপনি না বোঝেন ইংরেজী, না বোঝেন ফিজিক্স। আপনাকে আগে ইংরেজী কথাকে বাংলায় ভাষান্তর করতে হয়। এরপরে আপনি বাংলায় সেটা বোঝার চেষ্টা করেন। ইংরেজী শেখার জন্য এর চেয়ে ভাল পন্থা কি আর ছিল না?

সত্য কথা বলতে কি আমরা কখনো ভাষা শিখতেই চাই না। আমাদের টার্গেটই হ'ল, আমরা এমন কিছু জানব যা অন্যরা জানবে না। সেটা কাজের কোন বিষয় হোক বা না হোক। এটাই আমাদের গর্ব। এজন্যই আমরা সর্বদা সূক্ষ্ম মাসআলা বোঝার চেষ্টা করি। সূক্ষ্ম ইলম যাহীর করে নিজেকে অনন্য মনে করি। আমাদের মাদ্রাসায় একবার কিছু আরব মেহমান এসেছিলেন। তারা আমাদের সিলেবাসে কাফিয়া, শরহেজামী দেখে রীতিমত আশ্চর্য হয়েছেন। তাদের বক্তব্য এমন ছিল যে, আরবে নাকি যারা নাহু নিয়ে গবেষণা করে তারাই কেবল এই সকল কিতাব অধ্যয়ন করে। পাশাপাশি তারা আমাদের আরবী ভাষার স্কিল দেখেও হেসেছেন। এত উচ্চতর নাহু-ছরফ পড়া ছাত্ররা আরবী ভাষায় এতটা কাঁচা কিভাবে হয়, এটাও তারা মেলাতে পারেননি। অবশ্য না মেলাটাই স্বাভাবিক। কারণ নাহু যদি খাবারে লবণের মত হয় তবে আমাদের কাছে কোন খাবারই নেই। রয়েছে বস্তা বস্তা লবণ। আমাদের অঙ্গনে এই লবণ দিয়েই ইলম পরিমাপ করা হয়।

নাহু-ছরফ কখনোই মৌলিক ইলম নয়। এগুলো সহায়ক ইলমের সহায়ক ইলম। অর্থাৎ কুরআন-হাদীছ মৌলিক ইলম। তা বুঝার জন্য আরবী ভাষা সহায়ক ইলম এবং আরবী ভাষা বোঝার জন্য নাহু, ছরফ, বালাগাত হ'ল পরের ধাপের সহায়ক ইলম। আমরা সেটা নিয়েই পড়ে আছি। একজন ছাত্র এই সহায়ক ইলম অর্জনের যাত্রা শেষে কিভাবে দ্রুত মৌলিক ইলম অর্জনে মনোনিবেশ করবে এটা আমরা কেউই ভাবি না। আমরা মনে করি, মুবতাদা খবরের তারকীব মিলানোই একজন আলেমের একমাত্র জীবন-উদ্দেশ্য। আমরা বছরের পরে বছর সময় এখানেই নষ্ট করি। ফলাফলে শিক্ষার্থীরা কুরআন-হাদীছ বোঝে না। কারণ তারা ভাষায় অপরিপক্ক। এদিকে আবার মাদ্রাসায় পড়ার কারণে জেনারেল সাবজেক্টগুলোও বোঝে না। উর্দূতে যাকে বলে, 'না ইধার, না

উধার, দরমিয়ান মেঁ ছদর বদর'।

আমরা সেই গদবাধা নিয়ম থেকে সরে এসেছি। আমরা ছাত্রদের প্রয়োজনীয় ব্যাকরণ শিক্ষা দিয়ে ভাষায় দক্ষ করে তুলে দ্রুত কুরআন-হাদীছ অধ্যয়নের উপযুক্ত করতে চাই। আমরা চাই না, সহায়ক ইলম অর্জন করতেই কারো জীবনের সকল শক্তি ফুরিয়ে যাক। স্পৃহা শেষ হয়ে যাক। আমাদের কাজে ভুল থাকতে পারে। আমাদের পদক্ষেপ সঠিক নাও হ'তে পারে। তবে এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা আমাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সর্বদা আপনাদের পরামর্শ, দো'আ ও সহযোগিতা কামনা করি।

আমাদের কষ্টের জায়গা : আমরা বাংলাভাষী। জন্মের পর থেকে বাংলা ভাষায় কথা বলে আসছি। পড়ছি, লিখছি, শুনছি ও বলছি। তারপরও আমাদের সামনে যখন বাংলা ভাষার ব্যাকরণ উপস্থাপন করা হয় তখন আমাদের কাছে সেটি দুর্বোধ্য মনে হয়। বাংলাভাষী হয়েও বাংলা ব্যাকরণ কঠিন লাগে। আসলে ব্যাকরণ বিষয়টি এমনই। তাহ'লে যে ছাত্রটি আরবী পড়েনি। আরবী জানে না। তার কাছে আরবী ব্যাকরণ কেমন? অবশ্যই সহজ নয়। একে তো তারা এমন এক ভাষার ব্যাকরণ পড়ছে যে ভাষা তারা জানে না। আবার সেটা এমন ভাষায় লেখা হয়েছে সেটাও জানে না।

সবকিছুর ওপরে আমরা পাঠদানের কৌশলগত দুর্বলতার মাধ্যমে নাহু-ছরফ কঠিন করার ষোলকলা পূর্ণ করেছি। এতটাই কঠিন করেছি যে, ছাত্ররা ব্যাকরণ বোঝার চেয়ে মরে যাওয়াকে সহজ মনে করে। শুধু ব্যাকরণ না বোঝার কারণে শত শত ফুল আমার চোখের সামনে কলিতেই ঝরে যেতে দেখেছি। আমি তাদের জন্য কিছু করতে পারিনি। সর্বশক্তি দিয়েও দ্বীনী শিক্ষায় তাদেরকে আটকে রাখতে পারিনি। তাদের সেই কিতাব না বোঝার হতাশ চাহনি আমি আজও মনের আয়নায় দেখি। তাদের নিরাশার বাক্যগুলো এখনো আমার কানে শুনি।

মাসখানেক আগে তাদের একজনের সাথে দেখা হয়েছিল আমাদের মাদ্রাসার সামনে। সে এখন ট্রাকের ড্রাইভার। আমার চেয়ে বয়সে অনেকটাই ছোট। লেখাপড়ার শুরুটা বেশ ভালোই করেছিল। যখন একটু ওপরের দিকে গেল তখনই এই সকল দুর্বোধ্য কিতাবগুলো তার পড়ালেখা বন্ধ করে দেয়। কথার পিঠে আমি তাকে বললাম, 'জানো! আমি এখন ওই বইগুলোর বিকল্প সাবলীল বাংলা বই সংকলনের কাজ করছি'। সে বলল, 'করেন ভাই! ইলম-কালাম আমাদের কপালে নাই'। তার এই কথা শুনতে আমার কেমন লেগেছে সে অনুভূতি আমি প্রকাশ করতে পারব না। তবে এটাই আমাদের অন্তর দহন।

এই দহনের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী আমাদের মুরুব্বীগণ। যারা মনে করেন, ইলম কষ্ট করেই অর্জন করতে হবে। এখনো অনেক বড় বড় মাদ্রাসা পরিচালক আছেন যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ছাত্রদের দুই বেলা খাওয়ার উপযোগী খাবার দেন না। আর্থিক অবস্থা ভাল থাকার পরেও ছাত্রদেরকে ভাল আবাসনের ব্যবস্থা করে দেন না। বলেন, 'আমরা কোনদিন তরকারি দিয়ে ভাত খাইনি। আমরা কোনদিন ফ্যানের বাতাসে ঘুমাইনি'।

নাহু মুখস্থ নয়, শেখাতে হবে : এ পর্যায়ে আমরা কিছু দিকনির্দেশনামূলক কথা বলব। আশা করি, এই কথাগুলো আপনার নাহু পাঠদানের অভিজ্ঞতাকে আরো সমৃদ্ধ করবে। শুরুতেই আপনাকে জানতে হবে, কোনটা শিখতে হয় আর কোনটা মুখস্থ করতে হয়। অল্প কথায়, মূলনীতি কেন্দ্রিক বিদ্যা শিখতে হয়। আর যে বিদ্যার মাঝে কোন মূলনীতির উপস্থিতি নেই তা মুখস্থ করতে হয়। যেমন, গণিতের মূলনীতি রয়েছে। যেখানে একটি মূলনীতির আলোকে হাযারটা গণিতের জন্ম হয়। সুতরাং গণিত শিখতে হয়। কবিতা লেখার মূলনীতি রয়েছে। তবে কবিতা মুখস্থের কোন মূলনীতি নেই। তাই কবিতা মুখস্থ করা গেলেও কবিতা লেখা শিখতে হবে। আশা করি বিষয়টি বোঝা গেছে।

নাহু, ছরফ, বালাগাত সবই মূলনীতি কেন্দ্রিক বিদ্যা। সুতরাং এগুলো শিখতে হবে। এবার আপনি বলতে পারেন, তাহ'লে তো মুখস্থ করার কিছুই নেই! না, এমন নয়। আমি আপনাকে মুখস্থের ময়দান দেখাচ্ছি। যে কোন ভাষা শেখার সবচেয়ে মযবূত খুঁটি হচ্ছে শব্দভাণ্ডার। আরবীতে বলা হয় মুফরাদাত। এই বিদ্যার কোন মূলনীতি নেই। আপনি প্রাণ ভরে মুখস্থ করুন। কোন সমস্যা নেই। আপনি যত বড় শব্দভাণ্ডারের মালিক; আপনি ভাষায় ঠিক তত বড়ই কিংবদন্তি।

আপনি কুরআনের আয়াত মুখস্থ করুন, হাদীছের মুতূন মুখস্থ করুন। তবে দয়া করে ইলমুন নাহু মুখস্থ করবেন না, করাবেন না। ইলমুন নাহু একটি গভীর মূলনীতি কেন্দ্রিক বিদ্যা। সুতরাং এটা শিখতে ও শেখাতে হবে। ছাত্রদেরকে কখনো বলবেন না, 'এখন মুখস্থ কর, পরে বুঝতে পারবে'। মাদ্রাসার শতভাগ ছাত্রই এই বাক্যের সাথে পরিচিত। এই বাক্য তারা কেবল ছরফ এবং নাহুর ক্লাসেই শুনেছে। যাদেরকে এই কথা বলা হয়েছে তাদের অনেকেই এখন বড় হয়েছে। লেখাপড়াও শেষ হয়েছে। তারাই বিচার করুক, এই কথার সত্যতা কতটুকু। সত্যি বলতে এটা একটা মিষ্টি ধোঁকা। যা খুব সহজেই শিক্ষার্থীদের খাওয়ানো যায়।

পরিভাষা বোঝার প্রয়োজনীয়তা : আমরা বলি, পরিভাষামূলক শব্দগুলো ছাত্রদের চিনাতে হবে। শুধু সংজ্ঞা মুখস্থ করালে হবে না। আপনি দরসে পরিভাষাগুলো নিজের ভাষায় বুঝিয়ে বলে বাংলা ভাষায় তার উদাহরণ দিন। প্রতিটি পরিভাষায় দশের অধিক উদাহরণ দিন। বলুন, 'দুইটি শব্দের একটি যদি আরেকটির গুণ বুঝায় তবে তা মুরাক্কাবে তাওছীফী। যেমন : নতুন খাতা, পুরাতন টুপি, সুন্দর কলম ইত্যাদি'। তারা সহজে বুঝে গেলে নিজেদের খাতায় বাংলায় বিশটি উদাহরণ লিখতে বলুন। পরিভাষা বোঝানোর স্বার্থে প্রথম দুয়েকমাস নাহু ক্লাসে আরবী উদাহরণ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন। অন্যথা ছাত্ররা সংজ্ঞার সাথে উদাহরণকে মিলাতে পারবে না। তাদের মস্তিষ্কে সেই পরিভাষার চিত্র অঙ্কিত হবে না। তারা মুখস্থ করতে বাধ্য হবে। ফলে যা হবার তাই হবে।

পরিভাষা মুখস্থ করার পরে একজন ছাত্রের নাহু পড়ার অভিজ্ঞতা কেমন হবে তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেয়া যায়। মনে করুন, একজন ছাত্র তার বইয়ে ডিম ভাজার রেসিপি পড়ছে। সেখানে লেখা আছে, প্রথমে চুলাতে কড়াই গরম করে নিতে হবে। এরপর কড়াইতে তেল দিতে হবে। তারপর তেল গরম হয়ে গেলে সেখানে ডিম ভেঙ্গে দিতে হবে। তবে ছাত্রটি চুলা চিনে না। কড়াই চিনে না। ডিম কাকে বলে সে জানে না। তার কাছে এই নিয়মটি মোটেও সহজ নয়। যদিও নিয়মটি একদম সাবলীল ভাষায় লেখা হয়েছে।

আপনি এই নিয়মটি তার সামনে যতই সহজভাবে ডজন খানেক উদাহরণ দিয়ে উপস্থাপন করেন না কেন, আপনার উপস্থাপনা তার মাথার ওপর দিয়েই যাবে। যতদিন সে রেসিপিতে উল্লেখিত প্রত্যেকটি জিনিস না চিনবে ততদিন সে এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবে না। হ্যাঁ, সে হয়ত বই থেকে মুখস্থ করে নিতে পারবে। তবে এই মুখস্থ রেসিপি দিয়ে সে জীবনে ডিম ভাজতে পারবে না। আর আপনি হতাশ হয়ে বলবেন, ছাত্রদেরকে এত সহজ করে বুঝাই! তারা বোঝে না কেন! এদিকে তারা পরিভাষাগুলোর সাথেই পরিচিত নয়!

মনে করুন, একজন ছাত্রকে আপনি শুধু এই লাইনটা বুঝানোর চেষ্টা করছেন যে, 'ফায়েল সর্বদা মারফূ হবে'। অথচ সে ফায়েল চিনে না, আবার মারফূও চেনে না। তাহ'লে এটা যত সাবলীল ভাষাতেই লেখা হোক সে বুঝতে পারবে না। তার ওপরে যদি বলা হয়, 'বা'দ কেহ ফায়েল মারফূ বাশাদ'! তাহ'লে তো হ'লই। পড়াশোনার কর্মকাণ্ড এখানেই শেষ! তাই আমরা চাই, ছাত্ররা সহজ বাংলায় নাহুর পরিভাষা-গুলো বুঝতে পারুক। তবে শুধু কিতাব বাংলায় হ'লে হবে না। আমাদের বুঝানোও হ'তে হবে একদম নিজের ভাষায়।

একটি অমার্জিত নাহুর উদাহরণ : নিজের ভাষায় নাহু কাকে বলে তার একটি উদাহরণ দিতেই হয়। প্রতিটি কিতাবেই নাহুর আলোচনা লাফয থেকে শুরু হয়। সে হিসাবে আমি যদি বলি, মানুষের মুখে উচ্চারিত শব্দকে লাফয বলে। সেই লাফযের অর্থ থাকতেও পারে আবার নাও পারে। অর্থ না থাকলে মুহমাল। অর্থ থাকলে মাওযূ'। এখন মাওযূ' যদি একটিই মাত্র শব্দ হয় তবে তাকে মুফরাদ বলে। আর কয়েকটি শব্দ একসাথে হ'লে তাকে মুরাক্কাব বলে। মুফরাদ হয়ত নিজেই নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারবে অথবা পারবে না। যদি না পারে তবে তা হরফ। যদি পারে তবে তা দুই প্রকার। অর্থের ভেতরে সময় পাওয়া গেলে ফে'ল। সময় না পাওয়া গেলে ইসম।

মুরাক্কাব যদি পরিপূর্ণ বাক্য হয়ে যায় তবে তাকে মুফীদ বলে। আর পরিপূর্ণ বাক্য না হ'লে গাইরে মুফীদ বলে। মুফীদের শুরুর শব্দ যদি ইসম হয় তবে তা ইসমিয়্যাহ। শুরুর শব্দ যদি ফে'ল হয় তবে তা ফে'লিয়্যাহ। আর অর্থের ক্ষেত্রে যদি অর্থটি সত্য বা মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা রাখে তবে তা খাবারিয়্যাহ। সম্ভাবনা না রাখলে তা ইনশাইয়্যাহ। গাইরে মুফীদের মাঝে সাধারণত দুইটি করে ইসম হয়। দুইটি ইসমের একটি যদি অপরটির গুণ বুঝায় তবে তা মুরাক্কাবে তাওছীফী। আর যদি একটির সাথে অপরটির মালিকানার সম্পর্ক হয় তবে মুরাক্কাবে ইযাফী।

আমি জানি, এটা আপনাদের কাছে অমার্জিতই মনে হবে। কারণ এখানে ভাষা উন্নত নয়। মার্জিত নয়। তবে আপনি যেভাবে, যে ভাষাতেই পড়ান না কেন, শেষ পর্যন্ত এটাই মূলকথা, যা আমি বললাম। আমার মনে হয়, এভাবেই আমরা নাহুর প্রাথমিক পাঠ শুরু করতে পারি। শুরুতেই তাদেরকে মার্জিতের যাতাকলে পিষ্ট না করি। আমাদের অনেক শিক্ষক তো আবার 'যথা'র স্থানে 'যেমন' লিখলেও পরীক্ষায় নম্বর কেটে নেন। তারাই মূলত সর্ববিদ্যা মুখস্থকরণের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন।

শুরুতে হাঁড়গুলো মযবূত করুন : একজন শিক্ষক হিসাবে আপনাকে জানতে হবে, প্রাথমিক নাহুতে ছাত্রদের শিখানোর বিষয় কোনটি! একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যে কোন শাস্ত্র পড়ার পূর্বে সেই বিষয়ের অস্থিকাঠামোর সাথে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। আপনি যখন ইমারত নির্মাণ করবেন তখন কিছু ভিত্তি স্থাপন করেন যা ইমারতকে টিকে থাকতে শক্তি যোগায়। ঠিক তেমনই কোন শাস্ত্র আয়ত্ব করার পূর্বে আপনার মস্তিষ্কে সেই শাস্ত্রের অস্থিকাঠামো বা কঙ্কালকে মযবূতভাবে ধারণ করুন।

যে কোন শাস্ত্রের অস্থিকাঠামো হ'ল, সেই শাস্ত্রে ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহ। যেমন উলূমুল হাদীছের অস্থিচিত্র হ'ল, ছহীহ, যঈফ, শায, মাহফূয ইত্যাদি। ইলমুছ ছরফের জন্য মাযী, মুযারে, ছীগাহ, বাহাছ, গায়েব, হাযের ইত্যাদি। ঠিক তেমনই ইলমুন নাহুর জন্য মুফরাদ, মুরাক্কাব, মুনছারিফ, মাবনী এগুলো অস্থিকাঠামো। এই হাঁড়ের অবয়ব যত মযবূত হবে গোশত লেপনের পরে তা ঠিক ততটাই শক্তিশালী ও স্থায়ী হবে। এই বিষয়টিকে আপনার মাথায় রাখতে হবে। একজন ছাত্র আমীনুন নাহুতে একটিও নাহবী মাসআলা না শিখুক, একটিও তারকীব না পারুক কোন সমস্যা নেই। তবে তাকে আমীনুন নাহুতে উল্লেখিত সকল পরিভাষা চিনতে পারতে হবে। 'মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলা গঠন হয়' এই কথাটা তার মুখস্থ না থাক, তবে তাকে জানতে হবে, মুবতাদা কী! খবর কী! জুমলা কী!

অনেকে মনে করে, নাহবেমীর মুখস্থ করে ফেলি। হেদায়াতুন্নাহুতে গিয়ে সব বুঝে নিবো। এই চিন্তাধারা ভুল। ওপরের কিতাব কখনো নীচের কিতাবের দুর্বলতা দূর করতে পারে না। তবে নীচের কিতাব ওপরের কিতাবের জন্য ছাত্রদের সবল করতে পারে। কারণ ভিত্তি সর্বদা নীচে থাকে। সেই ভিত্তিকে মযবূত করার জন্য যেমন কার্যকরী পাঠদান পদ্ধতি প্রয়োজন তেমনই প্রয়োজন সঠিক অনুশীলনের।

আমাদের অনেক শিক্ষকই শুধু নাহু মুখস্থ করিয়ে ক্ষান্ত থাকেন। অনুশীলন করান না। যা সঠিক নয়। আমাদেরকে পড়ানোর পাশাপাশি অনুশীলনে সময় ব্যয় করতে হবে। আমীনুন নাহুতে অনুশীলন পদ্ধতি এমন হবে যে, ১৬ প্রকার ইসমে মু'রাব পর্যন্ত পড়ানোর পরে সর্বনিম্ন এক মাস বিভিন্ন

আরবী কিতাব বা কুরআন-হাদীছের নুছূছ পড়ে ছাত্ররা ইবারতের প্রতিটি শব্দের বিশ্লেষণ করবে। তারা বলবে, প্রতিটি শব্দ মুরাব নাকি মাবনী, মু'রাব হ'লে মু'রাবের কোন প্রকার এবং মাবনী হ'লে মাবনীর কোন প্রকার। ১৬ প্রকার পর্যন্ত অনুশীলনী এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এরপরে যখন আমেলের আলোচনা শেষ হয়ে যাবে তখন আরবী ইবারতের প্রতিটি শব্দের মু'রাব-মাবনীর প্রকার নির্ণয়ের পাশাপাশি শব্দটি কোন হালাতে রয়েছে, রাফা, নছব নাকি জার এবং কে তার মাঝে আমল করেছে। এতটুকুও বলবে। এটাই হচ্ছে আমীনুন নাহুতে নাহবী অনুশীলন।

হেদায়াতুন্নাহু পড়ানোর পূর্বে যা অবশ্যই নিশ্চিত করবেন : হেদায়াতুন্নাহু একটি ভারি কিতাব। যা পরিপূর্ণ বোঝার জন্য একটু বয়সের প্রয়োজন। সেদিকে লক্ষ্য করে আমরা অষ্টম বা নবম শ্রেণীতে হেদায়াতুন্নাহু পড়িয়ে থাকি। অনেকেই ক্লাসের পরে ক্লাস পার করে আমাদের সামনে হেদায়াতুন্নাহুর দারসে এসে বসে। অথচ তারা নাহুর পরিভাষাগুলোই বোঝে না। এদিকে হেদায়াতুন্নাহু পরিভাষা বোঝার কিতাব নয়। মাসআলা বোঝার কিতাব। ফলাফলে তাদেরকে যতই সহজভাবে দারস বোঝানোর চেষ্টা করা হোক না কেন তাদের কাছে তা কঠিনই থেকেযায়। এই সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য আমাদেরকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে, হেদায়াতুন্নাহুর দারসে বসা প্রত্যেকটি ছাত্রের নাহবী পরিভাষাগুলো যথাযথ আয়ত্বে আছে কি-না।

আমরা মনে করি, একজন ছাত্র নাহবেমীর বা আমীনুন নাহু পড়েছে মানেই সে এখন হেদায়াতুন্নাহু পড়ার উপযুক্ত। কিন্তু এটা মৌলিক মানদণ্ড হ'তে পারে না। কারণ নাহবেমীর হেদায়াতুন্নাহুর প্রথম খণ্ড নয়। দুটোই স্বতন্ত্র নাহুর কিতাব। একটি হালকা, অপরটি ভারি। তাই নাহবী পরিভাষাগুলো আয়ত্বে থাকাই হেদায়াতুন্নাহুর উপযুক্ত হওয়ার মৌলিক মানদণ্ড হ'তে পারে। যদি আমরা এই বিষয়টি শক্তভাবে নিশ্চিত করতে না পারি তবে আমাদের হেদায়াতুন্নাহুর দারস হতাশায় পরিপূর্ণ থাকবে। এখান থেকে উত্তরণের কোন দ্বিতীয় পথ নেই।

শিক্ষক নির্দেশিকা : পাঠদান কেমন হবে তা বইয়ের ওপর নির্ভর করে না। শিক্ষকের ওপর নির্ভর করে। শিক্ষকের মস্তিষ্কে যদি শাস্ত্রীয় জ্ঞান থাকে তবে দারস হবে শাস্ত্রীয়। যদি তা না থাকে তবে দারস হবে কিতাব কেন্দ্রিক। এটা স্বাভাবিক। সুতরাং আপনি যে বিষয়ে পাঠদান করেন সে বিষয়ে নিজেকে একজন শাস্ত্রীয় ব্যক্তি হিসাবে গড়ে তুলুন। আপনিই আগে ভালভাবে শিখুন। কখনো বলবেন না, আমাদের শিক্ষকগণ এভাবে পড়িয়েছেন। আপনার শিক্ষক বিশ বছর আগে যা পড়িয়েছেন তা তোতাপাখির মত মুখস্থ করে দারসে বসে আওড়াবেন না।

আমরা যখন কাফিয়া পড়েছি তখন 'লাফয' নিয়েই আলোচনা হয়েছে এক সপ্তাহ। 'হাযাজির' শব্দটি মুনছারিফ নাকি গাইরে মুনছারিফ এই নিয়ে তিন দিন আলোচনা হয়েছে। তানাযু এর বাহাছে বছরাবাসী ও কূফাবাসীকে নিয়ে বিশ্বযুদ্ধ চলেছে সপ্তাহব্যাপী। এত বড় ইলমের সাগর হওয়ার পরেও শতকরা নব্বইজন ছাত্র হারাকাত ছাড়া আরবী পড়তে পারে না। কারণ মৌলিক ইলম তাদের নেই। সুতরাং আপনি সেই শিক্ষকদের মত হবেন না। লেখক 'বিসমিল্লাহ' ছাড়া কিতাব শুরু কেন করলেন এই বিষয়ে দশদিন আলোচনা করবেন না। আপনি প্রথম দিনই মূল আলোচনায় যান। বাকী নয়দিন মাসআলাগুলোর প্রায়োগিক স্থান দেখান।

হেদায়াতুন্নাহুর দারসে বসার আগে আপনিই ভালভাবে বুঝুন, 'তাক্বদীরে ইনফিছাল' কাকে বলে! 'ইযাফতে লাফযী' কাকে বলে! ছাত্ররা প্রশ্ন করলে আপিন যেন বুঝিয়ে দিতে পারেন। মনে করুন, আপনি ক্লাসে বললেন, নিয়মিত পত্রিকা পাঠ করা ভাল। একজন ছাত্র আপনাকে প্রশ্ন করল, পত্রিকা কি? সে এটা না চিনতেও পারে। আপনার উচিৎ হবে তাকে বিভিন্ন সংজ্ঞার মাধ্যমে বুঝাতে চেষ্টা করা। সে যদি আক্রমণ করার জন্যও প্রশ্ন করে তবুও ধমক দিবেন না। উত্তর দেয়ার মাধ্যমে তাকে প্রতিহত করুন। এমনও বলবেন না যে, আরে পত্রিকা চেন না? ঐযে পত্রিকা আছে না? ওগুলোই তো পত্রিকা! এটাকে বলে গোঁজামিল। যা ছাত্ররা পসন্দ করে না।

আরবী ব্যাকরণের দারসে অবশ্যই ছাত্রদের প্রশ্নকে মূল্যায়ন করুন। দারসের শেষে পাঁচ মিনিট সময় নিয়ে হ'লেও তাদের বলুন, তোমাদের কোন প্রশ্ন থাকলে করতে পারো। ছাত্রদের প্রশ্নের দায়সারা উত্তর দেবেন না। প্রশ্ন এড়িয়ে যাবেন না। আমরা অনেক শিক্ষককে ছাত্রদের প্রশ্নের ভুল উত্তর দিতেও দেখেছি। তারা মনে করেন, ছাত্ররা তো কিছু জানে না। তাদেরকে যা বোঝানো হবে সেটাই বুঝবে। এটা আপনাদের ভুল পদ্ধতি। আপনি না জানলে বলুন, 'আমি এটা জানি না। তবে জেনে তোমাদেরকে জানাতে পারি'। সর্বোপরি ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবুন। কিভাবে তারা সহজে শিখতে পারে সেটা নিয়ে ভাবুন। আমরা বিশ্বাস করি, কিতাবের মাধ্যমে ছাত্র গড়ে না। ছাত্র গড়েন শিক্ষক। শিক্ষক যদি যোগ্য হোন তবে ফারসী-বাংলা নিয়ে কোন কিলোকাল থাকবে না। এটাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আল-হুদা ইসলামী লাইব্রেরী

ইসলামী কিতাব ও বই-পুস্তক প্রাপ্তির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

এখানে হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ সহ অন্যান্য প্রকাশনীর ইসলামী, ক্বওমী, আলিয়া মাদ্রাসার কিতাব ও স্কুল, কলেজের যাবতীয় বই-পুস্তক এবং স্টেশনারী সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ শামসুল হুদা বিন আব্দুল্লাহ

বি. দ্র. দেশের সর্বত্র ভি.পি, কুরিয়ার সার্ভিস ও ডাকযোগে বই পেতে যোগাযোগ করুন।

মোবাইল : ০১৭২০-৬৬৭৯৩০, ০১৭৪০-৫৪৮৫৪৬

ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া, (আম চত্বর), রাজশাহী।

নেককার স্ত্রী

-মূল মুহসিন জব্বার
*অনুবাদ : নাজমুন নাঈম**

শায়খ আবূ ইসহাক আল-হুইনী তার এক বন্ধুর বাড়িতে যান। তখন তার বন্ধু খুবই বিষাদগ্রস্ত ছিলেন। তিনি তার দুঃখের কারণ জানতে চাইলে তার বন্ধু ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, শায়খ! আমার স্ত্রী অসুস্থ। আমি বিগত কয়েক দিন যাবৎ তার পাশে আছি। শায়খ কিছুটা অবাক হয়ে বললেন, আল্লাহ তাকে দ্রুত শিফা দান করুন। কিন্তু তুমি তো তার সাথেই আছ, তাহ'লে তোমার এত কান্নাকাটির কারণ কী?

তিনি বললেন, আপনি যদি আমার স্ত্রী সম্পর্কে জানতেন, তাহ'লে আমাকে দোষারোপ করতেন না। বরং আমার কান্নার কারণ বুঝতে পারতেন। তাহ'লে শুনুন আমার গল্প।-

তিনি বললেন, আমি খুবই সাধারণ একটা চাকুরী করি। আমার উপার্জন খুবই সামান্য। কোন রকমে জীবন চলে যায়। এমতাবস্থায় আল্লাহ্র ইচ্ছায় একদিন এক ব্যক্তি আমার সততা ও সচ্চরিত্রতা দেখে মুগ্ধ হয়ে তার মেয়েকে আমার সঙ্গে বিয়ে দেন। আমার শ্বশুর ছিলেন একজন ধনী ব্যক্তি। বিয়ের পর বুঝতে পারলাম, আমার স্ত্রী সম্ভ্রান্ত বংশের একজন বুদ্ধিমতী ও পুণ্যশীলা নারী। তার কারণে আমার জীবন প্রশান্তির বাগানে পরিণত হয়েছে। আমি সত্যিই একজন সৌভাগ্যবান পুরুষ।

একদিন আমার শ্বশুর আমার নিকটে এসে বললেন, আল্লাহকে ভয় কর! তোমার স্ত্রীর জন্য কিছু রুটি, পনির, ফালাফেল (ঝাল ডাল বড়া) এবং মটরশুটি কিনে নিয়ে যাও। তাকে বেশী মাছ-গোশত খেতে দিও না। সে মাছ-গোশত ও ফলমূল খেতে খেতে বিরক্ত হয়ে গেছে।

তার কথায় আমি হতবাক হয়ে গেলাম! আমি তো আমার স্ত্রীকে মাসে একবারও গোশত খেতে দিতে পারতাম না! আমি যখন আমার স্ত্রীর কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলাম, তখন আমি এমন এক সত্য জানলাম, যা আমার হৃদয় কাঁপিয়ে দিল। তার প্রতি সম্মান ও ভালোবাসায় আমার চোখে পানি চলে এলো।

আমার স্ত্রী যখন তার বাবার বাড়ি যায়, সেখানে তাকে সুস্বাদু গোশত, চর্বিযুক্ত খাবার ও দামী ফলমূল খেতে দেওয়া হয়। কিন্তু সে বলে, আমি এগুলো আর খেতে চাই না। এসব খেতে খেতে আমি বিরক্ত হয়ে গেছি। আমার স্বামী আমাকে প্রচুর মাছ-গোশত খাওয়ান। তাই আমি এখন শুধু পনির, ফালাফেল ও শাক-সবজি খেতে চাই।

কিন্তু বাস্তবে আমাদের ঘরে মাছ মাঝে মাঝে আসলেও গোশত মাসে একবারও জুটতো না! আমাদের খাবার ছিল পনির, ফালাফেল, শাক-সবজি আর মটরশুটি। হয়তো এজন্য সে বাবার বাড়িতে মাছ-গোশত খেয়ে অভ্যস্ত হ'তে চায়নি।

আমার স্ত্রী জানতো, আমি গরীব। তবুও সে কখনো আমার অভাবের কথা তার পরিবারের কাছে প্রকাশ করেনি। বরং সে এমনভাবে কথা বলত, যাতে তার পরিবার মনে করে আমি একজন স্বচ্ছল ও সম্মানিত ব্যক্তি। শুধু যাতে আমি লজ্জিত না হই, এজন্য সে ক্ষুধা ও কষ্ট সহ্য করত! সে আমাকে সান্ত্বনা দিত এবং বলত, আল্লাহ আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা করছেন। একদিন নিশ্চয়ই এর প্রতিদান দিবেন। সে একজন সত্যিকারের ধৈর্যশীলা নেককার স্ত্রী। আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট।

অতঃপর শায়খ আবু ইসহাক আল-হুইনীর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, শায়খ! এখন কি আপনি বুঝতে পারছেন আমি কেন কাঁদছি? তার এরকম বহু অসাধারণ গুণ রয়েছে। এটি তার মধ্যে একটি ছোট অংশ মাত্র! আপনিই বলুন, আমি কি সৌভাগ্যবান নই?

শায়খ আবু ইসহাক মাথা নীচু করে নিলেন। তার চোখে পানি এসে গেল। তিনি তার জন্য দো'আ করলেন আর বললেন, হ্যাঁ, তিনি সত্যিকারের একজন নেককার স্ত্রী! একজন নেককার স্ত্রী জানেন, কিভাবে আল্লাহ্র সাথে বাণিজ্য করতে হয়। তিনি জানেন যে, স্বামীর সন্তুষ্টি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির মাধ্যম এবং তার জান্নাতের চাবি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কোন নারী যখন মৃত্যুবরণ করে এমতাবস্থায় যে, তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(তিরমিযী হা/১১৬১; ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৪, সনদ যঈফ)*।

** শিক্ষার্থী, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা
(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)
পরিচালনায় : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (এম.এম, এম.এ)।
সার্বিক ব্যবস্থাপনায় :
স্মার্ট ট্যুরস এ্যান্ড ট্রাভেলস
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫২৫।
বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতি মাসে ওমরাহ গ্রুপ চলমান। ১,৩০,০০০-১,৪০,০০০ টাকার মধ্যে উন্নতমানের খাবার ও আবাসন সহ ছহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে ওমরাহ পালনের সুযোগ রয়েছে।
সাতক্ষীরা অফিস : কামালনগর ঈদগাহ সংলগ্ন, সাতক্ষীরা
মোবাইল : ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯৭৮-১০৭৮০৫

আত-তাহরীকের প্রতি এক অদম্য ভালোবাসা

জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা হৃদয়ে এমন দাগ কাটে, যা চিরকাল থেকে যায় স্মৃতির পাতায়। আমার জীবনে আত-তাহরীক এক স্মরণীয় অধ্যায়, যার সঙ্গে আমার আবেগ-অনুভূতি ও আত্মিক টান আজও গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। আমি তখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই আবুল কালাম আযাদের হাত ধরেই আমার পড়ালেখার সূচনা। শরতের এক পড়ন্ত বিকেলে আমাদের গ্রামের জনৈক ব্যক্তির কাছ থেকে আমাকে এনে দিলেন আত-তাহরীক। আমার হাতে একটি ভিন্নধর্মী পত্রিকা। বয়স ও বুদ্ধির সীমাবদ্ধতায় তখন পত্রিকার অনেক কিছুই বুঝিনি। কিন্তু এর শব্দ ও শিরোনামগুলো আমার মনে এক নতুন কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। নতুন শব্দ জানার তীব্র আগ্রহ জন্ম নেয়। সেখান থেকেই আমার জ্ঞানের যাত্রা শুরু।

পত্রিকাটি প্রথম পাওয়া :

২০০৮ সালের মে মাস থেকে আমরা পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক হয়ে যাই। এরপর ষষ্ঠ শ্রেণীতে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর চুয়ামালিকপাড়া রেজওয়ানুল উলূম আলিম মাদ্রাসায় ভর্তি হই আমার পিতা-মাতার অনুপ্রেরণা ও দিকনির্দেশনায়। মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার পর দেখতাম আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদের অনেকেই এই পত্রিকাটি পাঠ করতেন। সেখান থেকেও আমি অনুপ্রাণিত হই। মাদ্রাসার পার্শ্ববর্তী বাজারের লাইব্রেরীতে প্রতি মাসের ১০ তারিখে গিয়ে আত-তাহরীক-এর খোঁজ নেওয়া আমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। পত্রিকাটি আমার ভাল লাগায় পরিণত হয়। এটাকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণের চিন্তা করি। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১১ সালের তাবলীগী ইজতেমায় পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশিত (সেপ্টেম্বর '৯৭) সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে সক্ষম হই। এরপর এলাকার অন্যান্য পাঠকদের কাছেও খোঁজ নিই। কিন্তু আর কোন সংখ্যা পাওয়া যায়নি। কিছুটা হতাশ হ'লেও আল্লাহ্র ওপর ভরসা রেখে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই।

২০২২ সালের ২৫শে নভেম্বর শুক্রবার তাওহীদের ডাক পত্রিকার জন্য যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা গোলাম যিল কিবরিয়ার সাক্ষাৎকার নিতে যাই। সাক্ষাৎকার শেষে আমি আত-তাহরীক-এর সকল কপি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কথা জানালে তিনি আমাকে তাঁর রিডিং রুমে নিয়ে গিয়ে একটি আলমারী খুলে বললেন, 'তোমার প্রয়োজনীয় সংখ্যাগুলো খুঁজে বের করে নাও'। সেখান থেকে আমি কিছু সংখ্যা সংগ্রহ করি।

সবশেষে ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলনে'র প্রধান উপদেষ্টা এবং মাসিক আত-তাহরীকের এজেন্ট মাস্টার আমীরুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তিনি আন্তরিকভাবে বলেন, 'তুমি একটি তালিকা দাও, আমি তোমার প্রয়োজনীয় সংখ্যাগুলো বের করে রাখব'। তাঁর সহায়তায় আমার বহু বছরের স্বপ্ন পূরণ হয়। আত-তাহরীক-এর প্রথম সংখ্যা থেকে বর্তমান পর্যন্ত সবকিছুই আমার সংগ্রহে আসে। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

আত-তাহরীক সংগ্রহে যারা আমাকে সহায়তা করেছেন, তাদের জন্য আমি আল্লাহ্র নিকট উত্তম প্রতিদান কামনা করছি। বর্তমানে আমি পত্রিকাটির সম্পাদকীয়, দরসে কুরআন, দরসে হাদীছ, বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ সমূহ ও প্রশ্নোত্তর পর্ব থেকে নিয়মিত উপকৃত হচ্ছি। এসব লেখা আমার জ্ঞান সমৃদ্ধ করছে ও দাওয়াতী কাজ সহজ করে দিচ্ছে । এছাড়াও আমি চাই আত-তাহরীক পত্রিকাটি মাসিক না হয়ে পাক্ষিক হিসাবে প্রকাশিত হোক, যেন পাঠকরা আরো বেশী উপকৃত হ'তে পারেন।

আমি পত্রিকাটির প্রথম বর্ষ থেকে ২৮তম বর্ষ পর্যন্ত সকল সংখ্যাই বর্ষ ভিত্তিক বাঁধাই করে সযত্নে সংরক্ষণ করেছি। পাশাপাশি প্রতিটি বছরের বর্ষসূচী আলাদাভাবে ফটোকপি করে রেখেছি, যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয়বস্তু সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।

পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** স্যারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য আমি আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করি, আল্লাহ যেন তাঁদের এই খেদমত কবুল করেন এবং উত্তম প্রতিদান দান করেন। আত-তাহরীক-এর বহুল প্রচার এবং এর মাধ্যমে সমাজে শিরক ও বিদ'আত দূর হয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক একটি সুষ্ঠু ও ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হোক এই প্রত্যাশা করি।

পাঠকদের প্রতি আহ্বান :

পরিশেষে পাঠকদের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত আহ্বান ও অনুরোধ রেখে আমার এই নাতিদীর্ঘ রচনার ইতি টানছি।

১. নিয়মিত আত-তাহরীক পাঠ করুন। ২. পরিবার ও প্রিয়জনদের মধ্যে প্রচার করুন। ৩. গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলো সংরক্ষণ করুন। ৪. আলোচনা ও দাওয়াতের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করুন। ৫. লেখক ও সম্পাদকদের উৎসাহ দিন। ৬. নতুন পাঠক তৈরি করুন এবং এর প্রচার বৃদ্ধিতে সার্বিক সহযোগিতা করুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

-মামূন বিন হাসমত

লাউবাড়ীয়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD

আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- আম (মৌসুমি)
- লিচু (মৌসুমি)
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল (এক্সট্রা ভার্জিন)
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ

facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com

SCAN ME

কবিতা

ঈমান জাগানিয়া আযান

-আবূ রায়হান, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

মন্দিরে শোন্ ঘন্টা বাজে, হিন্দুরা জপে দুর্গা-শিব,
মসজিদে আজ হয়নি আযান, প্রভাতে বেহুঁশ ঘুমে নকীব।
মিনারের চূড়া হাঁকে, হে নকীব! আল্লাহ্‌র দিকে ফির,
তোর আযানে জাগবে ধরণী, দাস্তানে মুসাফির।
পুরনো সুরের পুরনো বাণী, নব জীবনের নব তাকীদ,
দেখ রে নকীব! জাগ্রত বীর নতুন করে যায় রে নিঁদ।
শক্তি সাহস লোপ পেয়েছে আযান ফুঁকাও ফের আবার,
প্রাণহীনে ফের প্রাণ দানো আর শক্তি দানো দুর্নিবার।
আসমানে দেখ নেই কো হেলাল,
ফুরায় নিশীথ জাগরে বেলাল,
তুই তো নকীব তুই তো কামাল তুই বিনে কেউ জাগবে না,
তুই জাগলেই জাগবে সবাই চাদর মুড়িয়ে থাকবে না।
মসজিদের ঐ পথ চেনে না আজ মুসলিম সভ্যতা,
হেলায় খেলায় দিন কেটে যায় অহেতুক শত ব্যস্ততা।
মিনার পানে আগাও নকীব,
মৃত্যুপুরী সাজাও সজীব,
কাফন রেখে ছালাহুদ্দীন উঠাও দেহে বীরের সাজ,
মুক্বাদ্দাসে বিছাও আবার ইমামতির জায়নামায।

ওপারের পুঁজি

-এফ. এ. নাছরুল্লাহ হায়দার
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

মসজিদের ঐ চূড়া থেকে
কে করে যায় আহ্বান?
প্রতিনিয়ত কে গেয়ে যায়
চির কল্যাণের জয়গান?
সুপথের বাণী কর্ণে শুনি
মনটা তবু পাথর মোর,
কত নিশি কেটেছে ঘুমে,
দেখিনি দু'চোখে ভোর।
আজকে নাহয় উঠি সত্বর
খুলি মনের বদ্ধ দোর,
সাধন করি নেক আমলে
সুখময় যেন হয় কবর।

অন্ধ জাতি

-মুহাম্মাদ আরাফাত ইসলাম
বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ।

আমাদের মানবতা গেছে হারিয়ে,
ফিলিস্তীন তাই একা দাঁড়িয়ে।
নেভেনি সেথায় আজো ইসলামের বাতি,
যদিও তারা আজ এক বিধ্বংস জাতি।
চারিদিকে শুনশান শুধু নিরবতা,
ইমারত ধ্বসে মারা গেছে মানবতা।
সকাল-বিকাল হয় মিসাইল হামলা,
করবে তারা কোন দরবারে মামলা!
কত যে মায়ের বুক হচ্ছে খালি,
ইহুদীরা দেখে আর দেয় হাততালি।
চারিদিকে বারুদ আর লাশের গন্ধ,
বিশ্ব মুসলমান হয়ে আছে অন্ধ।

উত্তম সাথী

-ডাঃ আব্দুল খালেক
খাঁন হোমিও হল, পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা।

আখেরাতমুখী সাথী আমায় দাওগো ভুবন মাঝে,
যাদের দেখে হৃদয় ও মন নবীন রূপে সাজে।
চলবে তারা হকের পথে সত্য-সনাতন,
মিথ্যা, মেকি, ফাঁকি যেন হয় গো বিভাজন।
আযাব-গযব বিমুখ হয়ে থাকবে সঠিক পথে,
যাদের দলে যাওয়া যাবে একসাথে জান্নাতে।
জীবন, যৌবন অর্থ ও জ্ঞান করবে না কো লয়,
যাদের সাথে থাকলে পরকালের ভালাই হয়।
দো'আ, দাওয়া, দান-ছাদাক্বা যে দেমাগে মেশে,
এমন মানুষ দেখিতে চাই আমার বন্ধু বেশে।
ধন-দৌলত জমা-জমি চাই না রহমান!
ভাল সাথী দাও দয়াময়, এ মোর আহ্বান।

দ্বীনের প্রতি রাখ রুজূ

-মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন
ইব্রাহীমপুর, ঢাকা।

দ্বীনের প্রতি রাখ রুজূ মোর মন,
দ্বীনের ওপরে দৃঢ় রাখ আমরণ।
তব নে'মত হ'তে করো না বঞ্চিত,
ক্ষমা কর গুনাহ যা অনাকাঙ্খিত।
এমন প্রশান্ত নফস কর মোরে দান,
সুখে-দুখে গায় যেন তব গুনগান।
দেহ-মনে মিশিয়ে দাও কুরআন,
চক্ষু কর্ণে মোর নূর কর দান।
দৃঢ়পদ রাখ যেন পিছলে না পড়ি,
হেদায়াত দাও যেন ভুল না করি।
হালাল রূযী দাও, বরকত দাও,
দুনিয়ায় যেন হাত না পাতি কোথাও।
প্রাচুর্য দিয়ে কর মনটা উদার,
দু'জাহানে হাসানাহ দাও উপহার।
হে আল্লাহ! কর মোরে রহমত দান,
সকল সমস্যার কর সমাধান।
সকল গুনাহ থেকে কর হেফাযত,
মরণে নছিব কর প্রিয় শাহাদাত।

স্বদেশ

দুদকের রেকর্ড সাফল্য : ৮ মাসে ১৩ হাযার কোটি টাকার সম্পদ জব্দ

বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) গত আট মাসে একটি বিপুল সাফল্য অর্জন করেছে, যা দেশের ইতিহাসে নতুন একটি মাইলফলক হিসাবে গণ্য হচ্ছে। এই সময়ে দুর্নীতিবাজদের সম্পদ ক্রোক ও অবরুদ্ধ করার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩ হাযার কোটি টাকারও অধিক।

দুদকের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, গত আট মাসে দেশের ভেতরে ১২ হাযার ১৩৮ কোটি টাকারও অধিক সম্পদ ক্রোক করা হয়েছে, আর ৭৭৩ কোটি টাকার সম্পদ অবরুদ্ধ করা হয়েছে। দেশের বাইরে ১২০ কোটি টাকার সম্পদ ক্রোক এবং ৪৫ কোটি টাকার সম্পদ অবরুদ্ধ করা হয়েছে। তবে এবার দেশের ভেতরে এবং বাইরে যে পরিমাণ সম্পদ জব্দ করা হয়েছে, তা অতীতের তুলনায় অনেক বেশী। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের পুরো বছরে মাত্র ৩৬১ কোটি টাকার সম্পদ জব্দ হয়েছিল।

দুদকের মহাপরিচালক আখতার হোসাইন জানান, 'গত আট মাসে সম্পদ জব্দের এই পরিমাণ নিঃসন্দেহে বিপুল। এত কম সময়ে এত অধিক পরিমাণ সম্পদ জব্দ করার রেকর্ড এর আগে কখনো হয়নি। আগামী দিনগুলোতে আরো বড় পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

বায়ু দূষণে শীর্ষে লাহোর, চতুর্থ ঢাকা

বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরগুলোর তালিকায় চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। ১৫১ একিউআই স্কোর পাওয়া এই শহরটি বাসিন্দাদের জন্য 'অস্বাস্থ্যকর' হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। পাকিস্তানের লাহোর, ভারতের দিল্লী এবং সঊদী আরবের রিয়াদ শহরগুলো যথাক্রমে ২৪২, ১৯৩ এবং ১৭৩ একিউআই স্কোর নিয়ে তালিকার প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

উল্লেখ্য, কণা দূষণের একিউআই মান ১৫১ থেকে ২০০-এর মধ্যে হ'লে 'অস্বাস্থ্যকর' হিসাবে বিবেচিত হয়, ২০১ থেকে ৩০০-এর মধ্যে হ'লে 'খুব অস্বাস্থ্যকর' বলে মনে করা হয়। এছাড়া ৩০১-এর অধিক হ'লে 'বিপজ্জনক' হিসাবে বিবেচিত হয়, যা বাসিন্দাদের জন্য মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে। ঢাকা দীর্ঘদিন ধরে বায়ুদূষণজনিত সমস্যায় জর্জরিত। এর বায়ুর গুণমান সাধারণত শীতকালে অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে এবং বর্ষাকালে উন্নত হয়।

নীরবে এইডস ছড়িয়ে পড়ছে খুলনায়

খুলনায় আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে এইডস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। যেখানে সমাজ এখনও এইচআইভি নিয়ে সংকোচে ভুগছে, সেখানে বাস্তবতা বলছে, এ রোগ ছড়িয়ে পড়ছে নীরবে, নিঃশব্দে। গত ৫ মাসে ৩১জন আক্রান্ত ও ৯জনের মৃত্যু হয়েছে। খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বর্তমানে ৪৮০ জন নিয়মিত চিকিৎসা নিচ্ছেন। কর্মকর্তারা জানান, আক্রান্তদের অধিকাংশই তরুণ। ভারতের সীমানা ঘেঁষা অঞ্চল হওয়ায় সংক্রমণ বেশী।

ঢাকার জাতীয় সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. আরীফুল বাশার বলেন, সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিনিষেধগুলো থেকে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি! আমাদের অনেক মানুষ দেশের বাইরে কাজ করছেন। আমাদের হাসপাতালে এমন অনেক রোগী পাচ্ছি, যারা দীর্ঘদিন দেশের বাইরে ছিলেন। সেখান থেকে এ রোগের ভাইরাস বহন করে দেশে এসে ধরা পড়ছে, স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে; স্ত্রী থেকে বাচ্চার মধ্যে ছড়াচ্ছে। এভাবেই দিন দিন সংখ্যা বাড়ছে।

বিদেশ

বিশ্বের ঘৃণিত দেশের তালিকায় শীর্ষে চীন, আমেরিকা ও রাশিয়া

বিশ্বের সবচেয়ে ঘৃণিত দেশের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিভিউয়ের গবেষণার ভিত্তিতে একটি তালিকা প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংবাদমাধ্যম নিউজ উইক। এই তালিকার শীর্ষে রয়েছে চীন। দেশটির বিরুদ্ধে কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা, কঠোর সেন্সরশিপ, আন্তর্জাতিক পরিবেশ দূষণে ভূমিকা এবং উইঘুর মুসলিমদের প্রতি আচরণ নিয়ে বিশ্বব্যাপী ক্ষোভ বাড়ছে। এছাড়া হংকং, তাইওয়ান ও ম্যাকাও নিয়ে চীনের অবস্থানও বিশ্ববাসীর মধ্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। তালিকায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে দুই পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া। চতুর্থ স্থানে কিম জং উনের দেশ উত্তর কোরিয়া। আর গাযায় গণহত্যা চালানো ইস্রাঈল রয়েছে এই তালিকার পঞ্চম স্থানে। ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম স্থানে জায়গা পেয়েছে পাকিস্তান, ইরান, ইরাকের মতো দেশগুলো। এছাড়া নবম ও দশম স্থানে রয়েছে যথাক্রমে সিরিয়া ও ভারত।

সামরিক সংঘাতে পাকিস্তানের চেয়ে ভারতের ক্ষতি ২১ গুণ বেশী

দুই পারমাণবিক শক্তিধর দেশ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে গত ৭ই মে-১০ই মে পর্যন্ত ৪ দিনের যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি কেবল যুদ্ধক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না- তা কাঁপিয়ে দিয়েছে অর্থনীতি, বিনিয়োগ ও আকাশপথ। প্রতি ঘণ্টায় ব্যয় হয়েছে এক বিলিয়ন ডলারের বেশী। এবারের সংঘাতে পাকিস্তানের চেয়ে ভারতের ক্ষতি ২১ গুণ বেশী বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবী করা হয়েছে। ৮৭ ঘণ্টা ২৫ মিনিট ধরে চলা এই সংঘাতের মধ্যে, ভারতের নিফটি ৫০ ও বিএসই সেনসেক্স সূচকসমূহ মিলিয়ে ৮২ বিলিয়ন ডলার মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন হারায়। উত্তর ভারতের আকাশপথ বন্ধ থাকায় প্রতিদিন ৮ মিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য ক্ষতি হয়। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) স্থগিত হওয়ায় ৫০ মিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয় টিভি স্বত্ব, টিকিট বিক্রি ও বিজ্ঞাপন থেকে। সামরিক অভিযানে খরচ পড়ে ১০০ মিলিয়ন ডলার, রাফায়েল যুদ্ধবিমানের ক্ষতির মূল্য ৪০০ মিলিয়ন ডলার। পণ্য পরিবহন ও সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ায় ক্ষতি দাঁড়ায় ২ বিলিয়ন ডলার। মোট ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৮৩ বিলিয়ন ডলার বা প্রায় ১০ লাখ কোটি টাকা।

অন্যদিকে একই সময়ে পাকিস্তানের কেএসই-১০০ সূচক ৪.১ শতাংশ কমে যাওয়ায় প্রায় ২.৫ বিলিয়ন ডলার হারায়। পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) স্থগিত হওয়ায় ১০ মিলিয়ন

ডলারের ক্ষতি হয় সম্প্রচার সম্পর্কিত খাত থেকে। আকাশপথ বন্ধ থাকায় বিমান খাতে ২০ মিলিয়ন ডলার লোকসান হয়। সামরিক অভিযানে দৈনিক ২৫ মিলিয়ন ডলার, ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারে (বেরাখটার এবং রাদ এএলসিএম) খরচ হয় ৩০০ মিলিয়ন ডলার। বিনিয়োগ আস্থা কমে গেলেও তা পরিমাপ করা যায়নি। পাকিস্তানের মোট ক্ষতি দাঁড়ায় প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার বা ৪৮ হাযার কোটি টাকা। সেই হিসাবে এই সংঘাতে পাকিস্তানের চেয়ে ভারতের ক্ষতি হয়েছে প্রায় ২১ গুণ বেশী।

সর্বাধিক বই পড়েন আমেরিকানরা, বাংলাদেশীদের অবস্থান ৯৭তম

সিইও ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন কোন দেশের নাগরিকেরা কত বই পড়েন, বই পড়ায় কত সময় যায়, তা নিয়ে একটি জরিপ করে। পাঠকের ওপর চালানো সিইও ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিনের জরিপে উঠে এসেছে নানা তথ্য। বিশ্বের ১০২টি দেশে এ জরিপ চালানো হয়। দেশগুলোর পাঠকদের মধ্যে সর্বাধিক বই পড়েন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকেরা। বছরে গড়ে ১৭টি বই পড়েন তারা। বই পড়ে শেষ করার ক্ষেত্রে তাদের পরেই ভারতীয়রা। বছরে গড়ে ১৬টি বই পড়েন ভারতের নাগরিকেরা। আমেরিকানরা বছরে বইয়ের পেছনে ব্যয় করেন ৩৫৭ ঘণ্টা, ভারতীয়রা ৩৫২ ঘণ্টা। বাংলাদেশও আছে এই তালিকায়, তবে তা ৯৭তম অবস্থানে।

ই-বুক বা অডিও বুকের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়লেই যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতীয় পাঠকেরা এখনো কাগজের বইয়ের ডুবে থাকেন। কাগজের বইয়ের আবেদন তাঁদের কাছে একটুকু কমেনি। প্রযুক্তির এ সময়ে তাঁরা হাতে বই নিয়ে আনন্দে মাতেন। এরপরে আছে যথাক্রমে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইতালী, কানাডা, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, স্পেন ও নেদারল্যান্ডস।

জরিপ অনুযায়ী বই পড়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আছে ৯৭তম অবস্থানে। একজন বাংলাদেশী বছরে গড়ে বই পড়েন মাত্র তিনটি। বই পড়ায় বছরে আমাদের পাঠকের সময় কাটে মাত্র ৬২ ঘণ্টা। বাংলাদেশের পরই ৯৮তম স্থানে আছে আরব আমিরাত। তারপর আছে মধ্যপ্রাচ্যের আরেক দেশ সঊদী আরব। দেশটির নাগরিকেরা বছরে বই পড়তে সময় ব্যয় করে মাত্র ৬০ ঘণ্টা।

৯৯ শতাংশ সম্পদ দান করে দেবেন বিল গেটস

মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস বলেছেন, তিনি আগামী ২০ বছরের মধ্যে তাঁর সম্পদের ৯৯ শতাংশ দান করে দিবেন। তিনি জানান, তিনি তাঁর ফাউণ্ডেশনের মাধ্যমে দান বাড়াবেন। এ ব্যাপারে বিশ্বের অন্যতম এই ধনকুবের সম্প্রতি এক ব্লগ পোস্টে লিখেছেন, তাঁর নামে থাকা ফাউণ্ডেশন ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন প্রকল্পে ১০ হাযার কোটি মার্কিন ডলার ব্যয় করেছে। তিনি আশা করছেন, আগামী দুই দশকে এই ফাউণ্ডেশন আরও ২০ হাযার কোটি ডলার খরচ করবে। তিনি উল্লেখ করেছেন, 'যে ব্যক্তি ধনী অবস্থায় মারা যান, তিনি গ্লানিকর অবস্থায় মারা যান। বরং ধনী ব্যক্তিদের দায়িত্ব তাঁদের সম্পদ সমাজে ফিরিয়ে দেওয়া'।

ইতিপূর্বে তিনি দীর্ঘমেয়াদে তার দাতব্য কাজ অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা করলেও এখন তিনি আগামী ২০ বছরের মধ্যে সব অর্থ ব্যয় করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। তার মতে, ২০ বছর পর আরও অনেক ধনী ব্যক্তি আসবেন, যাঁরা ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জগুলো আরও ভালোভাবে মোকাবিলা করতে পারবেন। তিনি বলেন, আমরা যদি ফাউণ্ডেশনকে স্থায়ী করার চিন্তা না করি, তাহ'লে এখন অনেক বেশী খরচ করতে পারব।

[গাযা ও সুদানসহ বিশ্বের দুর্ভিক্ষ কবলিত দেশগুলিতে এই অর্থ ব্যয়ের আহ্বান জানাচ্ছি। সর্বোপরি পরাশক্তিগুলির অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করা এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় উক্ত দান ব্যয়িত হৌক আমরা সেটাই কামনা করি (স.স.)।]

মুসলিম জাহান

গৃহযুদ্ধে জর্জরিত সুদান : এ যেন প্রচারহীন এক গণহত্যার উপাখ্যান

সুদান এখন কেবল একটি দেশের নাম নয়। এটি প্রচারহীন এক গণহত্যার উপাখ্যান। সুদানে সেনাবাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনী আরএসএফ-এর মধ্যে শুরু হওয়া নৃশংস গৃহযুদ্ধ এখন দুই বছর অতিক্রম করেছে। এই সংঘর্ষ এখন শুধু সামরিক পর্যায়েই থাকেনি। বরং রূপ নিয়েছে ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ে। বিশ্বের যেসব বিপর্যয় গণমাধ্যমে কম প্রচার পেয়েছে, সুদানের সঙ্কটটি এর মধ্যে অন্যতম। অথচ এই সঙ্কটে ইতিমধ্যে লাখ লাখ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। বহু অঞ্চল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। অস্তিত্ব সঙ্কটে পড়েছে গোটা জাতি।

সুদানের ৫১ মিলিয়ন মানুষের জন্য এর পরিণতি ভয়াবহ। হাযার হাযার মানুষ নিহত হয়েছে। ৫ কোটি মানুষের প্রায় অর্ধেক ২ কোটি ৪৬ লাখ মানুষ খাদ্য সংকটে ভুগছে। প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে, যার মধ্যে ৪০ লাখ প্রতিবেশী দেশগুলোতে পালিয়েছে। অসংখ্য মানুষ যুদ্ধ, রোগ এবং দুর্ভিক্ষের কারণে প্রাণ হারিয়েছে। দেশজুড়ে চরম অপুষ্টি এবং জাতিসঙ্ঘ স্বীকৃত দুর্ভিক্ষ অবস্থা বিরাজ করছে। যুদ্ধের ফলে পূর্ব ও মধ্যাঞ্চল সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকলেও পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চল অধিকাংশই আরএসএফ-এর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

উভয় পক্ষের বিরুদ্ধেই রয়েছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ। বিশেষ করে খাদ্যকে যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা, নির্বিচারে মানুষ হত্যা এবং বিচারবহির্ভূত নির্যাতন এর মধ্যে অন্যতম। কিন্তু আরএসএফ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আরো গুরুতর। তারা পশ্চিম দারফুরে চালাচ্ছে গণহত্যা। সংঘবদ্ধভাবে করছে নারী ও কিশোরী ধর্ষণ, পুরো সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে করছে পরিকল্পিত হামলা।

উল্লেখ্য, এই যুদ্ধের সূত্রপাত ২০১৮ সালের শেষের দিকে, যখন সুদানের স্বৈরশাসক বশীরের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়। ২০১৯ সালের এপ্রিলে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আব্দুল ফাত্তাহ আল-বুরহান ও আরএসএফ প্রধান জেনারেল হামদান দাগালো একত্রে বশীরকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। তবে দাগালো দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা করে এবং দুই নেতার মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। ফলে দুই বছরেরও কম সময়ের মধ্যে সেখানে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে রূপ নেয়।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

পৃথিবী বর্গাকার হ'লে কি হ'ত

যদি পৃথিবী বর্গাকার হ'ত, তবে আমাদের পরিচিত প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীবনের ওপর বড় পরিবর্তন আসত। বর্গাকার

আকৃতির কারণে অভিকর্ষ ক্ষেত্র অসমান হ'ত। ফলে কেন্দ্র হ'ত শক্তিশালী আর প্রান্ত হ'ত দুর্বল। ফলে ভূমির গঠন বিকৃত হয়ে কেন্দ্রে স্ফীত ও প্রান্তে চাপা হ'ত। এ কারণে প্রাণীর দেহে মেরুদণ্ড ও পেশির ওপর অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি হ'ত।

বায়ুমণ্ডল কেন্দ্রে ঘন ও প্রান্তে পাতলা হয়ে বায়ুপ্রবাহে পরিবর্তন আনত। পানি কেন্দ্রের দিকে জমে বিশাল অভ্যন্তরীণ মহাসাগর গঠন করত, আর প্রান্ত অঞ্চল শুষ্ক থাকত। ভূ-আলোড়ন ও টেকটোনিক প্লেটের আচরণ বদলে নতুন ধরনের পাহাড়, আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্প দেখা যেত।

সূর্যের আলো কেন্দ্রে সরাসরি পড়ায় সেখানে অধিক তাপ থাকত, আর প্রান্তে কম। ফলে তাপমাত্রা ও ঋতুর ব্যবস্থাপনায় বড় পার্থক্য দেখা যেত। সব মিলিয়ে, বর্গাকার পৃথিবীতে জীবনধারা হ'ত সম্পূর্ণ ভিন্ন ও জটিল।

গুগলের এআই কো-সায়েন্টিস্ট মাত্র ৪৮ ঘণ্টায় সমাধান করল ১০ বছরের বৈজ্ঞানিক রহস্য

গুগল জেমিনির নতুন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা টুল 'কো-সায়েন্টিস্ট' মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে একটি জটিল বৈজ্ঞানিক রহস্য সমাধান করে বৈজ্ঞানিক মহলে চমক সৃষ্টি করেছে। ব্রিটেনের লন্ডন ভিত্তিক ইম্পেরিয়াল কলেজের মাইক্রোবায়োলজিস্ট অধ্যাপক জোসে পেনাডেস এবং তার গবেষণা দল দীর্ঘ ১০ বছর ধরে একটি মারাত্মক জীবাণু তথা সুপারবাগ নিয়ে কাজ করছিলেন। এই সুপারবাগ অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে এতটা প্রতিরোধী যে, সাধারণ চিকিৎসায় এদের ধ্বংস করা কঠিন হয়ে পড়ে।

এটি এমন এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাক, যারা একাধিক অ্যান্টিবায়োটিকের প্রভাবকে পরাস্ত করতে সক্ষম। অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক সেবনের ফলে শরীরে এই ধরনের জীবাণুর জন্ম হ'তে পারে। একবার শরীরে ঢুকলে এটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মারাত্মক ক্ষতি করে।

অধ্যাপক পেনাডেসের তত্ত্ব ছিল, সুপারবাগ একটি ভাইরাসের সাহায্যে এক ব্যাকটেরিয়া প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাতেই প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এই তত্ত্ব শুধুমাত্র গবেষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কোথাও প্রকাশিত হয়নি। এরপর তিনি গুগলের এআই টুলকে এই রহস্য সমাধানের দায়িত্ব দেন। চমকপ্রদভাবে টুলটি মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সমস্যাটির যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দেয় এবং একটি সম্ভাব্য সমাধানও প্রস্তাব করে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, এটি শুধু গবেষকদের ধারণাকেই সমর্থন করেনি, বরং আরও চারটি নতুন হাইপোথিসিস বা সম্ভাবনার কথা বলেছে, যেগুলোর প্রতিটিই বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক।

পেনাডেসের মতে, তার গবেষণা এখনও প্রকাশিত হয়নি। তাই এআই কিভাবে এত নিখুঁতভাবে সেই গোপন তথ্য বুঝতে পারল, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং অবাক তিনি। এই অগ্রগতি বিজ্ঞানীদের মনে নতুন আশার আলো জাগিয়েছে। তারা আশা করছেন, এআই-এর সহায়তায় অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকর ওষুধ তৈরি সম্ভব হবে এবং ভবিষ্যতে সুপারবাগ চিরতরে নির্মূল করা যেতে পারে।

ইটভাটার জন্য নতুন পরিবেশবান্ধব কৌশল উদ্ভাবন

দেশী-বিদেশী গবেষকরা পরিবেশবান্ধব ও জ্বালানী-সাশ্রয়ী নতুন এক কৌশল উদ্ভাবন করেছেন, যা ইটভাটার দূষণ কমাতে সহায়ক। যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন ও স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, আইসিডিডিআর,বি, গ্রিনটেক নলেজ সলিউশনস এবং বুয়েটের গবেষকরা এই কৌশল উদ্ভাবন করেন। গবেষণা অনুযায়ী, এই পদ্ধতিতে ইট উৎপাদনে কার্বন নির্গমন ২০% ও জ্বালানী খরচ ২৩% কমে যাবে এবং সামাজিক সুফল আর্থিক ব্যয়ের তুলনায় ৬৫ গুণ বেশী হবে।

এই 'র‍্যান্ডমাইজড কন্ট্রোলড' পদ্ধতির প্রয়োগে উচ্চমানের ইট উৎপাদন বাড়ে, কয়লা খরচ কমে এবং পরিবেশের ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। এক টন কার্বন ডাই অক্সাইড কমাতে খরচ মাত্র ২.৮৫ ডলার, যেখানে ক্ষতির আর্থিক মূল্য প্রায় ১৮৫ ডলার। গবেষকরা বলছেন, দেশে সব জিগজ্যাগ ইটভাটায় এই কৌশল প্রয়োগ করলে বার্ষিক কার্বন নিঃসরণ প্রায় ২% কমানো সম্ভব।

সীরাত কোর্সে অংশগ্রহণ করে পবিত্র ওমরাহ পালনের সুযোগ নিন

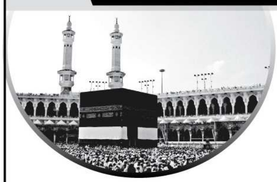

৪ মাস ব্যাপী
সীরাত কোর্স
(অনলাইন)

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড -এর
অনলাইন ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম
হাদীছ ফাউণ্ডেশন অনলাইন একাডেমী
ঘরে বসে দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের অনন্য প্লাটফর্ম।

কোর্সের সময় : জুলাই-অক্টোবর'২৫; প্রতি রবি ও মঙ্গলবার রাত ০৮:৩০-১০:০০মি.

কোর্স ফী : ১০০০/-

সীরাত কোর্সে ভর্তি হতে কোডটি স্ক্যান করুন

২য় ব্যাচে ভর্তি চলছে

পুরস্কার
পবিত্র ওমরাহ সফর ৩ জন ও রাসূল (ছাঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত স্থান পরিদর্শন।
বিশেষ পুরস্কার ৫,০০০/- ১০ জন

হাদীছ ফাউণ্ডেশন অনলাইন একাডেমী | যোগাযোগঃ ০১৬০৬-৩২৫২০২
www.academy.hfeb.net hfonlineacademy hfonlineacademy hfonline.ac@gmail.com

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

বৃ-কুষ্টিয়া দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসার নতুন ভবন উদ্বোধন

২৬শে এপ্রিল শনিবার শাহজাহানপুর, বগুড়া : অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলার শাহজাহানপুর থানাধীন বৃ-কুষ্টিয়া দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ তাহফীযুল কুরআন মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানার বালিকা শাখার নতুন ভবন উদ্বোধন করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও অত্র মাদ্রাসার সভাপতি **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। এ সময়ে তিনি মহিলাদের দ্বীনী শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং মহিলাদেরকে দ্বীনী শিক্ষার প্রতি এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার সেক্রেটারী মাওলানা দুররুল হুদা ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আব্দুন নূর। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয মুখলেছুর রহমান, অত্র মাদ্রাসার সিনিয়র সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ দিলবর রহমান, সেক্রেটারী অধ্যাপক মাহতাবুদ্দীন, উপযেলা বিএনপির সভাপতি এনামুল হক শাহীন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন, সরকারী কমরুদ্দীন ইসলামিয়া ডিগ্রী কলেজের প্রিন্সিপাল শফীকুত তারীক, বগুড়া আইডিয়াল হেরিটেজ একাডেমীর শিক্ষক মুহাম্মাদ আছিফ রেযা ও মাওলানা রেযাউল করীম সালাফী প্রমুখ।

ঈদুল ফিৎর পরবর্তী দাওয়াতী সফরে আমীরে জামা'আত

১লা এপ্রিল মঙ্গলবার চারঘাট, রাজশাহী : পবিত্র ঈদুল ফিৎরের পরের দিনকে দাওয়াতী সফরে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। সফরের বিবরণ নিম্নরূপ :

রাজশাহী-সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদার নেতৃত্বে ১টি হাইয়েস ও ১টি প্রাইভেটকার যোগে নেতা-কর্মীদের সাথে নিয়ে তিনি সকাল ৯-টায় নওদাপাড়া মারকায থেকে রওয়ানা হন। এসময় আমীরে জামা'আতের সফরসঙ্গী ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, নওদাপাড়া মারকাযের শিক্ষক মুফাক্ষার হোসাইন, মারকাযের হেফয বিভাগের সহকারী পরিচালক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। এতদ্ব্যতীত 'আল-'আওন'-এর স্বাস্থ্য বিভাগের সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ, রাজশাহী-সদর 'আন্দোলন'-এর কর্মী সালমান ফারেসী, আইটি সহকারী জিএম ওয়ালিউল্লাহ প্রমুখ।

(ক) সারদা পুলিশ একাডেমী, চারঘাট : মারকায থেকে রওয়ানা হয়ে সকাল সাড়ে ৯-টায় চারঘাট উপযেলার সারদা পুলিশ একাডেমীতে পৌঁছলে সেখানকার পুলিশ কর্মীরা এবং রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আনোয়ারুল ইসলামের নেতৃত্বে ২২টি হোণ্ডার বহর আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীদের সাদর অভ্যর্থনা জানান। এসময় এলাকার সুধী ও কর্মীদের শ্লোগানে পুলিশ একাডেমী মুখরিত হয়ে ওঠে। তারপর ৬০ জন কর্মীসহ তিনি পুলিশ একাডেমী পরিদর্শন করেন। তিনি সেখানকার পদ্মার শাখা নদীর উপরে নির্মিত ভিআইপি রেষ্ট হাউস 'পদ্মকুটির' ও ঝুলন্ত ব্রীজ গমন করেন। তিনি ভারত থেকে উপহার প্রাপ্ত ইণ্ডিয়ান জাতের বড় বড় ৪৫টি ঘোড়া ও তাদের আস্তাবল পরিদর্শন করেন। অতঃপর ভিআইপি লাউঞ্জে সেখানকার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীদের আপ্যায়ণ করান। পুলিশকর্মীদের মধ্যে অনেককে ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)-এর ভক্ত পাঠক হিসাবে দেখে তিনি আপ্লুত হন। তাদের মধ্যে একজন কেঁদে ফেলে বলেন, যে বই পড়ে আমি আমার জীবন পরিবর্তন করেছি, সেই বইয়ের লেখককে আমি আজ এখানে স্বচক্ষে দেখতে পাব স্বপ্নেও ভাবিনি।

(খ) চারঘাট বাজার মসজিদ পরিদর্শন : পুলিশ একাডেমী থেকে বেরিয়ে আমীরে জামা'আত চারঘাট বাজার আহলেহাদীছ মসজিদে পৌঁছেন। এ সময়ে সফরসঙ্গী, সুধী ও কর্মীদের শ্লোগানে এলাকা মুখরিত হয়ে ওঠে। আমীরে জামা'আত সাথীদের নিয়ে সেখানে যোহর ও আছর ছালাত জমা ও ক্বছর আদায় করেন। ছালাতের পর সেখানে সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তব্য পেশ করেন চারঘাট উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসাইনসহ আমীরে জামা'আতের সফরসঙ্গীগণ। তারপর তিনি উপযেলার অর্থ সম্পাদক আযীযুর রহমানের মিয়াপুরস্থ বাসায় সাথীদের নিয়ে দুপুরের খাবার গ্রহণ করেন এবং হালকা বিশ্রাম করেন। অতঃপর সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দাওয়াতী সফর শেষে তিনি বিকাল ৫-টায় নওদাপাড়া মারকাযে ফিরে আসেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ!*

<u>নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন বিলুপ্তির দাবীতে</u>

ঢাকায় মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ

২রা মে শুক্রবার বায়তুল মোকাররম, ঢাকা : অদ্য বাদ জুম'আ নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন বিলুপ্তি ও এর প্রতিবেদন বাতিলের দাবীতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে ঢাকা বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের উত্তর গেইটে মানব বন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ ও আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান।

এসময় বক্তাগণ বলেন, বিদেশী খুদ-কুঁড়ো খাওয়া নাস্তিক্যবাদী চিহ্নিত নারীবাদীদের দ্বারা গঠিত নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের গত ১৯ এপ্রিল দেওয়া প্রস্তাবনা সরাসরি ইসলামী নারী নীতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য হামলা। অবিলম্বে এটি বাতিল ও উক্ত কমিশন বিলুপ্ত করতে হবে। উক্ত সমাবেশ থেকে বর্তমান সরকারের প্রতি নিম্নোক্ত দাবীসমূহ পেশ করা হয়।

(১) আল্লাহ পবিত্র কুরআনে নারী ও পুরুষের যেসকল হক ও মর্যাদা প্রদান করেছেন, তা যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করাই হবে সরকারের প্রধান কাজ। (২) ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক কোন আইন প্রণয়ন না করে বরং ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করতে হবে। (৩) যিনা-ব্যভিচারের পুঁজিবাদী সংস্করণ পতিতাবৃত্তিকে শ্রমের মর্যাদা নয় বরং রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেশের সকল পতিতালয় বন্ধ করতে হবে। সেই সাথে পতিতাবৃত্তিতে লিপ্ত

নারীদেরকে কোন বৈধ পেশায় পুনর্বাসন করতে হবে। (৩) প্রতিনিয়ত ঘটে চলা ধর্ষণ, যৌন হয়রানি এবং নারী নির্যাতন বন্ধ করতে দেশের প্রতিটি বিভাগীয় শহরে শারঈ আদালত চালু করতে হবে। (৪) সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া লটারী ইত্যাদি শরী'আত গর্হিত কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (৫) সর্বোপরি দেশের সার্বিক কল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী দেশের আইন, বিচার ও শাসন ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক উপদেষ্টা তাসলীম সরকারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলনে'র সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন, ঢাকা-উত্তর সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মাওলানা সাইফুল ইসলাম যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি ড. ইহসান ইলাহী যহীর, গাযীপুর উত্তর যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, নরসিংদী যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ দেলোয়ার, এইড ফর মেন ফাউণ্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম। সমাবেশে ঢাকা উত্তর-দক্ষিণ যেলা ছাড়াও পাশ্ববর্তী নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, গাযীপুর ও উত্তরবঙ্গে লালমণিরহাট সহ বেশ কিছু যেলা থেকে উৎসুক কর্মী দায়িত্বশীলগণ যোগদান করেন।

মারকায পরিদর্শনে পাকিস্তানের বিশিষ্ট আলেম আল্লামা ইবতিসাম ইলাহী যহীর

১৭ই ফেব্রুয়ারী সোমবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী পরিদর্শন উপলক্ষে মারকাযী জামে মসজিদে এক বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'কুরআন ও সুন্নাহ আন্দোলন পাকিস্তান'-এর চেয়ারম্যান ও পাকিস্তানের বিশিষ্ট আলেম আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীরের পুত্র **আল্লামা ইবতিসাম ইলাহী যহীর**। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আহলেহাদীছ আন্দোলন, সঊদী আরব শাখার সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আখতার ও মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মারকাযের শিক্ষক সারওয়ার মিছবাহ। তেলাওয়াত করেন মারকাযের ৫ মাসে হিফয সম্পন্নকারী হাফেয মুহাম্মাদ হুযায়ফা।

প্রশিক্ষণ

২রা মে শুক্রবার আরামনগর, জয়পুরহাট : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আমীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

৩রা মে শনিবার গাংনী, মেহেরপুর : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার গাংনী থানাধীন বামুন্দী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মেহেরপুর যেলা আহলেহাদীছ ইমাম পরিষদের উদ্যোগে এক ইমাম প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ইমাম পরিষদের সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি তরীকুয্যামান ও ইমাম পরিষদের সদস্যগণ।

১০ই মে শুক্রবার কাচিয়ারচর, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার উল্লাপাড়া উপযেলাধীন কাচিয়ারচর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে কর্মী ও দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি শফীউল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মতীন, কামারখন্দ উপযেলার অর্থ সম্পাদক শামসুল আলম, এনায়েতপুর উপযেলার সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সুবহান, উল্লাপাড়া উপযেলার সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল ওয়ারেছ ও সাধারণ সম্পাদক রাসেল মাহমূদ প্রমুখ।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

'ফিলিস্তীনে ইস্রাঈলের বর্বরচিত গণহত্যা : মুসলিম উম্মাহ্র করণীয়' শীর্ষক সেমিনার

৩রা মে শনিবার টিএসসি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : অদ্য সকাল ১০-টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে 'ফিলিস্তীনে ইস্রাঈলের বর্বরচিত গণহত্যা : মুসলিম উম্মাহ্র করণীয়' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ড. সালেহ হাসান নকীব। কিন্তু তিনি বিশেষ কারণে উপস্থিত থাকতে পারেননি। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক খন্দকার মুহাম্মাদ মাহমূদুল হাসান, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মাদ তরুণ হাসান, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুন নূর, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আরাফাত যামান। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল ওয়াহেদ। সেমিনারে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল প্রশিক্ষণ

৯ ও ১০ই মে শুক্র ও শনিবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : গত ৯ ও ১০ই মে শুক্র ও শনিবার আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ মারকাযী জামে মসজিদের দ্বিতীয় তলায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে প্রথম দিন সকাল ৬-টা থেকে দ্বিতীয় দিন যোহরের পূর্ব পর্যন্ত অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।**

অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম, ড. মুখতারুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, বর্তমান কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফয়ছাল মাহমূদ, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ, 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ডা. মুহাম্মাদ ছাবিত, রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার শিক্ষক ক্বারী আব্দুল আউয়াল প্রমুখ।

মাহে রামাযান উপলক্ষে দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২৬. ৩রা রামাযান ৪ঠা মার্চ মঙ্গলবার নওগাঁ : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলা শহরের আনন্দনগর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী জামে মসজিদে নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান।

২৭. ৪ঠা রামাযান ৫ই মার্চ বুধবার নওগাঁ : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার মান্দা থানাধীন পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান।

২৮. ৭ই রামাযান ৮ই মার্চ শনিবার কালদিয়া, বাগেরহাট : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন কালদিয়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী সংলগ্ন জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্বাসুদ্দীন ইলিয়াসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে মেহমান ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মদ কাবীরুল ইসলাম ও খুলনা যেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান।

২৯. ৮ই রামাযান ৯ই মার্চ রবিবার তেরখাদা, খুলনা : অদ্য বাদ যোহর যেলার তেরখাদা উপযেলা সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

৩০. ১২ই রামাযান ১৩ই মার্চ বৃহস্পতিবার টাঙ্গাইল : অদ্য বাদ আছর যেলার বাশাইল থানাধীন কাঞ্চনপুর কাঠালতলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক শামসুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম।

৩১. ১২ই রামাযান ১৩ই মার্চ বৃহস্পতিবার লালবাগ, দিনাজপুর-পশ্চিম : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের লালবাগস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীতে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মফীযুদ্দীন আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক যয়নুল আবেদীন ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু তাহের মেছবাহ।

৩২. ১২ই রামাযান ১৩ই মার্চ বৃহস্পতিবার উযীরপুর, বরিশাল-পশ্চিম : অদ্য বাদ যোহর যেলার উযীরপুর থানাধীন শোলক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইব্রাহীম কাওছার সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, কেন্দ্রীয় দাঈ রাক্বীবুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আরাফাত যামান।

৩৩. ১২ই রামাযান ১৩ই মার্চ বৃহস্পতিবার ঝিনাইদহ : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন শিশুকুঞ্জ স্কুল এণ্ড কলেজের সম্মুখস্থ বায়তুল আমান জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল আযীযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ।

৩৪. ১২ই রামাযান ১৩ই মার্চ বৃহস্পতিবার, সিলেট : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলা শহরের শাহী ঈদগাহ সংলগ্ন হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগারে সিলেট-উত্তর ও দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট-উত্তর-এর সভাপতি জাবের আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও রাজশাহী-সদরের অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ ছাব্বীর।

৩৫. ১৩ই রামাযান ১৪ই মার্চ শুক্রবার গাযীপুর-দক্ষিণ : অদ্য বাদ যোহর যেলা সদরের ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) জামে মসজিদ ও মাদ্রাসা কমপ্লেক্সে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ।

৩৬. ১৩ই রামাযান ১৪ই মার্চ শুক্রবার সোহাগদল, পিরোজপুর : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার স্বরূপকাঠি থানাধীন সোহাগদল

আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি শাহ আলম বাহাদুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও কেন্দ্রীয় দাঈ রাক্বীবুল ইসলাম।

৩৭. ১৩ই রামাযান ১৪ই মার্চ শুক্রবার মানিকগঞ্জ : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের বাসস্ট্যাণ্ড সংলগ্ন নওখণ্ডা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জামীল আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ।

৩৮. ১৩ই রামাযান ১৪ই মার্চ শুক্রবার মাদারীপুর : অদ্য বাদ আছর যেলা সদরের দরগা শরীফ রোডস্থ তাক্বওয়া কালার ভবনের নীচতলায় এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা কামাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, কেন্দ্রীয় দাঈ রাক্বীবুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আরাফাত যামান।

৩৯. ১৩ই রামাযান ১৪ই মার্চ শুক্রবার কুলাউড়া, মৌলভীবাজার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার কুলাউড়া থানাধীন মসজিদুত তাওহীদ-এ মৌলভীবাজার যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সাধারণ সম্পাদক আবু মুহাম্মাদ সোহেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও রাজশাহী-সদর যেলার অর্থ সম্পাদক ছাব্বীর আহমাদ প্রমুখ।

৪০. ১৩ই রামাযান ১৪ই মার্চ শুক্রবার রাজবাড়ী : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন রেলগেইট বাজার বায়তুল হিকমাহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক রাক্বীবুল ইসলাম।

৪১. ১৪ই রামাযান ১৫ই মার্চ শনিবার সারিয়াকান্দি, বগুড়া : অদ্য বাদ আছর যেলার সারিয়াকান্দি উপযেলার নিজ বোলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

৪২. ১৪ই রামাযান ১৫ই মার্চ শনিবার লাখাই, হবিগঞ্জ : অদ্য বাদ যোহর যেলার লাখাই উপযেলাধীন আমানুল্লাহপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা এ. কে. এম জা'ফর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. আব্দুল হালীম।

৪৩. ১৪ই রামাযান ১৫ই মার্চ শনিবার বোদা, পঞ্চগড় : অদ্য বাদ যোহর যেলার বোদা উপযেলাধীন ফুলতলাহাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি যয়নুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক যয়নুল আবেদীন ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু তাহের মেছবাহ।

৪৪. ১৪ই রামাযান ১৫ই মার্চ শনিবার পাটগ্রাম, লালমণিরহাট : অদ্য বাদ যোহর যেলার পাটগ্রাম উপযেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আবুল কালাম।

৪৫. ১৪ই রামাযান ১৫ই মার্চ শনিবার গোপালগঞ্জ : অদ্য বাদ যোহর যেলার কোটালীপাড়া থানাধীন কাঠিগ্রাম কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ইদ্রীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, কেন্দ্রীয় দাঈ রাক্বীবুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আরাফাত যামান।

৪৬. ১৪ই রামাযান ১৫ই মার্চ শনিবার চুয়াডাঙ্গা : অদ্য বাদ যোহর যেলার দামুড়হুদা থানাধীন জয়রামপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক রাক্বীবুল ইসলাম।

৪৭. ১৪ই রামাযান ১৫ই মার্চ শনিবার, পুঠিয়া, রাজশাহী-পূর্ব : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার পুঠিয়া উপযেলাধীন বানেশ্বর দারুল হাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসায় এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আনোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মঈনুল ইসলাম।

৪৮. ১৫ই রামাযান ১৬ই মার্চ রবিবার পাঁচদোনা, নরসিংদী : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা সদরের পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কাযী আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মাওলানা জালালুদ্দীন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম।

৪৯. ১৫ই রামাযান ১৬ই মার্চ রবিবার গাংনী, মেহেরপুর : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার গাংনী উপযেলাধীন বাঁশবাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ তরীকুয্যামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার।

৫০. ১৫ই রামাযান ১৬ই মার্চ রবিবার কুমিল্লা : অদ্য বাদ আছর

যেলার সদর থানাধীন আলেখারচরস্থ হাসান সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা মসজিদে কুমিল্লা এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ।

৫১. ১৫ই রামাযান ১৬ই মার্চ রবিবার হরিপুর, ঠাকুরগাঁও : অদ্য বাদ আছর যেলার হরিপুর উপযেলাধীন বনগাঁও আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি যিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাহফূযুর রহমান, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক যয়নুল আবেদীন ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু তাহের মেছবাহ।

৫২. ১৫ই রামাযান ১৬ই মার্চ রবিবার জলঢাকা, নীলফামারী : অদ্য সকাল সাড়ে ১১-টায় যেলার জলঢাকা উপযেলাধীন পাইলট বালিকা বিদ্যালয় মিলনায়তনে নীলফামারী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ মুতীউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আবুল কালাম।

৫৩. ১৫ই রামাযান ১৬ই মার্চ রবিবার ফরিদপুর : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরে অবস্থিত 'আন্দোলন'-এর কার্যালয়ে এক প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ দেলাওয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম।

৫৪. ১৬ই রামাযান ১৭ই মার্চ সোমবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য বাদ আছর নওদাপাড়া মারকাযী জামে মসজিদে রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম প্রমুখ।

৫৫. ১৬ই রামাযান ১৭ই মার্চ সোমবার সৈয়দপুর, নীলফামারী : অদ্য বাদ যোহর যেলার সৈয়দপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শহীদুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আবুল কালাম।

৫৬. ১৭ই রামাযান ১৮ই মার্চ মঙ্গলবার জয়পুরহাট : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা শহরের পৌর কমিউনিটি সেন্টারে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ আমীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম ও প্রচার সম্পাদক আব্দুন নূর ।

৫৭. ১৭ই রামাযান ১৮ই মার্চ মঙ্গলবার মোহনপুর, রাজশাহী-পশ্চিম : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন পিয়ারপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের হলরুমে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তোফায্যাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা।

৫৮.১৮ই রামাযান ১৯শে মার্চ বুধবার চাঁদপুর : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদরের এলিট চাইনিজ রেস্টুরেন্টে চাঁদপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আতাউল্লাহ শরীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রঊফ।

৫৯. ১৯শে রামাযান ২০শে মার্চ বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের কাউতলীস্থ ফুডহাট রেস্টুরেন্ট ও পার্টি সেন্টারে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি খবীরুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

৬০. ১৯শে রামাযান ২০শে মার্চ বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপুর : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের তা'লীমুদ্দীন মডেল মাদ্রাসায় এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আব্দুর রাযযাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরজুল ইসলাম ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রঊফ।

৬১. ১৯শে রামাযান ২০শে মার্চ বৃহস্পতিবার বরগুনা : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের ডি. কে. পি রোড আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক ফকীর নূরুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, কেন্দ্রীয় দাঈ রাক্বীবুল ইসলাম ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আরাফাত যামান।

৬২. ১৯শে রামাযান ২০শে মার্চ বৃহস্পতিবার গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার গোবিন্দগঞ্জ উপযেলাধীন টিএন্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আওনুল মা'বূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ

সম্পাদক সাজিদুর রহমান ও রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক ইমরুল কায়েস।

৬৩. ১৯শে রামাযান ২০শে মার্চ বৃহস্পতিবার, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ : অদ্য বাদ যোহর যেলার শিবগঞ্জ উপযেলাধীন কানসাট আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ শহীদুল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম।

৬৪. ১৯শে রামাযান ২০শে মার্চ বৃহস্পতিবার মাগুরা : অদ্য বাদ যোহর যেলার মুহাম্মাদপুর থানাধীন নাগরা পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ওয়াহীদুয্যামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম।

৬৫. ২০শে রামাযান ২১শে মার্চ শুক্রবার মেলান্দহ, জামালপুর-উত্তর : অদ্য বেলা ৩-টায় যেলার মেলান্দহ উপযেলার মাহমূদপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাওলানা মাসঊদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

সীরাত কোর্স ১ম ব্যাচের পুরস্কার বিতরণী

১৮ই এপ্রিল, শুক্রবার, শাহমখদুম এভিনিউ, উত্তরা, ঢাকা : অদ্য বিকাল ৪-টায় ঢাকা উত্তরার ১২নং সেক্টরের শাহমখদুম এভিনিউ-এর ওমর ফারূক সেমিনার হলে হাদীছ ফাউণ্ডেশন অনলাইন একাডেমী পরিচালিত সীরাত কোর্স ১ম ব্যাচের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, গাযীপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. ইমাম হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, ঢাকা দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদ, আইডিয়াল ইসলামিক হেরিটেজ, বগুড়ার পরিচালক ড. আব্দুল্লাহিল কাফী, আল-কুরআনের ভাষা ইন্সটিটিউট, ঢাকা-এর আরবী ভাষা শিক্ষক এস. এম. নাহিদ হাসান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন অনলাইন একাডেমী'র কো-অর্ডিনেটর আবু রায়হান।

উল্লেখ্য যে, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' কর্তৃক পরিচালিত হাদীছ ফাউণ্ডেশন অনলাইন একাডেমী-এর অধিনে বিগত ২রা অক্টোবর ২০২৪ইং তারিখে তিন মাস ব্যাপী আমীরে জামা'আত রচিত **'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)'** গ্রন্থের উপরে 'সীরাত কোর্স ২০২৪' শুরু হয়। উক্ত কোর্সে সারাদেশ থেকে মোট দুই শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর ১৬ই এপ্রিল ২০২৫ তারিখে অনলাইনেই চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করেন মামুনুর রশীদ (নওগাঁ), ২য় স্থান অধিকার করেন শাকিরুল ইসলাম (রংপুর) ও ৩য় স্থান অধিকার করেন তুষার আহমাদ (গোপালগঞ্জ)। তারা পুরস্কার হিসাবে ওমরাহ পালনের সুযোগ লাভ করেন। এছাড়া আরো ৭ (সাত) জন ১০,০০০/- টাকা সমমূল্যের হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রকাশিত বই পুরস্কার হিসাবে লাভ করেন। তারা হলেন- তারেক আহমাদ (নাটোর), আসাদুয্যামান (সাতক্ষীরা), সাবিনা ইয়াসমীন (রাজশাহী), ইউনুস আলী (দিনাজপুর), রাযিয়া বেগম (নারায়ণগঞ্জ), মাহবূবা মাস'ঊদ (লালমণিরহাট) ও শাকিলা খাতুন (সিরাজগঞ্জ)। উল্লেখ্য, ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী তিন জনের ওমরার স্পন্সর করেন যথাক্রমে- কাযী হজ্জ কাফেলা, আত-তা'লীম হজ্জ কাফেলা ও ছবর হজ্জ ও ওমরাহ কাফেলা। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ভিডিও বার্তায় উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করে বিজয়ীদের শুভেচ্ছা জানান।

মৃত্যু সংবাদ

(১) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যশোর যেলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুয্যামান (৮৭) গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী বুধবার রাত ১২-টায় হার্ট এ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও ২ কন্যাসহ বহু সাংগঠনিক সাথী ও আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। পরদিন সকাল ১০-টায় যশোর যেলার কেশবপুর পাবলিক ময়দানে তার ১ম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম। অতঃপর বিকাল ৩-টায় তার নিজ গ্রাম মণিরামপুর উপযেলাধীন গৌরীপুরে তার বাড়ীর সম্মুখস্থ ময়দানে ২য় জানাযায় অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ইমামতি করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আবুল খায়ের, সহ-সভাপতি ইব্রাহীম খলীল, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমানসহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ জানাযায় অংশগ্রহণ করেন।

(২) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সভাপতি ও ঢাকা বেরাইদ পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের মুতাওয়াল্লী মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর ঘনিষ্ট সুহৃদ জনাব মুহাম্মাদ মোশাররফ হোসাইন (৬৭) ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ৭ই মে বুধবার দুপুর আড়াইটায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ২ কন্যাসহ বহু সাংগঠনিক সাথী ও আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। এদিন রাত সাড়ে ৯-টায় বেরাইদ পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তার ছোট ছেলে ইয়াসির আরাফাত। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা। জানাযায় আমীরে জামা'আতের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। এছাড়া যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীলবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ জানাযায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩২১) : মেয়েদের হরমোনগত কারণে দাড়ি বা গোফ বৃদ্ধি পেলে রেজার বা অন্য কোন রিমুভার দিয়ে তা তুলে ফেলা বা শেভ করা যাবে কি?

-জুলেখা, ঢাকা।

উত্তর : স্বাস্থ্যগত ক্ষতি হবে না এমন যেকোন উপকরণ ব্যবহার করে নারীরা তাদের শরীরের অবাঞ্ছিত লোমগুলো দূর করতে পারে। যেমন দাড়ি, গোঁফ ও শরীরের বিভিন্ন অবাঞ্ছিত পশমসমূহ। কারণ এটা নারীর সৌন্দর্যের খেলাফ *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/১৯৪-৯৫; ফাতাওয়া মারআতিল মুসলিমাহ ২/৫৩৬-৩৭; ওছায়মীন, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১১/১৩৪)*।

প্রশ্ন (২/৩২২) : কুরআন তেলাওয়াত করলে যেমন ছওয়াব পাওয়া যায়, তেমনি কেউ যদি মনোযোগ সহকারে কুরআনের তেলাওয়াত শ্রবণ করে একই ছওয়াব পাবে কি?

-রবীউল হাসান, ঢাকা।

উত্তর : কুরআন তেলাওয়াত করার মতই তেলাওয়াত শ্রবণে দশ গুণ বা ততোধিক ছওয়াব পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। তবে এটি নির্ভর করবে শ্রবণকারীর মনোযোগের উপর *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৩৭; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব)*। সেজন্য আল্লাহ তা‘আলা কুরআন মনোযোগ সহকারে শুনার আদেশ করেছেন। তিনি বলেন, ‘যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, তখন মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাক, যাতে তোমাদের উপর রহমত নাযিল হয়’ *(আ‘রাফ ৭/২০৪)*। তিনি আরো বলেন, ‘যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করবে এর বিনিময়ে তার জন্য দশটি নেকী রয়েছে’ *(আন‘আম ৬/১৬০)*। রাসূল (ছাঃ) ইবনু মাসঊদ, উবাই ইবনু কা‘ব, আবু মূসা আশ‘আরীসহ অন্যান্য ছাহাবীদের নিকট থেকে কুরআন তেলাওয়াত শুনতেন। ছাহাবায়ে কেরামও একত্রিত হ’লে একে অপরের নিকট থেকে কুরআন তেলাওয়াত শুনতেন *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ১১/৬২৬; তাফসীরুস সা‘দী ১/৩১৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হ’তে সাতশত গুণ ছওয়াব প্রদান করা হয়..’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯/১৯৫৯)*।

প্রশ্ন (৩/৩২৩) : আমি একজন চাকুরীজীবী নারী। আমার স্বামী বিভিন্ন পারিবারিক অশান্তিতে যিদের বশে পরবর্তীতে আরো ২টা বিবাহ করেন। ২ বছর পর সে ভুল বুঝতে পারে। এক্ষণে সে আমার চাহিদার কারণে পরবর্তীতে বিবাহ করা দুই স্ত্রীকে তালাক দিতে পারবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : একাধিক বিবাহ শরী‘আতে জায়েয। সুতরাং কারো অর্থনৈতিক ও শারীরিক সক্ষমতা থাকলে সর্বোচ্চ চারটি পর্যন্ত বিবাহ করতে পারে। এক্ষণে প্রথমা স্ত্রীর দাবীর প্রেক্ষিতে পরের দুই স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যাবে না। কারণ ইসলামে অকারণে স্ত্রী তালাক দেওয়া জঘন্যতম কাজ *(আবুদাউদ হা/২১৭৮; মিশকাত হা/৩২৮০)*। বরং প্রথমা স্ত্রী তালাক দিতে প্ররোচিত করলে সে গুনাহগার হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অথবা দাসকে তার মনিবের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়’ *(আবুদাউদ হা/২১৭৫; মিশকাত হা/৩২৬২; ছহীহাহ হা/৩২৪)*। অতএব বিনা কারণে স্ত্রীদ্বয়কে তালাক দেওয়া সমীচীন নয়। তবে উক্ত স্ত্রীদের দ্বীনদারীতে কোন সমস্যা থাকলে শারঈ পন্থায় তালাক দেওয়া যেতে পারে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ৩২/২৯৩; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৮/২৩৫)*।

প্রশ্ন (৪/৩২৪) : আমাদের মসজিদে পুরুষের পিছনে নারীদের খোলা স্থানে ছালাত আদায় করতে হয়। পুরুষরা সরাসরি তাদেরকে দেখতে পায়। এক্ষেত্রে মসজিদের দায়িত্বশীলগণ নববী যুগে নারীদের ছালাত আদায় এবং বর্তমানে মসজিদুল হারামে নারী-পুরুষ একই স্থানে ছালাত আদায়ের যুক্তি পেশ করেন। এক্ষণে এভাবে ছালাত আদায় জায়েয হবে কি?

-আমানুল্লাহ, ডালাস, টেক্সাস, আমেরিকা।

উত্তর : উক্ত পদ্ধতি জায়েয হ’লেও বর্তমান ফিৎনার যুগে নারী-পুরুষের মাঝে স্বতন্ত্র পর্দা টাঙিয়ে বা প্রতিবন্ধক দেয়াল রেখে ছালাত আদায়ের ব্যবস্থা করাই উত্তম *(বুখারী হা/৩৮০; মুসলিম হা/৬৫৮; আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, শরহ সুনান আবু দাউদ ৪/৮৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, ‘ছালাতে পুরুষদের জন্যে সবচেয়ে উত্তম কাতার হচ্ছে প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্ট হ’ল পিছনের কাতার। আর মহিলাদের জন্য সবচেয়ে উত্তম কাতার হ’ল পিছনের কাতার এবং সবচেয়ে অনুত্তম হচ্ছে প্রথম কাতার’ *(ছহীহ মুসলিম হা/৪৪০; মিশকাত হা/১০৯২)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, ‘পুরুষদের কাতারসমূহের যে বর্ণনা হাদীছে দেয়া হয়েছে তা স্বাভাবিকভাবে প্রযোজ্য তথা পুরুষদের জন্য প্রথম কাতার সর্বদাই উত্তম এবং শেষ কাতার সর্বদাই কম ছওয়াব অর্জনের কারণ। পক্ষান্তরে নারীদের কাতারসমূহের যে বিবরণ হাদীছে এসেছে তা মূলত ঐ সকল নারীদের কাতার যারা পুরুষদের সাথে জামা‘আতে ছালাত আদায় করে। অন্যদিকে যদি তারা পুরুষদের থেকে আলাদা হয়ে জামা‘আতে ছালাত আদায় করে তাহ’লে তাদের জন্যও প্রথম কাতারে ছালাত আদায় করা অধিক ছওয়াবের কারণ। আর শেষ কাতারে ছালাত আদায় করা ছওয়াব কম হওয়ার কারণ *(নববী, শরহে মুসলিম ৪/১৫৯)*। এখান থেকে বুঝা যায়, মসজিদে জামা‘আতে পুরুষ ও নারীর মাঝে ব্যবধান ও আড়াল রাখাই কাম্য এবং অধিকতর নিরাপদ। উল্লেখ্য যে, হজ্জের সময়েও বর্তমানে মহিলাদের কাতার পৃথক করা হচ্ছে।

প্রশ্ন (৫/৩২৫) : আমাদের মসজিদে ইমাম ছাহেব সালাম ফিরানোর পর নিয়মিতভাবে ১ মিনিটও অপেক্ষা না করে নানা বক্তব্য শুরু করেন। ফলে ছালাত পরবর্তী তাসবীহ পাঠ এবং মাসবূকদের বাকী ছালাত আদায় কষ্টকর হয়। এভাবে বক্তব্য দেয়া জায়েয কি?

-আমানুল্লাহ, ডালাস, টেক্সাস, আমেরিকা।

উত্তর : ছালাতান্তে বক্তব্য প্রদানকালে মাসবূকের বিষয়টি খেয়াল রাখা কর্তব্য। কারণ এতে ফরয ছালাত আদায়রত মুছল্লীদের ছালাতে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে, যা অনুচিৎ। একদা রাসূল (ছাঃ) মসজিদে ই'তিকাফকালে ছাহাবীদেরকে উচ্চ স্বরে ক্বিরাআত করতে শুনে পর্দা উঠিয়ে বলেন, 'জেনে রাখ! তোমরা প্রত্যেকেই তোমাদের রবের সাথে গোপনে আলাপরত আছ। অতএব তোমরা (উচ্চ স্বরে তেলাওয়াত দ্বারা) একে অন্যকে কষ্ট দিয়ো না' *(আবুদাউদ হা/১৩৩২; ছহীহাহ হা/১৫৯৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, হে লোক সকল! তোমাদের প্রত্যেকেই তার রবের সাথে মুনাজাত করে। অতএব একজন অন্যজনের চেয়ে তেলাওয়াতে জোরে আওয়ায করে যেন মুমিনদের কষ্ট না দেয়া *(ছহীহাহ হা/৩৪০০)*। এজন্য ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলতেন, ইমাম ও মুক্তাদীর জন্য আবশ্যক হচ্ছে সালাম শেষে যিকিরগুলো নীরবে পাঠ করা। তবে এক দিন শিক্ষা দেওয়ার জন্য সামান্য জোরে পাঠ করার বিষয়টি ভিন্ন। কারণ আল্লাহ বলেন, 'আর তুমি তোমার ছালাতের ক্বিরাআতে স্বর অধিক উঁচু করো না বা একেবারে নীচু করো না। বরং দু'য়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন কর *(ইসরা ১৭/১১০)*। অতএব মাসবূকের ছালাত শেষ হ'লে ইমাম প্রয়োজনীয় কথা বলতে বা বক্তব্য দিতে পারেন। যেমন রাসূল (ছাঃ) দিতেন *(বুখারী হা/৮৪৬; মুসলিম হা/৪২৬; মিশকাত হা/৪৫৯৬)*।

প্রশ্ন (৬/৩২৬) : জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক তালাকে রাজ'ঈ দিয়েছে এবং স্ত্রী ইদ্দতের মধ্যেই রয়েছে। এক্ষণে স্ত্রী খোলা' করে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে পারবে কি?

-ইহসান, কুমিল্লা।

উত্তর : ইদ্দতের মধ্যে থাকায় স্ত্রী এখনো স্বামীর অধীনে আছে। সুতরাং সে নিজ স্বামী থেকে কোন প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা করলে পারিবারিকভাবে বা আদালতের মাধ্যমে খোলা' করে আলাদা হয়ে যেতে পারে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/৫১৯; শরহ মুখতাছরে খলীল ৪/২১)*। উল্লেখ্য যে, খোলা' তথা বিবাহ বিচ্ছেদ যা নারীর পক্ষ থেকে হয় স্বামী থেকে নেওয়া মোহর বা মোহরের অংশবিশেষ স্বামীকে ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে।

প্রশ্ন (৭/৩২৭) : ছালাতের প্রথম তাকবীর বলতে কি বুঝানো হয়েছে? সফরে থাকাবস্থায় একাকী বা দু'জন মিলে ছালাত আদায় করলে তাকবীরে উলায় অংশ গ্রহণের ছওয়াব পাওয়া যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ রায়হান, কুমিল্লা।

উত্তর : বিশুদ্ধ মতে, ইমামের তাকবীরে তাহরীমা পাঠরত অবস্থায় যে ছালাতে অংশ গ্রহণ করবে, সে তাকবীরে ঊলা পেয়েছে বলে গণ্য হবে এবং হাদীছে বর্ণিত ফযীলত লাভ করবে ইনশাআল্লাহ *(নববী, রওযাতুত ত্বালেবীন ১/৩৪২; ইবনু রজব, ফাৎহুল বারী ৭/৯৩; ইবনু মুফলেহ, আল-ফুরূ' ১/৫২১; ওছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ২/১৯২)*। পরে যারা অংশগ্রহণ করবে তারা জামা'আত পেয়েছে বলে গণ্য হবে। এক্ষণে কেউ চল্লিশ দিন জামা'আতে ছালাত আদায় করার নিয়ত করার পর সফরে বের হয়ে গেলে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করার চেষ্টা করবে। এরপরে সম্ভব না হ'লে সফর সঙ্গীদের সাথে বা একাকী ছালাত আদায় করবে তাকবীরে উলায় অংশ গ্রহণের ছওয়াব পেয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মানুষ রোগে অসুস্থ হ'লে অথবা সফরে থাকলে তার আমালনামায় তাই লেখা হয়, যা সে সুস্থ অবস্থায় বা বাড়ীতে থাকলে লেখা হ'ত' *(বুখারী হা/২৯৯৬; মিশকাত হা/১৫৪৪)*।

উল্লেখ্য যে, কেউ যদি চল্লিশ দিন জামা'আতের সাথে প্রতি ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে থাকে তাহ'লে হাদীছে বর্ণিত ছওয়াব পেয়ে যাবে বলেও হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যদিও সে ইমামের তাকবীরে তাহরীমার পরে ছালাতে অংশ গ্রহণ করে। কারণ হাদীছ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকেরা যাতে নিয়মিত জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করে *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/২৬১৪)*।

প্রশ্ন (৮/৩২৮) : স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে তুমি চেহারা, আচরণে আমার মায়ের মত। এটা যিহারের অন্তর্ভুক্ত হবে কি? যিহারের কাফফারা কি?

-সারোয়ার হোসেন, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : এটা যিহার হবে না। যিহারের জন্য শর্ত হচ্ছে যিহারের নিয়ত করতে হবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ৫/৩৪)*। কেউ স্ত্রীর সাথে যিহার করে ফেললে তাকে স্পর্শ করার পূর্বে কাফফারা দিতে হবে। অন্যথায় তালাক দিয়ে মুক্ত হবে। কাফফারা দেওয়ার পূর্বে স্ত্রী মিলন করতে পারবে না। করলে কবীরা গুনাহ হবে *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ৫/৩৪৩)*। যিহারের কাফফারা হচ্ছে একজন দাস মুক্ত করা, অক্ষম হ'লে ধারাবাহিকভাবে দুই মাস ছিয়াম পালন করা, এতে অক্ষম হ'লে ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করা *(মুজাদালাহ ৫৮/৩-৪)*।

প্রশ্ন (৯/৩২৯) : একজন গৃহ শিক্ষকের কাছে মাসে ৬০০ টাকার চুক্তিতে ২৪ দিন প্রাইভেট পড়ি। তিনি তার নিজের বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে ১৮ দিন প্রাইভেট পড়িয়েছেন। এক্ষণে ৬০০ টাকা নেয়া তার জন্য জায়েয হবে কি?

-আব্দুল্লাহ ছাকিব, কাকডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীর অভিভাবকের সম্মতি থাকলে শিক্ষকের জন্য উক্ত টাকা নেয়া জায়েয হবে নইলে নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মুসলিমগণ পরস্পরের মধ্যে যে শর্ত করবে, তা অবশ্যই পালন করবে। কিন্তু যে শর্ত ও চুক্তি হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করবে তা জায়েয হবে না *(আবুদাঊদ হা/৩৫৯৪; ইবনু মাজাহ হা/২৩৫৩; ছহীহুল জামে' হা/৩৮৬২)*।

প্রশ্ন (১০/৩৩০) : রক্তের মত প্লাজমা দান করায় শারঈ কোন বাধা আছে কি?

-গোলাম রাব্বী, বরিশাল।

উত্তর : রক্তের মতই প্লাজমা দান করাও মুস্তাহাব। কারণ এর মাধ্যমে আরেকজন মানুষের জীবন রক্ষা পায় বা উপকৃত হয়। তবে নিজের স্বাস্থ্যের বিষয়টি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২৫/৭০; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১/২৯২-৯৩)*।

প্রশ্ন (১১/৩৩১) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, জুম'আর খুৎবা শ্রবণ ওয়াজিব এবং তাহিইয়াতুল মসজিদ ছালাত পড়া সুন্নাত। সুতরাং খুৎবা শুরু হয়ে গেলে তাহিইয়াতুল মসজিদ আদায় না করে খুৎবা শুনতে হবে। একথা সঠিক কি?

-কাবীরুল ফরাযী, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ খুৎবা চলাকালীন তাহিইয়াতুল মসজিদ দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক স্বতন্ত্র নির্দেশনা এসেছে। সুলাইক গাত্বাফানী (রাঃ) জুম'আর দিন মসজিদে ঢুকে বসে পড়লেন যখন রাসূল (ছাঃ) খুৎবা দিচ্ছিলেন। সে সময় রাসূল (ছাঃ) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে সুলাইক! দাঁড়াও। সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাক'আত ছালাত পড়ে নাও। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমাদের কেউ খুৎবা চলাকালে মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাক'আত ছালাত পড়ে নেয় *(মুসলিম হা/৮৭৫; মিশকাত হা/১৪১১)*।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এই সমস্ত হাদীছ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, যদি কেউ জুম'আর দিনে ইমামের খুৎবা চলাকালে মসজিদে প্রবেশ করে তবে তার জন্য মসজিদে দু'রাক'আত তাহিইয়াতুল মসজিদ ছালাত আদায় করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ হবে। আর এ দুই রাক'আত সংক্ষেপে পড়া সুন্নাত, যাতে দ্রুত শেষ করে খুৎবা শুনতে পারে *(শরহ মুসলিম ৬/১৬৪)*।

প্রশ্ন (১২/৩৩২) : আমার ব্যবসা করার ইচ্ছা। যেহেতু ব্যবসায় উন্নতির জন্য দান-ছাদাক্বার গুরুত্ব অত্যধিক, তাই আগামীতে ব্যবসায় উন্নতির জন্য আমি আমার অল্প আয় থেকে নিয়মিত দান করি। এভাবে দুনিয়াবী স্বার্থে দান করলে তা কবুল হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : এভাবে দান করা জায়েয। তবে উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং তাঁর বরকত লাভ করা। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা দানকারীদের জন্য বর্ধিত প্রতিদানের ওয়াদা দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, 'কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে? অতঃপর সেজন্য তিনি তাকে বহুগুণ বেশী দিবেন এবং তার জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার? *(হাদীদ ৫৭/১১)*। ওছায়মীন বলেন, 'সম্পদের বরকত লাভের নিয়তে ছাদাক্বা করা বৈধ। তবে শর্ত হ'ল, নিয়ত যেন আল্লাহ্র ইবাদতের উদ্দেশ্যে হয়; শুধু দুনিয়াবী লাভের উদ্দেশ্যে নয়। কারণ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় কল্যাণ একত্রে চাওয়া ইসলামে কাম্য *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২/২০৯)*।

প্রশ্ন (১৩/৩৩৩) : হাতের ইশারায় সালাম প্রদান করা জায়েয কি?

-মুমিন, ঢাকা।

উত্তর : সম্বোধিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ দূরে থাকায় মুখে সালাম উচ্চারণের পাশাপাশি হাতের ইশারায় সালাম দেয়া জায়েয। যেমন বিভিন্ন জনসভা বা বড় মজলিসে করা হয়ে থাকে। হাদীছে এসেছে, কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন। সেখানে একদল মহিলা বসা ছিল। তিনি হাত উঠিয়ে তাদেরকে সালাম দিলেন *(তিরমিযী হা/২৬৯৭; আহমাদ হা/২৭৬৩০)*। তবে সালাম মুখে উচ্চারণ না করে কেবল ইশারা করে সালাম আদান-প্রদান করা নাজায়েয *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৬/৪৪৪)*। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছাড়া অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্য করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তোমরা ইহূদী ও খ্রিষ্টানদের সাথে সাদৃশ্য করো না। কেননা ইহূদীরা অঙ্গুলির ইশারায় সালাম দেয়, আর খ্রিষ্টানরা হাতের তালু দ্বারা সালাম করে *(তিরমিযী হা/২৬৯৫; মিশকাত হা/৪৬৪৯; ছহীহাহ হা/২১৯৪)*।

প্রশ্ন (১৪/৩৩৪) : টিকটিকির পায়খানা নাপাক কি? এটা বিছানায় লাগলে উক্ত মল ঝেড়ে ফেললেই যথেষ্ট হবে না কাপড় ধুয়ে দিতে হবে?

**-জুইঁ, সিলেট।*

**[আরবীতের সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : টিকটিকি অপবিত্র প্রাণী। সুতরাং এর বিষ্ঠা বা পায়খানা অপবিত্র। বিছানা বা কাপড়ের কোন ভিজা স্থানে বা নরম পায়খানা শুকনো কাপড় বা বিছানায় লাগলে অবশ্যই তা ধুয়ে ফেলতে হবে। তবে শুকনো হ'লে ঝেড়ে ফেলাই যথেষ্ট হবে *(মারদাভী, আল-ইনছাফ ১/৩৩৯; ওছায়মীন, শরহ বুলূগুল মারাম ১/১০৯)*।

প্রশ্ন (১৫/৩৩৫) : কোন কিছুতে হেলান দিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আব্দুল ক্বাহহার, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : সুস্থ অবস্থায় কোন কিছুতে হেলান দিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে না। বরং কেউ হেলান দিয়ে ছালাত আদায় করলে তা বাতিল হবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৪/১০৪)*। অবশ্য অতি বৃদ্ধ বা অক্ষম ব্যক্তি কোন কিছুতে হেলান বা ঠেঁস দিয়ে ছালাত আদায় করতে পারে। কারণ এটা তার জন্য ওযর *(নববী, শরহ মুসলিম ৬/১৫; আল-মাজমূ' ৪/২০১)*।

প্রশ্ন (১৬/৩৩৬) : যে খাদ্য বা বস্ত্র মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর তা যদি হালাল হয়, তাহ'লে তা খাওয়া বা পরা যাবে কি?

-ছাব্বীর আহমাদ, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : খাদ্য বা বস্ত্র যদি হালাল হয়, তাহ'লে তা খাওয়াতে বা ব্যবহারে দোষ নেই। এক্ষণে কোন ব্যক্তির জন্য বিশেষ

কোন খাদ্য বা বস্ত্র যদি তার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয় তাহ'লে তা পরিত্যাগ করতে পারে *(ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১৫/১০)*। আর ইসলামের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এবং অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না *(ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০; ছহীহাহ হা/২৫০)*। যেমন কোন কোন খাদ্য বা গরুর গোশত কারো কারো শরীরের জন্য ক্ষতিকর ও এলার্জির কারণ। সুতরাং তার জন্য এজাতীয় খাদ্য পরিহার করা উচিৎ *(ওছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাখতূহ ৭/২২৯)*।

প্রশ্ন (১৭/৩৩৭) : মালিকের অনুমতি ছাড়া কর্মচারী ক্রেতাদের বাকীতে পণ্য বিক্রয় করতে পারবে কি?

-রুতবান, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : মালিকের অনুমতি থাকলে পারবে *(বাহুতী, কাশশাফুল কেনা' ৮/৪৩৬; যুহায়লী, আল-ফিক্বহুল ইসলামী ৪/৫১০)*।

প্রশ্ন (১৮/৩৩৮) : আমরা ১৮ সদস্যের একটি সমবায়ভিত্তিক ইসলামী ব্যবসার উদ্যোগ নিয়েছি, যেখানে সবাই মাসে ৫০০০ টাকা করে জমা রাখেন। যা বিভিন্ন হালাল ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হয়। এখানে কেউ ৩ বছরের আগে সদস্যপদ ত্যাগ করলে মূলধনের ১০% কর্তন করে তিন মাসের মধ্যে মূলধন ফেরত দেয়া হয় এবং মাসিক কিস্তি সময়মত না দিলে ১০০ টাকা জরিমানা করা হয়। এ দু'টি নিয়ম শরী'আত সম্মত কি?

-মুহাম্মাদ মূসা, আফতাবনগর, ঢাকা।

উত্তর : সবার সম্মতি থাকলে এরূপ শর্ত করা জায়েয। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নীতিমালা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কারবার জায়েয যতক্ষণ না তা নিষেধের দলীল পাওয়া যায় *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৪/১৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মুসলিমগণ পরস্পরের মধ্যে যে শর্ত করবে, তা অবশ্যই পালন করবে। কিন্তু যে শর্ত ও চুক্তি হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করবে তা জায়েয হবে না *(আবুদাঊদ হা/৩৫৯৪; ইবনু মাজাহ হা/২৩৫৩; ছহীহুল জামে' হা/৩৮৬২)*।

প্রশ্ন (১৯/৩৩৯) : অবিবাহিত মেয়ের স্বর্ণের যাকাত কে দিবে, যেটা এখনো মেয়েকে বুঝিয়ে দেয়া হয়নি?

-মাহমূদা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : যাকাত প্রদানের জন্য শর্ত হচ্ছে নিছাব পরিমাণ স্বর্ণ নিজের মালিকানায় থাকা। যদি উক্ত স্বর্ণ মালিকানায় না আসে তাহ'লে বর্তমানে যার মালিকানায় আছে সে যাকাত দিবে। পিতা-মাতার অধীনে থাকলে তারা যাকাত দিবে। অনুরূপভাবে নাবালক সন্তানেরও যাকাত অভিভাবক প্রদান করবেন। কাসিম বিন মুহাম্মদ বলেন, আয়েশা (রাঃ) আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে লালন-পালন করতেন। আমরা উভয়েই ছিলাম ইয়াতীম। আয়েশা (রাঃ) আমাদের ধন-সম্পত্তিরও যাকাত প্রদান করতেন *(মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/১৩; মুসনাদুশ শাফেঈ হা/৭১৪-৭১৫)*।

প্রশ্ন (২০/৩৪০) : স্বর্ণ ও নগদ টাকা থাকলে কিভাবে যাকাতের হিসাব করব?

-মাহমূদা খাতুন
টাইগার পাস, খুলশী, চট্টগ্রাম।

উত্তর : স্বর্ণের মূল্য এবং নগদ অর্থ মিলে নিছাব পরিমাণ সম্পদ হ'লে এবং মালিকানায় এক বছর অতিক্রম করলে যাকাত দিতে হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/৩২৪; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২৩/২৬৭; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/১২৫)*। যেমন কারো কাছে যদি নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা এবং পাঁচ ভরি স্বর্ণ থাকে, তাহ'লে স্বর্ণের মূল্য ও নগদ অর্থ একসাথে মিলিয়ে হিসাব করতে হবে এবং তা সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণের মূল্য সমতুল্য তথা নিছাব পরিমাণ হ'লে যাকাত ফরয হয়ে যাবে।

প্রশ্ন (২১/৩৪১) : রাতে কুরবানীর পশু যবহ করা যাবে কি?

-আব্দুর রঊফ
সালনা, গাযীপুর।

উত্তর : কুরবানীর পশু দিনে যবহ করা সুন্নাত। তবে কারো কোন সমস্যা থাকলে রাতেও যবহ করা যায়। উল্লেখ্য যে, ঈদের দিনসহ পরবর্তী তিন দিন পর্যন্ত কুরবানীর পশু যবহ করা যায়। অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের ১৩ তারিখ মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত কুরবানী করা যায় *(আহমাদ হা/১৬৭৯৭; ছহীহাহ হা/২৪৭৬; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১১/৪০৬; ওছায়মীন, আহকামুল উযহিইয়া)*।

প্রশ্ন (২২/৩৪২) : আমি কুরবানী করার নিয়ত করেছি। এক্ষণে যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখার পরে মাথার চুল বা দাড়ি আঁচড়ানো যাবে কি? কারণ এতে কিছু চুল পড়ে যায়।

-শাকীব হাসান, ঈশ্বরদী, পাবনা।

উত্তর : যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখার পরে চুল, নখ বা চামড়া কেটে ফেলতে নিষেধ করা হয়েছে *(মুসলিম হা/১৯৭৭)*। কুরবানীর নিয়তকারী চুল বা দাড়ি আঁচড়াতে পারবে। তবে সাবধানে আঁচড়াবে যাতে চুল-দাড়ি উঠে না যায়। আর অনিচ্ছাকৃভাবে কোন চুল বা দাড়ি উঠে গেলে গুনাহ হবে না *(ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৯/৫৮)*। উল্লেখ্য যে, কুরবানীর নিয়তকারী ইচ্ছা করে চুল বা নখ কেটে ফেললে তাকে তওবা করতে হবে। তবে এজন্য তাকে কোন প্রকার কাফফারা বা আর্থিক জরিমানা আদায় করতে হবে না *(ফাতাওয়া ইসলামিয়া ২/৩১৬)*।

প্রশ্ন (২৩/৩৪৩) : যিলহজ্জ মাসের চাঁদ উঠার পর সিজার বা অপারেশন করে শরীরের কোন অঙ্গ কেটে ফেলা যাবে কি?

-রাফীকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : যিলহজ্জ মাসের চাঁদ উঠার পর সিজারসহ যেকোন অপারেশন থেকে বিরত থাকা উচিৎ। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসময় কুরবানীর নিয়তকারীকে চামড়া কাটতেও নিষেধ করেছেন। তবে অপারেশন যরূরী হ'লে তাতে দোষ নেই *(ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৭/৪৮৮; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৮/১৮১-৮২)*।

প্রশ্ন (২৪/৩৪৪) : জনৈক ইমাম মসজিদে মহিলাদের ছালাতের জন্য বরাদ্দ ঘরে নিজ স্ত্রীর সাথে মিলনে লিপ্ত হয়েছেন। এক্ষণে উক্ত ইমামের পিছনে ছালাত আদায় বা তাকে ইমাম হিসাবে রাখা জায়েয হবে কি?

-আব্দুল হান্নান, বাগমারা, রাজশাহী ।

উত্তর : মসজিদের কোন স্থানে স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হওয়া জায়েয নয়। কারণ মসজিদ যিকর, ছালাত ও কুরআন তেলাওয়াতের জন্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এটা হ'ল মাসজিদ। এখানে প্রস্রাব করা কিংবা ময়লা আবর্জনা ফেলা যাবে না। বরং এ হ'ল আল্লাহ্র যিকর করা, ছালাত আদায় করা এবং কুরআন পাঠ করার স্থান *(মুসলিম হা/২৮৫; মিশকাত হা/৪৯২)*। এক্ষণে ইমামের কর্তব্য হচ্ছে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করা এবং এরূপ কাজ পরবর্তীতে না করার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া। তবে এই পাপের জন্য ইমামের উপর কোন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় শাস্তি প্রযোজ্য হবে না।

প্রশ্ন (২৫/৩৪৫) : আমার একাধিক স্ত্রী আছে। তাদের সকলের পক্ষ থেকে একটা পশু কুরবানী করলে যথেষ্ট হবে কি?

-শরীফুল ইসলাম, গাযীপুর।

উত্তর : স্ত্রীরা যদি স্বামীর সঙ্গে এক পরিবারভুক্ত থাকে, তবে সকলের পক্ষ থেকে একটি পশুই যথেষ্ট। রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, হে জনগণ! নিশ্চয় প্রত্যেক পরিবারের উপর প্রতি বছর একটি করে কুরবানী *(তিরমিযী হা/১৫১৮; আবুদাউদ হা/২৭৮৮; ইবনু মাজাহ হা/৩১২৫; মিশকাত হা/১৪৭৮)*। ছাহাবী আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'একজন লোক একটি বকরী দ্বারা নিজের ও নিজের পরিবারের পক্ষ হ'তে কুরবানী দিতেন। অতঃপর তা খেতেন ও অন্যকে খাওয়াতেন এবং এভাবে লোকেরা বড়াই করত। এই নিয়ম নবীর যুগ হ'তে চলে আসছে। বর্তমানে তুমি যা দেখছ' *(তিরমিযী হা/১৫০৫ 'কুরবানী' অধ্যায়; ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৭ 'নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটা বকরী কুরবানী করা' অনুচ্ছেদ, 'কুরবানী' অধ্যায়)*। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুঠাম ও শিংওয়ালা দু'টি দুম্বা দিয়ে কুরবানী করেন *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৪৫৩)*। কুরবানীর পশু হ'ল ৩টি। বকরী, গরু ও উট *(আন'আম ৬/১৪৩-৪৪)*। অতএব খাসী হৌক, গরু হৌক, ভেড়া হৌক নিজ পরিবারের পক্ষ থেকে এক বা একাধিক পশু কুরবানী করবে।

প্রশ্ন (২৬/৩৪৬) : কোন রংয়ের পশু দ্বারা কুরবানী করা উত্তম?

-আব্দুল্লাহ, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : যেকোন রংয়ের গবাদিপশু দ্বারা কুরবানী করা জায়েয। তবে সাদা রংয়ের পশু কুরবানী করা উত্তম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, দু'টি কালো পশু কুরবানী দেওয়া অপেক্ষা সাদা রংয়ের একটি পশু কুরবানী দেওয়া উত্তম। عَفْرَاءَ অর্থ যে পশুর অধিকাংশ সাদা বা সাদাটে রং *(ছহীহাহ হা/১৮৬১)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে সরাসরি সাদা রংয়ের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে *(বায়হাক্বী হা/১৯০৯০; তালখীছুল হাবীর হা/২৩৮৭; ছহীহাহ হা/১৮৬১-এর আলোচনা)*। এজন্য বিদ্বানগণ কুরবানীর পশুর রংয়ের ব্যাপারে বলেন, সর্বোত্তম হ'ল সাদা। এরপর হলুদ/লাল, এরপর মেটে, এরপর সাদা-কালোর মিশ্রণ, এরপর কালো *(নববী, আল-মাজমূ' ৮/৩৯৬; ইবনু কুদামা, মুগনী ৯/৪৩৯)*। কারণ রাসূল (ছাঃ) সাদা রংয়ের দুম্বা কুরবানী করতেন *(বুখারী হা/১৭১৪; মিশকাত হা/১৪৫৩)*। এক্ষণে রাসূল (ছাঃ) অধিকাংশ সময় কালো পশু কুরবানী করতেন বলে ধারণা করা সঠিক নয়। কারণ উক্ত হাদীছের অর্থ ঐ পশুর পা, হাত, মুখ ও পেট কালো রংয়ের ছিল। কিন্তু তার দেহের রং ছিল সাদা। আর এই ধরনের পশু কুরবানী তিনি কয়েকবার করেছেন *(মুসলিম হা/১৯৬৭; মিশকাত হা/১৪৫৪; নববী, শরহ মুসলিম ১৩/১২০)*।

প্রশ্ন (২৭/৩৪৭) : নারীরা কুরবানীর পশু যবেহ করে গোশত প্রস্তুত করতে পারবে কি?

-সাইফুল ইসলাম, কাজলা, রাজশাহী।

উত্তর : নারীরাও কুরবানীসহ যেকোন হালাল পশু যবেহ করে গোশত প্রস্তুত করতে পারবে *(ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২০/০২)*। কা'ব ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, তার একটি ছাগল সালা' নামক চারণক্ষেত্রে ছিল। তাঁর এক দাসী ছাগলটিকে মরণাপন্ন দেখে পাথর দ্বারা যবেহ করে দেয়। বিষয়টি তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি ছাগলটি খাওয়ার নির্দেশ দেন *(বুখারী হা/২৩০৪; মিশকাত হা/৪০৭২)*।

প্রশ্ন (২৮/৩৪৮) : কুরবানীর পশু যবহ করার সুন্নাতসম্মত তরীকা জানতে চাই।

-আব্দুর রঊফ, ময়মনসিংহ।

উত্তর : কুরবানীর পশু যবহ করার পূর্বে কয়েকটি কাজ করা যরূরী। যেমন- (১) ছুরি ভালোভাবে ধার দেওয়া এবং দ্রুত যবহের কাজ সমাধা করা। যেন পশুর কষ্ট কম হয় *(মুসলিম হা/১৯৫৫; মিশকাত হা/৪০৭৩)*। (২) গরু বা ছাগলের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলে ক্বিবলামুখী হয়ে 'যবহ' করবে *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৮৫৮৫; আলবানী, মানাসিকুল হাজ্জ, সনদ ছহীহ)*। (৩) যবহের সময় দো'আ পাঠ করা, যেমন- (ক) বিসমিল্লা-হি আল্ল-হু আকবার *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৩)* (খ) কুরবানীর পশু যবহ করার সময় বলবে, *বিসমিল্লা-হি আল্ল-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী (মুসলিম হা/১৯৬৭)*। এক্ষণে পশু যবেহ করার সুন্নাতী তরীকা হ'ল- উট দাঁড়ানো অবস্থায় এর হুলকূম বা কণ্ঠনালীর গোড়ায় ছুরিকাঘাতের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করে নহর করা *(সুবুলুস সালাম, ৪/১৭৭ পৃঃ; মির'আত ২/৩৫১; ঐ, ৫/৭৫ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৯/৩৪৯) : আমার মা মারা যাওয়ার পর দাদী, নানী, বড় বোন, ভাবী, মামী, খালা, চাচী ও ফুফুসহ আটজন আপন আত্মীয়া আমাকে পূর্ণাঙ্গভাবে দুধ পান করিয়েছেন। তারা সবাই আমার দুধ মা। এক্ষণে আমার আপন ভাই বোন বা

চাচাতো, মামাতো, খালাতো, ফুফাতো ভাই-বোনেরা দুধ সম্পর্কের কারণে নিজেদের মধ্যে কাউকে বিবাহ করতে পারবে কি?

-আব্দুল্লাহ, খুলনা।

উত্তর : যে দুধ পান করবে কেবল তার জন্য দুধ মা সাব্যস্ত হবে এবং বৈবাহিক হারামের বিষয়টি কেবল দুধপানকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যদের সাথে নয়। অতএব দুধ পানকারীর অন্যান্য ভাই-বোনদের জন্য দুগ্ধদানকারীর আত্মীয়রা মাহরাম সাব্যস্ত হবে না এবং তাদের পারস্পরিক বিবাহে কোন বাধা নেই *(ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ্দারব ১৯/২)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য হারাম করা হ'ল- তোমাদের মা, মেয়ে, ফুফু, খালা, ভাতিজী, ভাগ্নী, দুধ-মা, দুধ-বোন...' *(নিসা ৪/২৩)*।

প্রশ্ন (৩০/৩৫০) : সফর অবস্থায় কুরবানী করার বিধান কি?

-আল-আমীন, ভূগরইল, রাজশাহী।

উত্তর : কুরবানী করা গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নাত এবং ইসলামের প্রকাশ্য শে'আর। সেজন্য কারো সামর্থ্য থাকলে সফরেও কুরবানী করা মুস্তাহাব *(নববী, আল-মাজমূ' ৮/৪২৬)*। ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার কুরবানীর পশু যবহ করলেন। তারপর বললেন, হে ছাওবান! এর গোশত উত্তমভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করো। তারপর থেকে তিনি মদীনায় আগমন করা পর্যন্ত আমি তাকে উক্ত গোশত হ'তে খাওয়াতে থাকি *(মুসলিম হা/১৯৭৫)*।

প্রশ্ন (৩১/৩৫১) : কোন জীবিত আত্মীয়ের পক্ষ থেকে কুরবানী করা যাবে কি?

-ছাদিক, তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : কুরবানী করা অন্যতম আর্থিক ইবাদত। এই ইবাদত কারো পক্ষ থেকে করলে তার অনুমতি নিতে হবে। কারণ যেকোন ইবাদত করার জন্য নিয়ত শর্ত। আর যার পক্ষ থেকে কুরবানী দেওয়া হবে তিনি অবগত না থাকলে নিয়ত করতে পারবে না। সেজন্য যেকোন জীবিত আত্মীয়ের পক্ষ থেকে কুরবানী দেওয়ার জন্য তাকে অবগত করানো শর্ত *(খত্বীব শারবীনী, মুগনিল মুহতাজ ৪/১১১)*।

প্রশ্ন (৩২/৩৫২) : জনৈক ব্যক্তি ইমামকে কুরবানীর পশু যবহ করার জন্য অনুরোধ জানায়। তাকে বলা হয় এটি নিযামের পক্ষ থেকে কুরবানী হবে। ইমাম ভুলে তার নাম না বলে তার ছোট ভাই ফরীদের নামে দো'আ পাঠ করে কুরবানী যবহ করে। এক্ষণে কুরবানী কার পক্ষ থেকে হ'ল?

-নুরুল ইসলাম, পাবনা।

উত্তর : কুরবানী উল্লেখিত নিযাম নামক ব্যক্তির পক্ষেই গণ্য হবে। কারণ তার জন্যই নিয়ত করা হয়েছিল। আর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক ভালো কাজের ছওয়াব প্রাপ্তি নির্ভর করে নিয়তের উপর *(বুখারী হা/১; মিশকাত হা/১)*। অতএব ইমাম কুরবানী দাতার নাম উচ্চারণে ভুল করলেও নিয়তের কারণে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নামেই কুরবানী হবে *(মারদাভী, আল-ইনছাফ ৪/৯৪; শরহু মুখতাছারে খলীল ৩/৪৩)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৫৩) : ছালাতের ক্বিয়াম, রুকূ, সিজদা এবং তাশাহহুদে দৃষ্টি কোথায় থাকবে?

-মাস'ঊদ, রাজশাহী।

উত্তর : ছালাতে সাধারণভাবে দৃষ্টি থাকবে সিজদার স্থানে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন কা'বা ঘরে ঢুকে ছালাত আদায় করলেন, তখন তাঁর দৃষ্টি ছালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত সিজদার স্থান থেকে সরেনি *(হাকেম হা/১৭৬১; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৩০১২; ছিফাতু ছালাতিন নবী (ছাঃ) ১/৬৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন রুকূ করতেন, মাথা উপরেও করতেন না এবং নীচুও করতেন না। বরং তার মাঝামাঝি রাখতেন *(মুসলিম হা/৪৯৮, মিশকাত হা/৭৯১)*। আর তাশাহহুদে বসা অবস্থায় রাসূল (ছাঃ) তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন এবং তাঁর দৃষ্টি আঙ্গুলের ইশারা বরাবর থাকত, তার বাইরে যেত না *(আবুদাউদ হা/৯৮৮, ৯৯০; নাসাঈ হা/১২৭৫; মিশকাত হা/৯১২)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, তাশাহহুদের সময় দৃষ্টি আঙ্গুলের উপর রাখাই সুন্নাত *(নববী, শারহ মুসলিম হা/৯১০, নায়লুল আওত্বার ২/৩১৭)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৫৪) : পুরুষ বিক্রেতা নারীদের অন্তর্বাস সহ নারীদের ব্যবহার্য পোষাক-প্রসাধনী বিক্রি করার ক্ষেত্রে শারঈ কোন বাধা আছে কি?

-মুহাম্মাদ রাফসান, ঢাকা।

উত্তর : বাধা নেই। তবে বিক্রয়ের সময় অবশ্যই শালীনতা অবলম্বন করবে। আর ক্রেতারাও নিজেদের সম্ভ্রম রক্ষা করে ক্রয় করবে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৯/৭৮)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫৫) : আমি হজ্জে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমার কিছু বন্ধু আমাকে রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারতের সময় সালাম পৌঁছানোর দায়িত্ব দিয়েছে। এভাবে সালাম পাঠানো শরী'আতসম্মত কি?

-তোফায়যল হক, রাজশাহী।

উত্তর : কারো মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্র নিকট সালাম পাঠানো শরী'আতসম্মত নয়। বরং এটি বিদ'আত *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৬/২৮; আলবানী, আহকামুল জানায়েয ১/২৬০)*। কারণ রাসূল (ছা.)-কে সালাম পৌঁছাতে কোন মাধ্যম প্রয়োজন হয় না। বরং পৃথিবীর যেকোন প্রান্ত থেকে রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম দিলে বা দরূদ পাঠ করলে তা ফেরেশতারা তাঁর নিকট পৌঁছে দেয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কিছু ফেরেশতা আছেন যারা বিশ্বে ঘুরে বেড়ান, আমার উম্মতের সালাম তাঁরা আমার কাছে পৌঁছে দেন *(নাসাঈ হা/১২৮২; মিশকাত হা/৯২৪, সনদ ছহীহ)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ করো। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছানো হবে *(আবুদাউদ হা/২০৪২; ছহীহুল জামে' হা/৭২২৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কেউ আমার উপর সালাম পেশ করলে আল্লাহ আমার রূহ ফিরিয়ে দেন এবং আমি তার সালামের জবাব দেই *(আবুদাউদ হা/২০৪১; মিশকাত হা/৯২৫; ছহীহাহ হা/২২৬৬)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৫৬) : আমি আমার জমি বিক্রি করছি, অন্য একটি জমি ক্রয় করার উদ্দেশ্যে। নতুন জমি ক্রয়ের সকল কার্যক্রম শেষ, শুধু টাকা হস্তান্তর বাকী আছে। বর্তমানে সেই টাকাটা আমার কাছে গচ্ছিত আছে। এর যাকাত দিতে হবে কি?

-আব্দুর রহমান, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তর : উক্ত জমি বসবাস কিংবা চাষাবাদের জন্য ক্রয় করা হ'লে উক্ত টাকার যাকাত দিতে হবে না। বরং ক্রয়কৃত জমিতে যে ফসল উৎপন্ন হবে তাতে ওশর দিতে হবে। আর জমি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা করলে জমির মূল্য ধরে বছর শেষে যাকাত দিতে হবে *(ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৬/১৪২)*। সামুরা বিন জুন্দুব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে খরিদকৃত জায়গা বা পণ্যের যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন *(আবুদাঊদ হা/১৫৬২; ইরওয়া হা/৮২৭, সনদ যঈফ হলেও মর্ম ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩৫৭) : ধর্ষণের শিকার হয়ে কোন নারী গর্ভবতী হ'লে তার জন্য সন্তান জন্ম দেয়া এবং এ্যাবোরশন করে সন্তান ফেলে দেয়া বৈধ হবে কি?

-নাঈম, সান্তাহার, বগুড়া।

উত্তর : কোন নারী ধর্ষণের শিকার হ'লে এবং গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টি জানলে সাথে সাথে গর্ভপাতের মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত করতে পারে। তবে এটা প্রথম চল্লিশ দিনের মধ্যে হ'লে ভালো। আর এটা সম্ভব না হ'লে আশি দিনের পূর্বে গর্ভপাত করতে পারে। তবে ১২০ দিনের পর কোনভাবেই গর্ভপাত ঘটানো যাবে না, কারণ তখন ভ্রূণটি প্রাণের অধিকারী হয়ে যায় *(ওমর বিন মুহাম্মাদ, আহকামুল জানীন ফী ফিক্বহিল ইসলামী; রামলী, নিহায়াতুল মুহতাজ ৮/৪৪২; ড. ইব্রাহীম মুহাম্মাদ কাসেম, আহকামুল ইজহায ফিল ফিক্বহিল ইসলামী, পৃ. ১৩৫-১৪১)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৫৮) : কুরবানীর পশুর মধ্যে কোন দোষ থাকলে তা কুরবানীর জন্য অযোগ্য বলে গণ্য হবে কি?

-মাহির, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : বারা ইবনু আযেব (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কুরবানীতে কি ধরনের পশু হ'তে বেঁচে থাকা উচিৎ? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাতের ইশারা করে বললেন, চার রকমের পশু হ'তে বেঁচে থাকা উচিৎ (১) স্পষ্ট খোঁড়া (২) স্পষ্ট কানা (৩) স্পষ্ট রোগী এবং (৪) জীর্ণ শীর্ণ *(নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৬৫)*। অর্থাৎ এই চার শ্রেণীর পশু কুরবানীর জন্য অযোগ্য। তাছাড়া কান কাটা, শিং ভাঙ্গা, কৃশকায় পশু দ্বারা কুরবানী করা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

প্রশ্ন (৩৯/৩৫৯) : আমি অনেক লোকের জুয়ার টাকা কৌশলে মেরে দিয়েছি। এটা কি ফেরত দিতে হবে। এটা কি হক নষ্টের মধ্যে পড়বে? আমি সব কিছু ছেড়ে ভালো হ'তে চাচ্ছি। এখন সব টাকা কি ফেরত দিতে হবে? আর সব টাকার হিসাব পাওয়া মুশকিল।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কিশোরগঞ্জ।

উত্তর : জুয়া খেলা নিকৃষ্ট হারাম এবং তা থেকে প্রাপ্ত সম্পদও হারাম। তবে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে সে খালেছ নিয়তে তওবা করবে এবং সে দরিদ্র হ'লে প্রয়োজনীয় সম্পদ রেখে অবশিষ্ট সম্পদ প্রাপকদের কাছে ফিরিয়ে দিবে। আর সেটা সম্ভব না হ'লে তাদের নামে সাধারণভাবে ছাদাক্বা করে দিবে *(নববী, আল-মাজমূ' ৯/৩৫১; ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ৫/৬৯০)*। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, অতঃপর যার নিকটে তার প্রভুর পক্ষ থেকে উপদেশ এসে গেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তার জন্য পিছনের সব গোনাহ মাফ। তার (তওবা কবুলের) বিষয়টি আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*।

প্রশ্ন (৪০/৩৬০) : এক ব্যক্তির নিজস্ব বাড়ি আছে এবং অতিরিক্ত ৫০-৬০ লাখ টাকা মূল্যের জমি রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে তার আয় কমে যাওয়ায় সংসারের খরচের জন্য প্রায় ৪-৫ লাখ টাকা ঋণ হয়েছে। উক্ত জমি বিক্রি করলে সে ঋণ পরিশোধ করে স্বচ্ছল হ'তে পারবে। এ অবস্থায় কি তাকে যাকাত দিয়ে সাহায্য করা যাবে?

-শাহরিয়ার অনিক, দোহার, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত ব্যক্তি যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত নয়। বরং সে কিছু জায়গা বিক্রয় করে ঋণ পরিশোধ করার চেষ্টা করবে। কারণ বর্তমানে সে যাকাতের হকদার আট শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৫/৩৩০)*।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

সোনামণি প্রতিভা

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'**-এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, হাদীছের গল্প এসো দো'আ শিখি, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

লেখা আহ্বান

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা) নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৫-এর নীতিমালা

ক-গ্রুপ

বয়স : ৭ থেকে ১১ বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৪ বা তার পরে হতে হবে)।

☆ **আবশ্যিক বিষয় :** মৌখিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

ক. আক্বীদা (সাধারণ জ্ঞান ব্যতীত সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যিক) : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত (**ক**-গ্রুপের জন্য **১** থেকে **৫০** পর্যন্ত)।

খ. দো'আ (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যিক) : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত।

নিম্নের ৪টি বিষয়ের মধ্যে একজন প্রতিযোগী যেকোন ১টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

◈ **প্রতিযোগিতার বিষয় :**

১. অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা যোহা, তীন, ক্বারি'আহ, কাফিরূন ও ইখলাছ *(বি. দ্র. সহায়ক গ্রন্থ : তাজবীদ শিক্ষার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** লিখিত 'আরবী ক্বায়েদা (প্রথম ভাগ)' বইটি সংগ্রহ করবেন)।*

২. অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত **১৫**টি হাদীছ)।

৩. জাগরণী : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত **৫**টি জাগরণী) শুধু বালকদের জন্য।

৪. সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-১-এর ইসলামী জ্ঞান (৭-২০ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ ২১-৩৩ পৃ.), উদ্ভিদ ও প্রাণী, মানবদেহ ও স্বাস্থ্য (৪০-৪৬ পৃ.), একটুখানি বুদ্ধি খাটাও (৫১-৫৪ পৃ.) ও সংগঠন (৫৭-৫৮ পৃ.)।

পরীক্ষা পদ্ধতি : ১, ২ ও ৩নং বিষয়গুলো মৌখিকভাবে এবং ৪নং বিষয়টি ৬০ নম্বর এমসিকিউ পদ্ধতিতে ও ১০ নম্বর লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

খ-গ্রুপ

বয়স : ১১+ থেকে ১৫ বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৪ এর পূর্বে এবং ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১০ এর পরে হতে হবে)।

☆ **আবশ্যিক বিষয় :** মৌখিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে

ক. আক্বীদা (সাধারণ জ্ঞান ব্যতীত সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যিক) : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত (**খ**-গ্রুপের জন্য সম্পূর্ণ)।

খ. দো'আ (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যিক) : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত।

নিম্নের ৪টি বিষয়ের মধ্যে একজন প্রতিযোগী যেকোন ১টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

◈ **প্রতিযোগিতার বিষয় :**

১. অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা আ'রাফ ২০০-২০২, বনূ ইস্রাঈল ২৩-২৫, হজ্জ ২৩-২৪, লোকমান ১২-১৯, আহযাব ২১, হা-মীম সাজদাহ ৩৩-৩৬ *(বি. দ্র. সহায়ক গ্রন্থ : তাজবীদ শিক্ষার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** লিখিত 'আরবী ক্বায়েদা (প্রথম ভাগ)' বইটি সংগ্রহ করবেন)।*

২. অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত **২০**টি হাদীছ)।

৩. জাগরণী : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত **১০**টি জাগরণী) শুধু বালকদের জন্য।

৪. সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (৬-৪৮ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ ৪৯-৭০ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ, প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ, শিশু অধিকার ও ভাষা ৮৩-৯৩ পৃ.) সংগঠন বিষয়ক (১০৫-১০৭ পৃ.) এবং বুদ্ধিমত্তা ইংরেজী (১০৮ পৃ.)।

পরীক্ষা পদ্ধতি : ১, ২ ও ৩নং বিষয়গুলো মৌখিকভাবে এবং ৪নং বিষয়টি ৬০ নম্বর এমসিকিউ পদ্ধতিতে ও ১০ নম্বর লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

গ-গ্রুপ

(কেবল জেনারেল শিক্ষার্থীদের জন্য)

বয়স : ৭ থেকে ১১ বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৪ বা তার পরে হতে হবে)।

◈ **প্রতিযোগিতার বিষয় : দ্বীনিয়াত**

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা আছর ও ইখলাছ।

(খ) আক্বীদা : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত (সম্পূর্ণ)।

(গ) হাদীছের বঙ্গানুবাদ : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ।

(ঘ) ইসলামী আদব : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি আদব।

(ঙ) দো'আ মুখস্থ : ছানা ও দো'আ মাছূরা।

পরীক্ষা পদ্ধতি : মৌখিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

ঘ-গ্রুপ

(কেবল জেনারেল বালক শিক্ষার্থীদের জন্য)

বয়স : ১১+ থেকে ১৫ বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৪ এর পূর্বে এবং ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১০ এর পরে হতে হবে)।

◈ **প্রতিযোগিতার বিষয় : দ্বীনিয়াত**

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা ফাতিহা, নাস ও ফালাক্ব।

(খ) আক্বীদা : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত (সম্পূর্ণ)।

(গ) হাদীছের বঙ্গানুবাদ : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ।

(ঘ) ইসলামী আদব : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি আদব।

(ঙ) দো'আ মুখস্থ : ছানা, তাশাহহুদ ও দরূদ।

পরীক্ষা পদ্ধতি : মৌখিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিযোগিতার নীতিমালা

(সকল গ্রুপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

১. ক ও খ গ্রুপের প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০ এবং গ ও ঘ গ্রুপের দ্বীনিয়াত বিষয়ের প্রতিটি অংশের মান হবে ২০ করে সর্বমোট ১০০।

২. ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (৫ম সংস্করণ), **জ্ঞানকোষ-২** (৩য় সংস্করণ) সংগ্রহ করতে হবে।

৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।

৫. শাখা, উপযেলা ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/ উপদেষ্টার সাথে পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ও পুরস্কার প্রদান করবেন।

৬. প্রতিটি বিষয়ে **তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।**

৭. মৌখিকভাবে অনুষ্ঠিত প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক থাকবেন।

৮. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ১০০/- (একশত) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

৯. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা জন্ম নিবন্ধনের ফটোকপিসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

১০. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে উৎসাহ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

১১. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার পর নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিযোগী নিয়ে উন্মুক্ত মঞ্চে চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হবে।

১২. কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১০ দিন পূর্বে যেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ফলাফল ও প্রতিযোগীর পূরণকৃত সোনামণি 'ভর্তি ফরম' এবং জন্ম নিবন্ধন-এর ফটোকপি অপর পৃষ্ঠায় অভিভাবকের মোবাইল নম্বরসহ অবশ্যই কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।

◈ **প্রতিযোগিতার তারিখ :**

১. শাখা	**: ৫ই সেপ্টেম্বর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**	
২. উপযেলা	**: ১২ই সেপ্টেম্বর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**	
৩. যেলা	**: ১৯শে সেপ্টেম্বর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**	
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়	**: ১০ই অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**	
৫. চূড়ান্ত পর্ব	**: ১০ই অক্টোবর**	**(শুক্রবার, বাদ মাগরিব)।**	

উল্লেখ্য যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল স্তরের প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' (বুখারী হা/১৯৫৪)। 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' (আবুদাঊদ হা/৪২৬)।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : জুন-জুলাই ২০২৫ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ জুন	০৪ যুলহিজ্জাহ	১৮ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	০৩:৪৪	০৫:১০	১১:৫৬	০৩:১৬	০৬:৪২	০৮:০৮
০৩ জুন	০৬ যুলহিজ্জাহ	২০ জ্যৈষ্ঠ	মঙ্গলবার	০৩:৪৪	০৫:১০	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪৩	০৮:০৯
০৫ জুন	০৮ যুলহিজ্জাহ	২২ জ্যৈষ্ঠ	বৃহস্পতি	০৩:৪৪	০৫:১০	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪৪	০৮:১০
০৭ জুন	১০ যুলহিজ্জাহ	২৪ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪৫	০৮:১১
০৯ জুন	১২ যুলহিজ্জাহ	২৬ জ্যৈষ্ঠ	সোমবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৬	০৮:১২
১১ জুন	১৪ যুলহিজ্জাহ	২৮ জ্যৈষ্ঠ	বুধবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৭	০৮:১৩
১৩ জুন	১৬ যুলহিজ্জাহ	৩০ জ্যৈষ্ঠ	শুক্রবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৭	০৮:১৪
১৫ জুন	১৮ যুলহিজ্জাহ	০১ আষাঢ়	রবিবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৯	০৩:১৭	০৬:৪৮	০৮:১৫
১৭ জুন	২০ যুলহিজ্জাহ	০৩ আষাঢ়	মঙ্গলবার	০৩:৪৩	০৫:১১	১১:৫৯	০৩:১৮	০৬:৪৮	০৮:১৫
১৯ জুন	২২ যুলহিজ্জাহ	০৫ আষাঢ়	বৃহস্পতি	০৩:৪৪	০৫:১১	১২:০০	০৩:১৮	০৬:৪৯	০৮:১৬
২১ জুন	২৪ যুলহিজ্জাহ	০৭ আষাঢ়	শনিবার	০৩:৪৪	০৫:১২	১২:০০	০৩:১৯	০৬:৪৯	০৮:১৬
২৩ জুন	২৬ যুলহিজ্জাহ	০৯ আষাঢ়	সোমবার	০৩:৪৫	০৫:১২	১২:০১	০৩:১৯	০৬:৫০	০৮:১৭
২৫ জুন	২৮ যুলহিজ্জাহ	১১ আষাঢ়	বুধবার	০৩:৪৫	০৫:১৩	১২:০১	০৩:১৯	০৬:৫০	০৮:১৭
২৭ জুন	০১ মুহাররম	১৩ আষাঢ়	শুক্রবার	০৩:৪৬	০৫:১৩	১২:০১	০৩:২০	০৬:৫০	০৮:১৭
২৯ জুন	০৩ মুহাররম	১৫ আষাঢ়	রবিবার	০৩:৪৭	০৫:১৪	১২:০২	০৩:২১	০৬:৫০	০৮:১৭
০১ জুলাই	০৫ মুহাররম	১৭ আষাঢ়	মঙ্গলবার	০৩:৪৭	০৫:১৪	১২:০২	০৩:২১	০৬:৫১	০৮:১৭
০৩ জুলাই	০৭ মুহাররম	১৯ আষাঢ়	বৃহস্পতি	০৩:৪৮	০৫:১৫	১২:০৩	০৩:২২	০৬:৫১	০৮:১৭
০৫ জুলাই	০৯ মুহাররম	২১ আষাঢ়	শনিবার	০৩:৪৯	০৫:১৬	১২:০৩	০৩:২২	০৬:৫১	০৮:১৭
০৭ জুলাই	১১ মুহাররম	২৩ আষাঢ়	সোমবার	০৩:৫০	০৫:১৭	১২:০৩	০৩:২৩	০৬:৫১	০৮:১৬
০৯ জুলাই	১৩ মুহাররম	২৫ আষাঢ়	বুধবার	০৩:৫১	০৫:১৭	১২:০৪	০৩:২৩	০৬:৫০	০৮:১৬
১১ জুলাই	১৫ মুহাররম	২৭ আষাঢ়	শুক্রবার	০৩:৫২	০৫:১৮	১২:০৪	০৩:২৪	০৬:৫০	০৮:১৫
১৩ জুলাই	১৬ মুহাররম	২৯ আষাঢ়	রবিবার	০৩:৫৪	০৫:১৯	১২:০৪	০৩:২৫	০৬:৫০	০৮:১৫
১৫ জুলাই	১৭ মুহাররম	৩১ আষাঢ়	মঙ্গলবার	০৩:৫৫	০৫:২০	১২:০৪	০৩:২৫	০৬:৪৯	০৮:১৪

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	-১	-১	০	-১	-১
গাযীপুর	০	০	+১	০	০
শরীয়তপুর	+২	০	-১	-২	-২
নারায়ণগঞ্জ	০	০	০	-১	-১
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৪	+৩	+৩
কিশোরগঞ্জ	-৩	-২	+১	০	০
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২	+১	+১
মুন্সিগঞ্জ	+১	-১	-১	-১	-২
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	+৩	+১	০	-১	-২
গোপালগঞ্জ	+৫	+২	+২	০	-১
ফরিদপুর	+৩	+২	+২	+১	+১

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	-২	+২	+৬	+৪	+৫
ময়মনসিংহ	-৩	০	+৩	+২	+৩
জামালপুর	-২	+২	+৬	+৪	+৫
নেত্রকোণা	-৫	-১	+২	+১	+২

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৭	+৫	+৪	+৩	+২
সাতক্ষীরা	+৯	+৫	+৫	+৩	+২
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৬	+৪	+৩	+২	+১
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৬	+৬	+৬	+৫
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৬	+৫	+৫
মাগুরা	+৫	+৪	+৩	+৩	+৩
খুলনা	+৭	+৩	+৩	+১	০
বাগেরহাট	+৬	+২	+২	০	-২
ঝিনাইদহ	+৬	+৫	+৫	+৪	+৪

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+৫	+১	+১	-২	-৩
পটুয়াখালী	+৫	০	+১	-৩	-৫
পিরোজপুর	+৬	+২	+২	-১	-৩
বরিশাল	+৪	০	০	-২	-৪
ভোলা	+৩	-১	-১	-৪	-৫
বরগুনা	+৭	+১	+২	-৩	-৪

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+১	+৩	+৫	+৪	+৫
পাবনা	+৪	+৫	+৬	+৫	+৫
বগুড়া	+১	+৪	+৮	+৬	+৭
রাজশাহী	+৬	+৭	+৯	+৮	+৯
নাটোর	+৪	+৬	+৮	+৭	+৭
জয়পুরহাট	+১	+৫	+১০	+৯	+৯
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৬	+৮	+১১	+১০	+১১
নওগা	+৩	+৬	+৯	+৮	+৯

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	-১	+৭	+১৫	+১৩	+১৬
দিনাজপুর	+১	+৭	+১৩	+১১	+১৩
লালমণিরহাট	-৩	+৪	+১০	+৮	+১১
নীলফামারী	-১	+৬	+১৩	+১১	+১৩
গাইবান্ধা	-১	+৩	+৮	+৬	+৮
ঠাকুরগাঁও	০	+৮	+১৫	+১২	+১৫
রংপুর	-২	+৫	+১১	+৯	+১১
কুড়িগ্রাম	-৪	+৩	+৯	+৮	+৯

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	-২	-৩	-৪	-৫	-৫
ফেনী	-১	-৪	-৫	-৬	-৭
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-২	-৩	-৩
রাঙ্গামাটি	-৩	-৭	-৭	-১০	-১১
নোয়াখালী	+১	-৩	-৩	-৫	-৬
চাঁদপুর	+১	-১	-২	-৩	-৩
লক্ষ্মীপুর	+১	-২	-২	-৪	-৫
চট্টগ্রাম	-১	-৬	-৫	-৯	-১১
কক্সবাজার	+১	-৬	-৫	-১২	-১৪
খাগড়াছড়ি	-৪	-৬	-৭	-৮	-৯
বান্দরবান	-২	-৭	-৭	-১১	-১৩

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	-৯	-৬	-২	-৪	-৩
মৌলভীবাযার	-৭	-৬	-৩	-৪	-৪
হবিগঞ্জ	-৬	-৪	-২	-৩	-২
সুনামগঞ্জ	-৮	-৪	০	-১	০

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :

১. জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
২. রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
৩. স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
৪. রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
৫. কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরনের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার : ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল

লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৩০৪-৭১৬৫৩৬।
দুপুর ২.০০-টা থেকে বিকাল ৫.০০-টা পর্যন্ত।
(শনিবার, সোমবার ও বুধবার)

চেম্বার : রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ

শেরশাহ রোড, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬।
বিকাল ৪.০০-টা থেকে রাত্রি ৮.০০-টা পর্যন্ত। (শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার)

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 28, Issue 9, june 2025

কর্মী সম্মেলন ২০২৫

১২ই জুলাই, শনিবার, সকাল ৯-টা

স্থান : ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তন, ঢাকা।

প্রধান অতিথি :
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

সভাপতি : মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭২১-৯১১২২৩

সদ্য প্রকাশিত ২টি বই

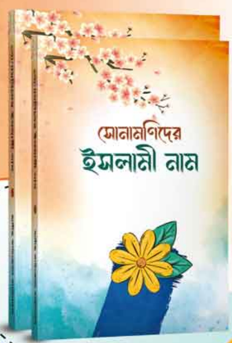

সোনামণিদের ইসলামী নাম
(প্রায় ১৮০০ ইসলামী নামের সমাহার)
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

কাবার পথের যাত্রী
(এক আধ্যাত্মিক সফরনামা)
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

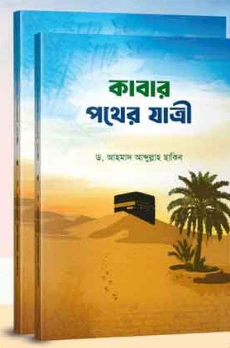

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত মারকাযী জামে মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ চলছে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। ফালিল্লাহিল হাম্‌দ। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন, মসজিদটি পাখির বাসার ন্যায় ছোট্ট হলেও' *(বুখারী হা/৪৫০; ছহীহুল জামে' হা/৬১২৮)*। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

পূর্ণাঙ্গ মসজিদের থ্রিডি ভিউ

নির্মাণাধীন মসজিদ

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২, বিকাশ ও নগদ (পেমেন্ট) : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭, ০১৭৫১-৫১৯৫৬২। নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।